নগর সংস্করণ

শনিবার

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

১৩ আশ্বিন ১৪৩১, ২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩১৭

নিউইয়র্কে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল নিউইয়র্কে। ছবি : রয়টার্স

গণতন্ত্রের নতুন যাত্রায় বিশ্বকে পাশে চায় বাংলাদেশ

জাতিসংঘে ড. ইউনূসের ভাষণ

বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বাংলাদেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল সংস্কারে সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। টেকসই সংস্কারের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র, সুশাসন ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নতুন বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্রের নতুন যাত্রায় বিশ্বকে পাশে চায় বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের মুক্তি ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে নতুনভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে ড. ইউনূস এ আহ্বান জানান। জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে এ ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তিনি বাংলায় ভাষণ দেন।

বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ। তিনি পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দায়িত্ব গ্রহণ, বাংলাদেশ নিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তিনি রাষ্ট্র হিসেবে দ্বিপক্ষীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের দায়িত্বের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমকালীন নানা বিষয় তুলে ধরে ভবিষ্যতের পৃথিবীর কথাও ভাষণে উল্লেখ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, 'জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই আজ আমি বিশ্ব সম্প্রদায়ের এ মহান সংসদে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমাদের গণমানুষের, বিশেষ করে তরুণ সমাজের অফুরান শক্তি আমাদের বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আমূল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ

- বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের এই তরুণেরা।
- বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থান আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে।
- ধরিত্রী ও তরুণদের জন্য 'তিন শূন্য' প্রস্তাব।
- ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ হচ্ছে।
- মিয়ানমারে সৃষ্ট রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আইসিসিতে অভিযোগ দায়ের করতে পারে বাংলাদেশ

জুলাই-আগস্ট গণহত্যা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আইসিসির প্রধান কৌঁসুলি করিম এ এ খান এই কথা বলেন।

বাসস, *নিউইয়র্ক*

করিম এ এ খান

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান কৌঁসুলি করিম এ এ খান বলেছেন, জুলাই-আগস্ট গণহত্যা নিয়ে আইসিসিতে অভিযোগ করতে পারে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এই কথা বলেন।

সাক্ষাৎকালে করিম এ এ খানের কাছে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইসিসিতে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চান অধ্যাপক ইউনূস। এ বিপ্লবে কমপক্ষে ৭০০ জন শহীদ হয়েছেন এবং ২০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

করিম এ এ খান বলেন, বাংলাদেশ অবশ্যই হেগভিত্তিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। তিনি বলেন, আইসিসিতে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার জন্য যথাযথ নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয়।

সাক্ষাৎকালে করিম এ এ খান অধ্যাপক ইউনূসকে ২০১৯ সালে রোহিঙ্গা নির্যাতন তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানান। এ সময় তিনি জানান, এ বছরের শেষ নাগাদ তিনি বাংলাদেশ সফর করবেন।

করিম এ এ খান রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে নতুন গতি আনতে অধ্যাপক ইউনূসের তিন দফা প্রস্তাবের প্রশংসা করেন।

বুধবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা এই প্রস্তাব দেন। এ সময় সেখানে আইসিসির প্রধান কৌঁসুলিও বক্তব্য দেন।

প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য জাতিসংঘপ্রধানের একটি জরুরি সম্মেলন আয়োজন ও করণীয় প্রস্তাব, রোহিঙ্গাদের মানবিক সংকট নিরসনে যৌথ সহায়তা পরিকল্পনা জোরদার এবং ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত গণহত্যার বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিতে আন্তরিক আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা। করিম খান বলেন, এ তিন দফা যথার্থ।

বিএনপি সংস্কার চায়, তবে লম্বা সময়ে আপত্তি

সেলিম জাহিদ, *ঢাকা*

প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো অল্প সময়ের মধ্যে সেরে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনী সড়কে উঠতে পারে বলে মনে করে বিএনপি। এ ক্ষেত্রে লম্বা সময় দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে তাদের। গত কয়েক দিনে বিএনপির নীতিনির্ধারণী একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এমন মনোভাবের কথা জানা গেছে।

ইতিমধ্যে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। আর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন, সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুত হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে।

নির্বাচনের সময় নিয়ে সেনাপ্রধানের বক্তব্যকে সমর্থন করে বক্তব্য দিয়েছেন বিএনপির নেতাদের কেউ কেউ। তাঁরা মনে করেন, সরকার আন্তরিক হলে ১৮ মাসের মধ্যেই নির্বাচন সম্ভব। এর পরও সময়ের প্রশ্নে দলটির শীর্ষ নেতৃত্বে কিছুটা উদ্বেগ ও অসন্তুষ্টি আছে। বিএনপি কার্যত যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন চাইছে।

বিএনপির নেতৃত্ব অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। তবে সরকার যাতে একটি রোডম্যাপ দিয়ে দ্রুত নির্বাচনমুখী হয়, সে তাগিদও অব্যাহত রাখবে। এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারের দাবি রয়েছে নানা মহলের। অন্তর্বর্তী সরকার দেশের নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনপ্রশাসন ও সংবিধান সংস্কারে ছয়টি কমিশন গঠন করেছে। এতেও অসন্তুষ্টি আছে বিএনপির। দলটি আশা করেছিল, কমিশন গঠনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সরকার প্রস্তাব চাইবে।

বিএনপির নেতারা বলছেন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবে কিছুটা জটিলতা এবং সময়ের বিষয় আছে সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নে। সেটি নির্ভর করবে অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধানের কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কতটা সংস্কার করতে চায়। এরই মধ্যে ছয় কমিশন বলেছে, তারা ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্কার প্রতিবেদন জমা দেবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

গডফাদারের 'অভিভাবক' আলাউদ্দিন নাসিম

আওয়ামী গডফাদার ৪

ফেনীর গডফাদার হিসেবে পরিচিত নিজাম হাজারী সভা-সমাবেশে আলাউদ্দিন নাসিমকে পরিচয় করিয়ে দিতেন তাঁর অভিভাবক হিসেবে।

- শেখ হাসিনার প্রটোকল অফিসার হয়েই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন নাসিম।
- ২০০৯ থেকে ফেনীতে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন।
- সীমান্তকেন্দ্রিক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করতেন স্বজনেরা।

আহমদুল হাসান, *ফেনী থেকে ফিরে*

আলাউদ্দিন আহমেদ

আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (নাসিম) ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে ফেনী-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হন। তবে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগপর্যন্ত ফেনীতে তাঁর পরিচয় ছিল 'নিজাম হাজারীর অভিভাবক'।

ক্যাডার থেকে নিজাম হাজারীর গডফাদার হয়ে ওঠার মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শেখ হাসিনার সাবেক প্রটোকল কর্মকর্তা নাসিম। তিনি ফেনী গেলে নিজাম হাজারী পা ধরে সালাম করতেন। সভা-সমাবেশে নাসিমকে পরিচয় করিয়ে দিতেন 'আমার অভিভাবক' বলে। ফেনীতে ব্যানার-ফেস্টুনে লেখা হতো 'ফেনীর অভিভাবক'। দলে বা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে বা দায়িত্বে না থাকলেও জেলার সব জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিলেন নাসিমের অনুগত।

নাসিমের এত প্রভাবের কারণ খুঁজতে ফেনীতে রাজনৈতিক নেতাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা হয়। তাঁদের ভাষ্য, আলাউদ্দিন নাসিমকে আগে সবাই শেখ হাসিনার 'প্রটোকল অফিসার' হিসেবেই চিনতেন। এর বাইরে তিনি শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আড়ালে-আবডালে 'ফান্ড ম্যানেজার' বলেও আলোচনা করতেন অনেকে।

কেবল ফেনীতে নয়, ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর কোনো পদে না থেকেও জনপ্রশাসনে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন নাসিম। পাশাপাশি প্রভাবশালী একজন আবাসন ব্যবসায়ীসহ বড় কয়েকটি ব্যবসায়িক গ্রুপের স্বার্থ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নিজেও বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন ব্যবসায় অংশীদার হন। পাশাপাশি সাবেক সংসদ সদস্য মির্জা আজম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, বাহাউদ্দিন নাছিম ও চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনকে নিয়ে একটা ছোট স্বার্থান্বেষী গ্রুপও তৈরি করেন বলে ঢাকায় বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে।

উত্থান

নাসিম ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৬ সালে প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর নাসিম তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রটোকল কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলে তিনি বিরোধীদলীয় নেতার প্রটোকল কর্মকর্তা হন। পরবর্তী সময়ে তিনি সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন।

শেখ হাসিনার প্রটোকল কর্মকর্তা থাকাকালেই নাসিমের নানামুখী যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দুদকে অভিযোগ

আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিমের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) ইতিমধ্যে অভিযোগ জমা পড়েছে। গত ১৫ বছরে তিনি অবৈধ উপায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন ও পাচার করেছেন বলে এই অভিযোগে বলা হয়।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে হলফনামায় নাসিম নিজের ও স্ত্রীর নামে ১০৮ কোটি টাকার সম্পদ দেখিয়েছেন। বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৩ কোটি ৫৭ হাজার ২৯৫ টাকা এবং তাঁর স্ত্রীর ৬৯ লাখ ৪৬ হাজার ৬৫০ টাকা।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

তিস্তার পানি বাড়ছে, বন্যার শঙ্কা

উত্তরে ভারী বৃষ্টি

তিস্তার পানি আজ আরও দ্রুত বাড়তে পারে। এতে নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও রংপুরের নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

পানি বেড়ে যাওয়ায় রাজশাহীর গোদাগাড়ীর চর বয়ারমারী থেকে এভাবেই বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে আসছেন লোকজন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে গোদাগাড়ী রেলবাজার ঘাটে। ছবি : প্রথম আলো

রাজধানীসহ দেশের মধ্যাঞ্চলে এবার বন্যার পানি আসেনি; তবে দেশের বাকি এলাকায় এবার বন্যার বিপদ হাজির হতে শুরু করেছে। সরকারের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, কয়েক দিন ধরে তিস্তা নদীর পানি বাড়ছে। আজ শনিবারের মধ্যে পানি আরও দ্রুত বাড়তে পারে। এতে নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও রংপুরের নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, উজানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে হঠাৎ ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলেও ভারী বৃষ্টি চলছে। এতে উত্তরাঞ্চলের প্রধান নদী তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার ও আত্রাইয়ের পানি দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে। তবে এখনো এসব নদীর পানি বিপৎসীমার নিচে রয়েছে। তিস্তা নদীর পানি আজ বিপৎসীমার কাছাকাছি বা অতিক্রমও করে যেতে পারে।

এ ব্যাপারে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, আজ শনিবার থেকে তিস্তা অববাহিকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে। আগামী চার-পাঁচ দিন পর গঙ্গা অববাহিকায় পানি বাড়তে পারে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ডালিয়া অঞ্চলের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, লালমনিরহাটের দোয়ানীতে অবস্থিত তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে বুধবার তিস্তা নদীর পানি বিপৎসীমার ১০৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার কিছুটা বেড়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল বিপৎসীমার ৬৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে। গতকাল শুক্রবার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৩২ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

পাউবো ডালিয়া অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে রয়েছেন নীলফামারী অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আতিকুর রহমান। গতকাল তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তিস্তা নদীর পানি কয়েক দিনের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩৯ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বোচ্চ ২২৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। রংপুর বিভাগের বেশির ভাগ জেলায় গতকাল ১০০ থেকে ১৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। দেশের মধ্যাঞ্চলের এলাকা রাজধানীসহ ঢাকা বিভাগেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতে গতকাল বেলা তিনটা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ৭০ মিলিমিটার। বৃষ্টির পাশাপাশি দেশের বেশির ভাগ এলাকার বাতাসের আর্দ্রতা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। ফলে একদিকে বৃষ্টি ঝরছে, অন্যদিকে ভ্যাপসা গরমের অনুভূতি থাকছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা গতকাল *প্রথম আলোকে*

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনও যেন টেস্টের বিজ্ঞাপন

কানপুর টেস্ট

প্রথম দিন শেষে

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ৩৫ ওভারে ১০৭/৩

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

টেস্ট ক্রিকেট আর গ্যালারিভর্তি দর্শক—উপমহাদেশে শেষ কবে এই দুইয়ের মেলবন্ধন দেখা গেছে?

বাংলাদেশে টেস্ট ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো বড় দেশকে ঘরের মাঠে হারানোর দিনেও ভরা গ্যালারি চোখে পড়েনি। শুধু বাংলাদেশের মিরপুর, চট্টগ্রাম কিংবা সিলেটকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অবশ্য ঠিক হবে না। পুরো উপমহাদেশেই টেস্ট ক্রিকেট হয় অনেকটা ভুতুড়ে বাড়ির উঠানে। টেস্ট ক্রিকেটের দর্শক নিয়ে সাম্প্রতিক কালে ইংল্যান্ড ছাড়া আর কোনো দেশ মনে হয় না গর্ব করতে পারবে। এমনকি অস্ট্রেলিয়াও ইদানীং টেস্ট ক্রিকেটের দর্শক হারাতে শুরু করেছে। কিন্তু কাল কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারি অনেককেই অতীতে ফিরিয়ে নেবে।

অবশ্য এমন ভরা গ্যালারির একটা কারণও আছে। উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কাল কানপুরের ২০০ স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে ম্যাচ দেখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সঙ্গে সাধারণ দর্শক তো আছেই। সবার কণ্ঠে 'শাইন গ্রিন পার্ক, শাইন কানপুর' স্লোগানে স্লোগানে তৈরি হলো দারুণ এক আবহ।

বৃষ্টির কারণে অবশ্য মাঠের লড়াইটা দিনভর উপভোগ করা গেল না। তবে ভরা গ্যালারিতে যে ৩৫ ওভার খেলা হয়েছে, সেটাই হয়ে থাকবে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য দারুণ এক বিজ্ঞাপন। ৩ উইকেটে ১০৭ রান নিয়ে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনটা শেষ করেছে বাংলাদেশ। ৪০ রান নিয়ে ক্রিজে আছেন মুমিনুল হক, তাঁর সঙ্গী মুশফিকুর রহিম আজ নামবেন নামের পাশে ৬ রান নিয়ে।

কানপুর টেস্ট ম্যাচটা শুরুর আগেই নানা কারণে আলোচনায়। হিন্দু মহাসভার হুমকি, কড়া নিরাপত্তা, এসবের মধ্যে টেস্টের আগের দিন সব আলো কেড়ে নেন সাকিব আল হাসান। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ভেতরের পাতায়

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য চাই স্বাধীনতা

বিজ্ঞান, গবেষণা ও শিল্পে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এসব বিষয়ের সঙ্গে অর্থনীতির যোগসূত্র গভীর। ইউরোপ-আমেরিকার ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের অগগ্রতির গুরুত্ব ও শর্ত নিয়ে লিখেছেন **সাইফ ইসলাম**।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

আজকের আবহাওয়া

রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায়; ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪৯ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৪৯ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : শ্রীমঙ্গলে ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২৩.৪° সেলসিয়াস

দাবি মির্জা ফখরুলের

মামলা প্রত্যাহার করে তারেক রহমানকে দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হবে

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

মির্জা ফখরুল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজীপুরের কাপাসিয়ায় এক স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এ দাবি জানান। বিএনপির প্রয়াত নেতা আ স ম হান্নান শাহের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলার কাপাসিয়া পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

মির্জা ফখরুল তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'তারেক রহমানকে মামলা দিয়ে নির্বাসিত করে রাখা হয়েছে। তাঁকে এখনো আমরা দেশে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। বিভিন্ন রকম টালবাহানা চলছে। কোনোরকম টালবাহানা আমরা সহ্য করব না। আমি পরিষ্কার করে এই সভা থেকে সরকারকে বলে দিতে চাই, সব মামলা প্রত্যাহার করে দ্রুত তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

দলের অন্য নেতা-কর্মীদের মামলার প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও মূল দলের সবার বিরুদ্ধে সব মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এটা এই দেশের জনগণের দাবি। মিথ্যা মামলাগুলো প্রত্যাহার করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কালবিলম্ব না করে সব মামলা প্রত্যাহার করা হোক।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা বারবার বলেছি যে একটি যৌক্তিক সময় সরকারকে অবশ্যই দেব। যৌক্তিক সময় মানে এই নয় যে তারা অনেক বেশি সময় নিয়ে আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতার মতো অন্য কিছুর মধ্যে জড়িয়ে দেবে। সেটা করা যাবে না। যত দ্রুত নির্বাচন দেওয়া যাবে, ততই দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।'

বিএনপির মহাসচিব বলেন, পাঁচ বছর পরপর নির্বাচনের জন্য মারামারি-কাটাকাটি করতে হয়। কারণ, আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে নির্বাচিত সরকারের অধীন নির্বাচনব্যবস্থা চালু করেছিল। সে জন্যই যত রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্যার সমাধানে আলোচনা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে মানুষের অধিকার, মানবিক মূল্যবোধ, সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য অতি দ্রুত আলোচনা করে সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

টিআইবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তথ্য কমিশনকে দলীয়করণ থেকে রক্ষার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য কমিশনকে দলীয়করণের সংস্কৃতি থেকে রক্ষা করে আমূল সংস্কারের দাবি জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সর্বজনীন তথ্য অধিকার, তথ্যে প্রবেশগম্যতা ও জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনের যুগোপযোগী সংশোধনসহ ১৩ দফা সুপারিশ করেছে সংস্থাটি।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি ও সুপারিশ করেছে টিআইবি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অতীতের তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি যেন কোনোভাবেই আর চর্চায় ফিরে না আসে। তথ্য অধিকারের সুফল জনগণ যেন বাস্তবিক অর্থেই পায়, সেই আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

সর্বজনীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে টিআইবির সুপারিশের মধ্যে রয়েছে বাক্‌স্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার নিশ্চিতের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করা; সব আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট জনগণের ওপর ডিজিটাল নজরদারি কাঠামো নিশ্চিহ্ন করা; তথ্য কমিশনকে অধিকতর কার্যকর করার স্বার্থে স্বচ্ছপ্রক্রিয়ায় যোগ্য ও দলীয় প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিদের কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদানসহ সংস্থাটি সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো; তথ্য প্রকাশ ও তথ্যে অভিগম্যতার সুবিধার্থে ডিজিটাল মাধ্যম বা সরঞ্জাম ব্যবহার সহজলভ্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন; তথ্য অধিকার আইনের পরিপন্থী বিদ্যমান আইন সংস্কার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করা; নতুন কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের মূল চেতনার পরিপন্থী বা আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো ধারা যাতে সংযোজিত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা; তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রভৃতি।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, পতিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার অপচেষ্টার অন্যতম হাতিয়ার ছিল একদিকে বাক্‌স্বাধীনতা ও ভিন্নমত দমন, অন্যদিকে নিরেট মিথ্যাচার। টিআইবি বিশ্বাস করে বাক্‌স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ অভিগম্যতা নিশ্চিতের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্যোগী হবে।

নিউইয়র্কে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে। ছবি: বাসস

নবযাত্রায় মার্কিন ব্যবসায়ীদের অংশীদারত্ব চান ড. ইউনূস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি হোটেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক সংলাপে ড. ইউনূস এ কথা বলেন।

- বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ভোক্তা বাজারের একটি হিসেবে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে।
- দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের ৩০০ কোটি মানুষের বাজার ধরার সম্ভাবনাময় জায়গায় রয়েছে বাংলাদেশ।

বাসস, *নিউইয়র্ক*

বাংলাদেশের নতুন যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের অংশীদারত্ব চেয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, 'বহুমুখী সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি হোটেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক সংলাপে ড. ইউনূস এ কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি এখানে আপনাদের কথা শুনতে এসেছি এবং আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশ কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ চাই। আমাদের এই নতুন যাত্রায় আপনাদের অংশীদারত্ব চাই।'

'ইউএস-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রি কাউন্সিল' শীর্ষক এ সংলাপের আয়োজন করে ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল (ইউএসবিবিসি)।

এ সময় ড. ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ শুধু ১৭ কোটি মানুষের উদীয়মান বাজার নয়। এটি বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ভোক্তা বাজারের একটি হিসেবে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের ৩০০ কোটি মানুষের বাজার ধরার সম্ভাবনাময় জায়গায় রয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক সফররত প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'কোনো দেশই সমস্যামুক্ত নয়। বাংলাদেশও সমস্যামুক্ত নয়। তবে আমি একটি বিকাশমান বাংলাদেশ দেখি, যে দেশটি স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।' তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যখন তার ইন্দো-প্যাসিফিক নীতির অধীন সরবরাহ কাঠামো বৈচিত্র্যকরণের দিকে নজর দিচ্ছে, বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে সেই লক্ষ্য পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে ওঠার উপযুক্ত। আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সরবরাহ কাঠামো বৈচিত্র্যকরণে আমরা সবকিছু করব।'

ড. ইউনূস আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগী। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রধান রপ্তানির দেশ এবং আমাদের বিদেশি বিনিয়োগে শীর্ষ উৎস। কিন্তু বাণিজ্য অস্বাভাবিক রকমের কম।' যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি জানি, আপনাদের কিছু কোম্পানি মুনাফা দেশে ফেরত পাঠাতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। স্পষ্টভাবে বললে, গত কয়েক বছর ধরে আমরা একটি বৈদেশিক হিসাব ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছি। এই পরিস্থিতি সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের বাইরে পাচার হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের সরকার এখন এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে, যাতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আর হ্রাস না পায়।'

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ইউএসবিবিসির সভাপতি অতুল কেশাপ বক্তব্য দেন।

মালদ্বীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ

বাসস, *নিউইয়র্ক*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, মালদ্বীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ। গতকাল শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুর সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।

বৈঠকে দুই নেতা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পর্যটন, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) সক্রিয় করা, জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা সহযোগিতা এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান উপদেষ্টা মালদ্বীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুতর প্রভাবসহ দ্বিপক্ষীয় অনেক বিষয়ে দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

জলবায়ু সংকটের কারণে উদ্ভূত বিপদের কথা উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, 'আমাদের পুরো অস্তিত্বই ঝুঁকির মুখে।'

মালদ্বীপের নির্মাণ ও পর্যটন খাতে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন মোহাম্মদ মুইজ্জু। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বলেন, উভয় দেশ পর্যটন, মৎস্য সম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণায় একসঙ্গে কাজ করতে পারে। তিনি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান।

মোহামেদ মুইজ্জু বলেন, 'আমাদের দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করলে তা দুই দেশের মানুষের জন্য উপকারী হবে।'

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস বলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সংহত করার একটি মঞ্চ হিসেবে সার্ককে দেখতে চান তিনি।

ড. ইউনূস বলেন, 'আমরা কাছাকাছি থাকব। আমাদের দূরে থাকা উচিত নয়।'

বিশ্বকে পাশে চায় বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রূপান্তরের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।'

ড. ইউনূস বলেন, ছাত্র ও যুবসমাজের আন্দোলন প্রথম দিকে মূলত ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে তা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এরপর সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে কীভাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ একনায়কতন্ত্র, নিপীড়ন, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজপথ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ছাত্র-জনতার অদম্য সংকল্প ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি এসেছে বলে উল্লেখ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, এই সম্মিলিত সংকল্পের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ নিহিত, যা বাংলাদেশকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে একটি দায়িত্বশীল জাতির মর্যাদায় উন্নীত করবে।

ড. ইউনূস বলেন, এই গণ-আন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার ও উন্নয়নের সুবিধাবঞ্চিত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। জনগণ একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, যার জন্য নতুন প্রজন্ম জীবন উৎসর্গ করেছিল। তিনি বলেন, 'বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের তরুণেরা। অবৈধ রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিল আমাদের তরুণীরা। স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা নিঃশঙ্কচিত্তে উৎসর্গ করেছিল তাদের জীবন। শত শত মানুষ চিরতরে হারিয়েছে তাদের দৃষ্টিশক্তি। আমাদের মায়েরা, দিনমজুরেরা ও শহরের অগণিত মানুষ তাদের সন্তানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছিল রাজপথে। জনগণের এই আন্দোলনে আমাদের জানামতে আট শর বেশি জীবন আমরা হারিয়েছি স্বৈরাচারী শক্তির হাতে।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'উদারনীতি, বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর মানুষের গভীর বিশ্বাস থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭১ সালে যে মূল্যবোধকে বুকে ধারণ করে আমাদের গণমানুষ যুদ্ধ করেছিল, সেই মূল্যবোধকে বহু বছর পর আমাদের "জেনারেশন জি" (প্রজন্ম জি) নতুনভাবে দেখতে শিখিয়েছে। এ রকমটি আমরা দেখেছিলাম ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময়েও। বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থান আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে।'

সাম্প্রতিক বিপ্লবকালে ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিনতম সময়ে জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাহসী সশস্ত্র বাহিনী আরও একবার শান্তির প্রতি তাদের অঙ্গীকার প্রমাণ করেছে বলে উল্লেখ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'এটা সম্ভব হয়েছে শান্তি রক্ষায় আমাদের অঙ্গীকারের কেন্দ্রবিন্দুতে মানবাধিকারকে স্থান দেওয়ার ফলে।'

ড. ইউনূস বলেন, জাতিসংঘে শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অবদানকারী চতুর্থ বৃহত্তম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৪৩টি দেশে ৬৩টি মিশনে শান্তিরক্ষী পাঠিয়েছে। এসব মিশনে দায়িত্ব পালনকালে ১৬৮ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। যেকোনো অবস্থায় নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমগুলোতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা একইভাবে অবদান রাখার সুযোগ পাবেন বলে ড. ইউনূস আশা প্রকাশ করেন।

ন্যায়, নীতি ও নৈতিকতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল

ড. ইউনূস বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী সরকার দেখতে পায় কীভাবে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, কীভাবে রাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্মম দলীয়করণের আবর্তে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কীভাবে জনগণের অর্থসম্পদকে নিদারুণভাবে লুটপাট করা হয়েছিল, কীভাবে একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সব ব্যবসা-বাণিজ্যকে অন্যায়ভাবে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে দেশের সম্পদ অবাধে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। এককথায়, কীভাবে প্রত্যেকটি পর্যায়ে ন্যায়, নীতি ও নৈতিকতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'অতীতের ভুলগুলোকে সংশোধন করে একটি প্রতিযোগিতামূলক ও শক্তিশালী অর্থনীতি এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই মুহূর্তে আমাদের মূল লক্ষ্য।'

সুশাসন ফিরিয়ে আনাই লক্ষ্য

ড. ইউনূস বাংলাদেশের মুক্তি ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে নতুনভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা মানুষের মৌলিক অধিকারকে সমুন্নত ও সুরক্ষিত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশের মানুষ মুক্তভাবে কথা বলবে, ভয়ভীতি ছাড়া সমাবেশ করবে, তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে—এটাই আমাদের লক্ষ্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সাইবার ডোমেইনসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুসংহতকরণেও আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাষ্ট্রব্যবস্থার সকল পর্যায়ে সুশাসন ফিরিয়ে আনাই আমাদের অভীষ্ট।'

সরকারের পদক্ষেপ

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা ভাষণে উল্লেখ করেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনুরোধে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার গণ-আন্দোলনকালে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পরামর্শ দিতে একটি তথ্যানুসন্ধান দল বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য ড. ইউনূস তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানান।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান বলেন, 'আমরা গুম প্রতিরোধে যে আন্তর্জাতিক সনদ রয়েছে, তাতে যোগদান করেছি। বাংলাদেশে বিগত দেড় দশকে যেসব গুমের অভিযোগ রয়েছে, সেগুলো তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন এ মুহূর্তে কাজ করছে।'

মানুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবং নির্মম অতীত যেন আর ফিরে না আসে, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকার কিছু সুনির্দিষ্ট খাতে সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে ড. ইউনূস উল্লেখ করেন। তিনি জানান, সেই লক্ষ্যে বিদ্যমান নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলাব্যবস্থা সংস্কারে স্বাধীন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সংস্কারের জন্যও পৃথক কমিশনসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোনো বিদেশি ব্যবসা বা বিনিয়োগ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতেও বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর।

গণতান্ত্রিক উত্তরণে সরকারের ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এসব সংস্কার যেন টেকসই হয়, তা দীর্ঘ মেয়াদে নিশ্চিত করতে এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সমতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে ড. ইউনূস বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যাপকতর ও গভীরতর করার আহ্বান জানান।

ভাষণে ড. ইউনূস অবৈধ অর্থের প্রবাহ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সম্পদের পাচার বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এ জন্য তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পাচার হয়ে যাওয়া সম্পদ ফেরত আনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের কথা বলেন।

তিন শূন্য ধারণা

বৈশ্বিক পরিসরে জলবায়ু সংকট মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি সুসংহতকরণে যুগপৎভাবে কাজ করার তাগিদ দেন ড. ইউনূস। তিনি উল্লেখ করেন বিশ্ব সম্প্রদায় এখন কার্বনমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে মনোযোগী হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে তিনি 'তিন শূন্য'র লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তাব দেন। ড. ইউনূস বলেন, 'এর মাধ্যমে আমরা শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ অর্জন করতে পারি। যেখানে পৃথিবীর প্রত্যেক তরুণ-তরুণী চাকরিপ্রার্থী না হয়ে বরং উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে। তারা যেন সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজ নিজ সৃজনশীলতার বিকাশ করতে পারে, যেখানে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ সামাজিক সুফল, অর্থনৈতিক মুনাফা এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতার মধ্যে একটি চমৎকার ভারসাম্য আনতে মনোযোগী হতে পারে, যেখানে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি ভোগবাদী জীবনধারা থেকে উত্তরণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সৃজনশীল শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই সময়ে তাই প্রয়োজন উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশ ও বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন একতা। সামগ্রিকভাবে এই লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ ব্যবস্থা, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সরকারসমূহ, সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি অংশীজন (এনজিও) এবং দাতব্য সংস্থাগুলোকে কাজ করতে হবে একসঙ্গে। তিনি বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে অভিযোজনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগেরও আহ্বান জানান।

রোহিঙ্গা সংকট

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে সৃষ্ট রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের জন্য প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে উল্লেখ করেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, 'মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সহায়তা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালু রাখা এবং তাদের টেকসই প্রত্যাবাসন করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পর্যাপ্ত সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত হওয়া ব্যাপকভিত্তিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চলমান বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।'

ফিলিস্তিনে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে গুরুত্ব পেয়েছে মধ্যপ্রাচ্য প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, বিশ্ববাসীর উদ্বেগ এবং নিন্দা সত্ত্বেও গাজায় গণহত্যা থামছে না। ফিলিস্তিনের বিদ্যমান বাস্তবতা কেবল আরব কিংবা মুসলমানদের জন্যই উদ্বেগজনক নয়, বরং তা সমগ্র মানবজাতির জন্যই উদ্বেগের। একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেক ফিলিস্তিনির জীবন অমূল্য। ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে যে মানবতাবিরোধী অপরাধ হচ্ছে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়বদ্ধ করতে হবে।

ড. ইউনূস বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর চলমান নৃশংসতা, বিশেষত নারী ও শিশুদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যে নিষ্ঠুরতা বিশ্ব দেখছে, তা থেকে নিস্তারের জন্য বাংলাদেশ অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে। দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানই মধ্যপ্রাচ্যে টেকসই শান্তি আনতে পারবে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সবাইকে এর বাস্তবায়নের জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।

আড়াই বছর ধরে ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, 'এই যুদ্ধের প্রভাব সর্বব্যাপী। এমনকি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। আমরা তাই উভয় পক্ষকেই সংলাপে বসে বিরোধ নিরসনের মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানাচ্ছি।'

ড. ইউনূস জানান, বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তির পক্ষভুক্ত, সেগুলো প্রতিপালনে সরকার বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘসহ বহুপক্ষীয় বিশ্বকাঠামোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান অব্যাহত থাকবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী

ড. ইউনূস বলেন, 'এ বছর আমরা জাতিসংঘের সঙ্গে বাংলাদেশের অংশীদারত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। গত ৫০ বছর ছিল আমাদের জন্য একটি পারস্পরিক শিক্ষণীয়, সম্মিলিত যাত্রা। সীমিত উপায়ে বাংলাদেশ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা, ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার, সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখে আসছে। আমাদের সমন্বিত প্রয়াস সত্যিকার অর্থে একটি নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।'

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় আরও অর্থায়ন হবে

ড. ইউনূসের আশাবাদ

বাসস, *নিউইয়র্ক*

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি হোটেলে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (ইউএনএইচসিআর) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রধানেরা সাক্ষাৎ করেছেন।

ইউএনএইচসিআরের হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা করেন।

গ্র্যান্ডি সংকট মোকাবিলায় একটি নতুন পদ্ধতির আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের আশ্রয়শিবিরে থাকা ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গার দুর্দশা অবসানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও বেশি কিছু করা উচিত। তিনি বলেন, অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশের নতুন নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বিশ্বব্যাপী আগ্রহ বেড়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় আরও অর্থায়ন হবে।

অধ্যাপক ইউনূস সংকটের দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করার এবং বাংলাদেশের আশ্রয়শিবিরে বেড়ে ওঠা লাখ লাখ রোহিঙ্গা শিশুর ভবিষ্যতের জন্য আরও বেশি কিছু করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'খুব দেরি হওয়ার আগেই আমাদের এর সমাধান করতে হবে। আমাদের একটি সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।'

আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট হুংবোও বৃহস্পতিবার হোটেলে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

হুংবো বাংলাদেশে আইএলও কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপে জাতিসংঘের শ্রম সংস্থার সহায়তার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, 'আমরা আপনার সহায়তায় প্রস্তুত আছি।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, শ্রম সংস্কার তাঁর সরকারের একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। কেননা তাঁর সরকার এটিকে বাংলাদেশকে বিশ্বমানের উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করার মূল বিষয় হিসেবে দেখে।

অধ্যাপক ইউনূস শ্রম সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশের জন্য অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ করে দেবে উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে খুবই আন্তরিক।'

ড. ইউনূসের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জাতিসংঘ মহাসচিবের

বাসস, *নিউইয়র্ক*

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেছেন, জাতিসংঘ বাংলাদেশের সংস্কারে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে জাতিসংঘ মহাসচিব এই সমর্থন ব্যক্ত করেন।

গুতেরেস বলেন, 'জাতিসংঘের আবাসিক টিম আপনাকে সহায়তা করতে চায়। সদ্য গৃহীত জাতিসংঘের প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর প্রণোদনামূলক অর্থায়ন বাংলাদেশের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে।'

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের প্রশংসা করেন গুতেরেস। তিনি বলেন, 'তারা (শান্তিরক্ষী) আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই আন্দোলন শেখ হাসিনার নির্মম স্বৈরাচারের অবসান ঘটায়।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি, কারণ তরুণেরা নতুন বাংলাদেশের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে।'

বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তন, বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের ওপর এর প্রভাব, রোহিঙ্গা সংকট ও জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলনের সময় সংঘটিত নৃশংসতার তদন্তে জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন অনুসন্ধান মিশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

তিস্তার পানি বাড়ছে, বন্যার শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, বর্ষার এখন শেষ সময়। এ সময়ে সাধারণত বৃষ্টি বেড়ে যায়।

এই আবহাওয়াবিদ আরও বলেন, আজ দেশের উত্তরাঞ্চলসহ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টি থাকতে পারে। এরপর দুই দিন বৃষ্টি কমে আসতে পারে। আগামী মাসের শুরু থেকে আবারও বৃষ্টি চলতে পারে। ওই বৃষ্টি তিন-চার দিন থাকতে পারে।

পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আজ দেশের উত্তরাঞ্চল ছাড়াও চট্টগ্রাম বিভাগে বৃষ্টি বাড়তে পারে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ওই বিভাগের জেলাগুলোতে পাহাড়ধসের আশঙ্কা আছে।

ভারী বৃষ্টিতে গত দেড় মাসে ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে তিন দফা বন্যা হয়েছে। এসব জেলার নদ-নদী থেকে পানি নেমেছে; কিন্তু কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরের নদীতীরবর্তী এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে আছে। প্রায় এক মাস ধরে ওই এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে কয়েক লাখ মানুষ কষ্ট ও বিপদে আছেন।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে দেশের উপকূলীয় এলাকাসহ পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে আবারও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে এসব এলাকায় জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। বিশেষ করে ফেনী, কুমিল্লা ও লক্ষ্মীপুর এলাকায় জলাবদ্ধতা আরও তীব্র হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ ও আগামীকাল সারা দেশে গরমের তীব্রতা বাড়তে পারে। দেশের বেশির ভাগ এলাকার তাপমাত্রা ১ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। আর্দ্রতা প্রায় ৯০ শতাংশ থাকায় গরমের কষ্টও হতে পারে বেশি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

পদ্মা ও মহানন্দা নদীর পানি বেড়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় দুই হাজার হেক্টর জমির ফসল। পানিবন্দী হয়েছে প্রায় ৮৫০ পরিবার।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আবতাবুজ্জামান-আল-ইমরান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, পদ্মা নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় পাকা ও দুর্লভপুর ইউনিয়নের প্রায় ৮০০ পরিবার ও মনাকষা ইউনিয়নের কিছু পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানিবন্দী এসব মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

পাউবো চাঁপাইনবাবগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম আহসান হাবীব বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা নদীতে ১০ সেন্টিমিটার পানি কমেছে। বিপৎসীমার ৯০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে বইছে পদ্মার পানি। অন্যদিকে মহানন্দার পানি বেড়ড়ছে মাত্র এক সেন্টিমিটার। মহানন্দার পানিও রয়েছে বিপৎসীমার নিচে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যার আশঙ্কা কম বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনও যেন টেস্টের বিজ্ঞাপন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবসরের ঘোষণা দিয়ে, দেশে ফেরা নিয়ে নিরাপত্তা-শঙ্কার কথা জানিয়ে হয়ে যান খবরের শিরোনাম। যদি শেষ পর্যন্ত দেশের মাটিতে টেস্ট খেলা না হয়, তাহলে কানপুরই হয়ে থাকবে সাকিবের শেষ টেস্ট। সে আমেজেই কাল টেস্টটা শুরু হলো। বৃষ্টিতে এক ঘণ্টা দেরিতে খেলা শুরু হওয়ায় সাকিব-চর্চার যথেষ্ট সময়ও ছিল। গ্রিন পার্কের উন্মুক্ত প্রেসবক্সে ছোট ছোট জটলায় চলছিল সাকিবকে নিয়ে আলোচনা।

ওদিকে টসের পর জানা গেল, বাংলাদেশ ম্যাচটা খেলবে দুই পেসার নিয়ে—খালেদ আহমেদ ও হাসান মাহমুদ। তাসকিন আহমেদ ও নাহিদ রানাকে বিশ্রাম দেওয়ায় খালেদের সঙ্গে সুযোগ পান স্পিনার তাইজুল ইসলাম। ভারত অপরিবর্তিত। বুমরা, সিরাজের সঙ্গে আকাশ দীপকে নিয়ে সাজানো পেস আক্রমণের হাতেই টসে জিতে নতুন এসজি বল তুলে দিলেন রোহিত।

মেঘলা কন্ডিশনে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কঠিন পরীক্ষাই নিয়েছেন ভারতের পেসাররা। সবচেয়ে কার্যকর ছিলেন আকাশ দীপ। রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে বাংলাদেশের বাঁহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের রানের গতি কমিয়েছেন, বাড়িয়েছেন চাপ। উপহার হিসেবে পেয়েছেন দুই ওপেনার জাকির হাসান ও সাদমান ইসলামের উইকেট। পরে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে আউট হয়েছেন আরেক বাঁহাতি নাজমুল হোসেনও।

তবে এমন পেস-সহায়ক কন্ডিশনেও টসে জিতে বাংলাদেশ দলের টপ অর্ডারে দ্রুত ফাটল ধরাতে পারেনি ভারত। খুব বড় না হলেও ওপেনার জাকির ও সাদমানের ৫১ বলে ২৬ রানের উদ্বোধনী জুটিটা কাজে দিয়েছে বেশ। সাদমান ৩৬ বলে ২৪ রান করে এলবিডব্লু হয়েছেন, জাকির ২৪ বল খেলেও কোনো রান করতে পারেননি। তবে দুজন মিলে বুমরা-সিরাজের শুরুর স্পেলের অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়ায় নাজমুল ও মুমিনুলের কাজ কিছুটা হলেও সহজ হয়েছে।

নাজমুল ইনিংসের শুরুতে আক্রমণাত্মক ছিলেন। মুমিনুল খেলছিলেন ছেড়ে ছেড়ে। টপ অর্ডারে বাঁহাতি বেশি হওয়ায় রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ইনিংসের অষ্টম ওভারেই বোলিংয়ে আনেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। নাজমুল প্রতি-আক্রমণে অশ্বিনকে ভালোই সামলাচ্ছিলেন। কিন্তু অশ্বিন কাল আরও একবার দেখিয়েছেন, তিনি কেন টেস্ট ক্রিকেটের সেরা বাঁহাতি-ঘাতক। অফ স্টাম্পের বাইরে দীর্ঘ সময় ধরে ফ্লাইট দেওয়ার পর ইনিংসের ২৮তম ওভারে এল স্টাম্প তাক করা তাঁর আর্ম বল। গতিময় সে বলটি সামনের পায়ে ডিফেন্স করতে গিয়ে এলবিডব্লু নাজমুল। রিভিউ নিয়েও রক্ষা হয়নি বাংলাদেশ অধিনায়কের। দারুণ শুরুর পরও ৫৭ বলে ৩১ রানে থামে তাঁর ইনিংস।

ওপাশে মুমিনুল খুব সামলে খেলেছেন। অশ্বিনের ওভারে ১-২ রান করে নিয়েছেন, আবার বুমরার বলে হাঁটু গেড়ে খেলেছেন ড্রাইভ, পেছনের পায়ে আপার কাট। কখনো তা গেছে কিপারের ওপর দিয়ে, কখনো স্লিপ কর্ডনের ওপর দিয়ে। বৃষ্টিতে খেলা থামার আগে মুমিনুলই ছিলেন বাংলাদেশের ভরসার নাম।

বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও। কে জানে, বৃষ্টির কারণে কানপুর টেস্ট ঠিকমতো শুরুর আগেই না আবার শেষের বাঁশি বেজে যায়!

“ যৌক্তিক সময় মানে এই নয় যে তাঁরা অনেক বেশি সময় নিয়ে আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতার মতো অন্য কিছুর মধ্যে জড়িয়ে দেবেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মহাসচিব, বিএনপি; নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে যৌক্তিক সময় দেওয়ার কথা উল্লেখ করে

সংক্ষেপে

পাচারের সময় ১২৫ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার

ময়মনসিংহের ভালুকায় সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১২৫ বস্তা চাল পাচারের সময় উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইউএনও আলীনূর খান এসব চাল উদ্ধার করেন। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়। স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের হোসেনপুর বড় বাজারে আসমত মিয়ার দোকানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১২৫ বস্তা চাল মজুত ছিল। ৩০ কেজি ওজনের ১২৫ বস্তা চাল গাজীপুরের শ্রীপুরের একটি দোকানে বিক্রির জন্য নিতে চাইলে খবর পেয়ে ট্রাকের চালক ও চাল কিনে নেওয়া ব্যক্তিকে আটক করে উপজেলা প্রশাসন। আটক ব্যক্তিরা হলেন আতিকুল ইসলাম (২৫) ও ট্রাকচালক মহিম মিয়া (৩৩)। ইউএনও *প্রথম আলোকে* বলেন, আটক ব্যক্তিদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া খাদ্য বিভাগকে মামলা করতে বলা হয়েছে। ভালুকা উপজেলা খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীদুল ইসলাম বলেন, ‘চালগুলো খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির। আটক ব্যক্তিরা চালগুলো কীভাবে সংগ্রহ করলেন, সেটি আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

টুপি সেলাই

বৃষ্টির দিনে ঘরের বারান্দায় বসে টুপি সেলাই করছেন এক গৃহিণী। একটি টুপি তৈরি করতে সময় লাগে ৫ থেকে ৭ দিন। গতকাল রংপুরের গঙ্গাচড়ার উত্তর পানাপুকুর এলাকায়। মঈনুল ইসলাম

পালানোর সময় সীমান্তে আ.লীগ নেতা আটক

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলায় ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের এক নেতাকে আটক করেছে বিজিবি। ওই ব্যক্তির নাম মো. টিপু সুলতান ওরফে টাইগার টিপু। তিনি কুমিল্লা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দীনের (বাহার) ঘনিষ্ঠ। বাহাউদ্দীন কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি। কুমিল্লা নগরের ঠাকুরপাড়া এলাকার বাসিন্দা টিপু মহানগর আওয়ামী লীগের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সহসাংগঠনিক সম্পাদকের পদে রয়েছেন। টিপু সুলতানকে আটকের তথ্য গতকাল শুক্রবার দুপুরে *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন ৬০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার। তিনি জানান, অবৈধভাবে ভারতে পালানোর চেষ্টাকালে বড়জ্বালা বিওপির টহল দল বৃহস্পতিবার রাতে নিশ্চিন্তপুর এলাকার পাকা সড়ক এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের ওই নেতাসহ দুজনকে আটক করে। টিপুর সঙ্গে আটক ব্যক্তির নাম মো. মারজানুর রহমান (৪৮)। বিজিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টিপু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে সরাসরি অংশগ্রহণ করে গোলাগুলিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলে বিজিবির কাছে গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে।

সংবাদদাতা, *কুমিল্লা*

পড়ে আছে নতুন ভবন, জীর্ণ ভবনে বন্দীরা

৫ কারাগার

ময়মনসিংহ, নরসিংদী, জামালপুর, খুলনা ও কুমিল্লায় কোনো কারাগারের কাজ চলছে ১৩ বছর ধরে, কোনোটি ৯ বছর, কোনোটি ৫ বছর ধরে।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

খুলনায় দুই হাজার বন্দী ধারণক্ষমতার নতুন একটি কারাগারের নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১১ সালে। সেই হিসাবে এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে; কিন্তু কারাগারটি চালু হয়নি। পুরোনো কারাগারেই গাদাগাদি করে আছেন বন্দী ও কয়েদিরা।

নথিপত্র বলছে, খুলনা জেলা কারাগার প্রকল্পটি নেওয়ার আগে সমীক্ষা করা হয়নি। এ কারণে নির্মাণকাজ শুরুর পর ভুল হয়েছে পদে পদে; আবার তা সংশোধনও করা হয়েছে। এ অবস্থায় তিনবার সময় বাড়িয়েও সব কাজ শেষ করতে পারেনি কারা অধিদপ্তর। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা কয়েকটি ভবন কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে আছে। এতে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছে ভবনগুলো। চুরি হচ্ছে ভবনের ভেতরে থাকা উপকরণ।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের চিত্রও প্রায় একই রকম। এ প্রকল্পের শুরুতেও সমীক্ষা হয়নি। পরে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ভুল হয়েছে; আবার তা সংশোধন করা হয়েছে। এ কারাগারের ভেতর দীর্ঘদিন ধরে অন্তত ১০টি আবাসিক ভবন খালি পড়ে আছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) পৃথক দুটি প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গত আগস্টে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবেদন দুটি।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, তড়িঘড়ি করে নতুন নতুন কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় কোনো ধরনের সমীক্ষা ছাড়াই। অথচ কোনো প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার আগে সমীক্ষা করার কাজটি বাধ্যতামূলক। প্রকল্প অনুমোদনে যতটা তৎপর ছিলেন কর্মকর্তারা, বাস্তবায়নে ততটাই নিষ্ক্রিয় থেকেছেন তাঁরা।

দেশের অনেক কারাগারই শুধু পুরোনো ও জরাজীর্ণ নয়; অরক্ষিতও। বগুড়া ও নরসিংদী জেলা কারাগার এমনই দুটি কারাগার। দেশের কারাগারগুলো যে কতটা অরক্ষিত, এ দুই কারাগারের সাম্প্রতিক দুটি ঘটনায় তা উঠে এসেছে। গত জুনে বগুড়া জেলা কারাগারের কনডেমড সেল থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামি ছাদ ফুটো করে পালিয়ে যান। যদিও কয়েক ঘণ্টা পর গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁরা।

দেশজুড়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই নরসিংদী জেলা কারাগারে হামলা চালিয়ে অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটে। ওই দিন কারাগারে থাকা ৮২৬ বন্দী পালিয়ে যান। অবশ্য অনেক কয়েদি পরে ফিরে আসেন।

কারা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, খুলনা, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, জামালপুর ও কুমিল্লা—এই পাঁচ জেলায় নতুন কারাগারের নির্মাণকাজ চলছে। কোনোটির কাজ চলছে ১৩ বছর ধরে, কোনোটি ৯ বছর, কোনোটি ৫ বছর ধরে; কিন্তু একটি প্রকল্পের কাজও নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে পারেনি অধিদপ্তর। প্রকল্পগুলোর সময় বেড়েছে; অন্যদিকে খরচও বেড়েছে। পাঁচ প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে ঠেকেছে ১ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকায়।

খুলনা কারাগার

২০১১ সালে ১৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদন পায়। এ কারাগারের বর্তমান ধারণক্ষমতা ৫৪৪ জন। আছেন প্রায় দুই হাজার জন। কারাগারটির নির্মাণকাজ শেষ করার কথা ছিল ২০১৬ সালে। তিন দফা সময় বাড়িয়ে

ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বগুড়া জেলা কারাগারের জরাজীর্ণ ভবন। ফাইল ছবি

আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে গত মাসে। তবে সৌন্দর্যবর্ধনের কিছু কাজ এখনো বাকি আছে। দীর্ঘ এই সময়ে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৮ কোটি টাকায়। আইএমইডির কর্মকর্তারা বলছেন, খুলনা জেলা কারাগারে কর্মচারীদের বসবাসের জন্য ৬৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য এত ছোট ফ্ল্যাট থাকার উপযোগী নয়। ফ্ল্যাটে উঠতে রাজি হচ্ছেন না কর্মচারীরা।

ময়মনসিংহ কারাগার

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদি ধারণক্ষমতা ৯৯৬ জন। বর্তমানে সেখানে গড়ে ১ হাজার ৯৩২ কয়েদি অবস্থান করছেন; যা ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ। কারাগারটির অধিকাংশ স্থাপনা ২০০ বছর আগের। ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্পটি ২৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৫ সালে পাস হয়। আগামী বছরের জুনে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা।

প্রকল্পের আওতায় কর্মচারীদের বসবাসের জন্য ৬০০ বর্গফুটের ছয়টি ভবনের নির্মাণকাজ ২০১৯ সালে শেষ হয়। এসব ভবন খালি পড়ে আছে। ৮০০ ও ১০০০ বর্গফুটের অন্তত পাঁচটি ভবনের কাজও শেষ হয়েছে। তবে এসব ভবনে কেউ ওঠেননি। ভবনের বাইরের প্লাস্টার নষ্ট হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন পরিত্যক্ত ভবন। কোনো কোনো ভবনের জানালার গ্রিল ও কাচ চুরি হয়ে গেছে।

নরসিংদী কারাগার

কারা অধিদপ্তর সূত্র বলছে, নরসিংদী নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালে। ২০২২ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরে আরও দুই বছর সময় বাড়ানো হয়। এ সময়ের মধ্যেও কাজ শেষ হয়নি। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩২৭ কোটি টাকা হলেও কাজের বাস্তব অগ্রগতি মাত্র ৫০ ভাগ।

আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়, কারাগারের ভেতর ১১ কেভির বৈদ্যুতিক লাইন রয়েছে, যা এখনো স্থানান্তর করা হয়নি। ফলে নির্মাণকাজে সমস্যা হচ্ছে। তা ছাড়া জমি অধিগ্রহণ ও সীমানা নিয়ে জটিলতার মতো সমস্যাও আছে।

জামালপুর ও কুমিল্লা কারাগার

জামালপুর জেলা কারাগারে বন্দীর ধারণক্ষমতা ৩০০। এটিকে দ্বিগুণ করতে ২০২০ সালে ২১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। আগামী বছর জুনে এটির কাজ শেষ হওয়ার কথা। তবে এখন পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ১২ শতাংশ।

এ ছাড়া কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালে। এ প্রকল্পের ব্যয় ৬১০ কোটি টাকা। আগামী বছরের জুনে কাজ শেষ হওয়ার কথা। তবে এ প্রকল্পের অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়।

খুলনা, নরসিংদী ও কুমিল্লা কারাগার প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) মোকতার আহমদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, সমীক্ষা ছাড়া নতুন কারাগার নির্মাণের প্রকল্প নেওয়ার কারণে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কেন সমীক্ষা করা হয়নি, তা জানা নেই। করলে ভালো হতো।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালন শিক্ষার্থী ও অতিথিদের। গতকাল বরিশালের শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। ছবি : সাইয়ান

বিজয়গাথা কাজে লাগাতে হবে

প্রথম আলো ডেস্ক

মানবিক হতে হবে, ভালো মানুষ হতে হবে। এসব হতে না পারলে, মানবজীবন সার্থক হয় না। দেশের জন্য, মানবতার জন্য বিজয়গাথা কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যাশা, তোমরা সব ক্ষেত্রে ভালো করবে।

শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল শুক্রবার বরিশাল, সাতক্ষীরা, চাঁদপুর ও কিশোরগঞ্জে এ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক, অতিথি ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বরিশাল

অনুষ্ঠানটি হয় নগরের কীর্তনখোলা নদীতীরের বান্দরোডে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। বরিশাল বন্ধুসভার সভাপতি নাঈম ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* বরিশালের নিজস্ব প্রতিবেদক এম জসীম উদ্দীন।

বরিশাল বিভাগীয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাদুল আলম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা একেকজন একেকটি অনুপ্রেরণার টুকরা টুকরা গল্প। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে দেশের জয়ের জন্য, মানবতার জয়ের জন্য।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ পারভেজ বলেন, সফল হতে হলে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদককে ‘না’ বলার অঙ্গীকার করান শিখোর প্রতিনিধি হেমায়েত উদ্দীন কাজী। আরও বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* ফরিদপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক প্রবীর কান্তি বালা। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মিঠুন রায় ও তাঁর দল।

সাতক্ষীরা

অনুষ্ঠানটি হয় সেখানকার লেকভিউ কমিউনিটি সেন্টারে। সেখানকার প্রথম আলো বন্ধুসভার সভাপতি কর্ণ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও সদস্য শেখ শরীফ হাসানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* সাতক্ষীরার নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জি।

সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বাসুদেব বসু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, জীবনের প্রতিটি ধাপে কৃতিত্ব দেখাতে হবে। পাশাপাশি মানবিক হতে হবে, ভালো মানুষ হতে হবে; না পারলে মানব জীবন সার্থক হয় না।

আরও বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* খুলনার নিজস্ব প্রতিবেদক শেখ আল-আহসান এবং বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও লেকভিউ কমিউনিটি সেন্টারের স্বত্বাধিকারী ডা. আবুল কালাম।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য দেয় ও গান পরিবেশন করে ফারহানা এমরোজ ও শরীফ আহমেদ। চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠের শিল্পী ইমাম খন্দকার, সাতক্ষীরার শুভেন্দু সরকার, জেসমিনা নাহার ও শিরিনা আক্তার গান পরিবেশন করেন। এ ছাড়া নৃত্য পরিবেশন করেন সাকিব, জিৎ, মেধা, সুদীপা, অতসী।

শিক্ষার্থী শরীফ আহমেদ জানায়, সে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা থেকে অনুষ্ঠানে এসেছে।

গানের সঙ্গে মেতে উঠেছেন কৃতী শিক্ষার্থীরা। গতকাল সাতক্ষীরায়। ছবি : সাদ্দাম হোসেন

ক্রেস্ট হাতে শিক্ষার্থীরা। গতকাল চাঁদপুর শহরের বড়স্টেশন মোলহেডে। ছবি : আলম পলাশ

সেলফিতে স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা শিক্ষার্থীদের। গতকাল কিশোরগঞ্জে। তাফসিলুল আজিজ

চাঁদপুর

চাঁদপুরের অনুষ্ঠানটি হয় শহরের বড় স্টেশন এলাকায় পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মিলনস্থল মোলহেডে। চাঁদপুর বন্ধুসভার সভাপতি রিফাত কান্তি সেনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* জেলা প্রতিনিধি আলম পলাশ।

চাঁদপুর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নূর খান বলেন, শিক্ষার্থীরা এ দেশের মূল শক্তি। মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এ সমাজকে আলোকিত করে তুলছে।

আরও বক্তব্য দেন মতলব জেবি সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সিরাজুল ইসলাম। শিক্ষার্থীদের মাদক, মুখস্থ ও মিথ্যার বিরুদ্ধে শপথ পাঠ করান *প্রথম আলোর* হেড অব কালচারাল প্রোগ্রাম কবির বকুল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করেন মো. মাহিদুল হাসান ও সাদিয়া আফরিন।

দেশাত্মবোধক ও অনুপ্রেরণামূলক গান গেয়ে শোনান ঢাকার শিল্পী অয়ন চাকলাদার, কুমিল্লার শিল্পী জ্যোতি, চাঁদপুরের শিল্পী রুবাইয়া ও রাজীব। কবিতা আবৃত্তি করে শিক্ষার্থী মেহেরুন নেছা।

কিশোরগঞ্জ

অনুষ্ঠানটি হয় শহরতলির নেহাল গ্রিন পার্কে। স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি তাফসিলুল আজিজ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নুসরাত জাহান ও বন্ধুসভার সদস্য আশিষ বিশ্বাস।

কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবদুল হামিদ শিক্ষার্থীদের বলেন, মা-বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তোমাদের এ ফলাফল ধরে রাখতে হবে। ভালো কাজের শপথ নিতে হবে।

আরও বক্তব্য দেন গুরুদয়াল সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক কাজী করিম উল্লাহ, শিখোর দুজন শিক্ষক ডা. তানজিম আহমেদ ও মো. সাব্বির হোসেন এবং *প্রথম আলোর* আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন ঢাকা থেকে আগত কণ্ঠশিল্পী অনিক সূত্রধর ও স্থানীয় শিল্পী কায়েস।

শিক্ষার্থী ক্যামেলিয়া বলে, ‘*প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে দেওয়া ক্রেস্ট নিয়ে ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রেখেছি।’

‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে দেশের ৬৪টি জেলায় জিপিএ-৫ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের উৎসবটি পাওয়ার্ড বাই ‘বিকাশ’। সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বহুব্রীহি, সানকুইক, কনকা-গ্রি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

খুনের আসামি হয়েও ৪ নেতা পান আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স

টাঙ্গাইল আওয়ামী লীগ

সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ওরফে ছোট মনির ও তাঁর ভাই লাইসেন্স করা চারটি আগ্নেয়াস্ত্র জমা দেননি। বাবার দাবি—লুট হয়েছে।

কামনাশীষ শেখর, *টাঙ্গাইল*

টাঙ্গাইলে গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলটির ২৩ নেতাকে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এই নেতাদের চারজনের বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যা মামলা। অন্যরাও নানা মামলার আসামি। তারপরও তাঁদের ২৭টি অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারে পতন নয়। এরপর গত ১৫ বছরে দেওয়া সব আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্থগিত করে অস্ত্রগুলো জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। তবে আওয়ামী লীগ নেতাদের নামে এসব অস্ত্রের লাইসেন্স শুধু স্থগিত নয়, বাতিলের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী, রাজনীতিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।

আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি হলে তিনি অস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য নন। অস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়া ব্যক্তির অনেকেই পলাতক থাকায় বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

হত্যা মামলার আসামি হয়েও পান লাইসেন্স

২০১৬ সালের ১৮ জুলাই টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জামিলুর রহমান ওরফে মিরন শটগানের লাইসেন্স পান। তিনি ওই সময় আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুর রহমান খান হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। মামলাটি বিচারাধীন। বিভিন্ন সময় তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ৪০টি মামলা হয়েছে।

এর আগে ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনের তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আমানুর রহমান খান পিস্তলের লাইসেন্স পান। সে বছরের জানুয়ারি ও মার্চ মাসে তাঁর ছোট ভাই টাঙ্গাইল পৌরসভার তৎকালীন মেয়র সহিদুর রহমান খান শটগান ও রিভলবারের লাইসেন্স পান। আরেক ভাই জাহিদুর রহমান খান ওরফে কাঁকনও ২০১৪ সালের জুলাই মাসে রিভলবারের লাইসেন্স পান।

তিন ভাইয়ের সবাই ছাত্রদল নেতা আবদুর রউফ ও পৌর কমিশনার রুমি চৌধুরী হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। লাইসেন্স পাওয়ার কিছুদিন আগে ওই দুই হত্যা মামলা প্রত্যাহার করে সরকার। বর্তমানে তিন ভাই আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক আহমেদ হত্যাসহ কয়েক ডজন মামলার আসামি।

অস্ত্র জমা দেননি সাবেক এমপি ও তাঁর ভাই

২০১৮ সালে টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভূঞাপুর) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তানভীর হাসান ওরফে ছোট মনির। ওই বছরের ৭ নভেম্বর শটগানের এবং ২৬ নভেম্বর পিস্তলের লাইসেন্স পান। তাঁর ভাই গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড় মনি ২০১৬ সালের ১৮ জুলাই শটগানের ও ২০১৭ সালের ৪ জুলাই পিস্তলের লাইসেন্স পান।

তানভীর হাসান ও গোলাম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই দুই ভাই তাঁদের চারটি অস্ত্রের একটিও জমা দেননি। গত ১২ আগস্ট সদর থানায় তাঁদের বাবা আবদুল গফুর একটি জিডি করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, ৪ আগস্ট তাঁর বাড়িতে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা হামলা করে। ওই সময় তাঁর দুই ছেলের চারটি অস্ত্রও লুট হয়ে যায়।

লাইসেন্স পেয়েছেন আ.লীগের যেসব নেতা

টাঙ্গাইলে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়া আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের মধ্যে রয়েছে অনুপম শাজাহানের নাম। ২০১৪ সালে টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ওই বছর ১৭ অক্টোবর তিনি রিভলবারের লাইসেন্স পান। একই বছর টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ছানোয়ার হোসেন। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে তিনি দুটি অস্ত্রের লাইসেন্স পান।

টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) সাবেক সংসদ সদস্য ও মির্জাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি একাব্বর হোসেন ২০১৪ সালের ২১ অক্টোবর আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পান। ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট লাইসেন্স পান টাঙ্গাইল-৬ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য খন্দকার আবদুল বাতেন।

পরে ২০২২ সালে একই আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য হন খান আহমেদ শুভ। ২০১৭ সালে শটগান ও ২০১৮ সালে পিস্তলের লাইসেন্স পান তিনি। আর টাঙ্গাইল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাছান ইমাম খান ২০১৭ সালের ৩ মে পিস্তলের লাইসেন্স পান।

আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়া আওয়ামী লীগের ২৩ নেতার তালিকায় টাঙ্গাইলের বিভিন্ন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলররা রয়েছেন। দলটির অনেক নেতার আত্মীয়স্বজনও আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেয়েছেন।

লাইসেন্স বাতিলের দাবি

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল বলেন, আওয়ামী লীগ নেতাদের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স শুধু স্থগিত নয়, স্থায়ীভাবে বাতিলের পদক্ষেপ নিতে হবে। তদন্ত করে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ ইউসুফও।

হত্যা মামলার আসামিদের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়া ও অস্ত্র জমা না দেওয়া প্রসঙ্গে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা ও ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মূল পত্রিকার ভেতর দুই পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র

বিদেশে উচ্চশিক্ষা ঘিরে যত সমস্যা

জুন-জুলাই মাসেই মূলত বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যান আমাদের দেশের শিক্ষার্থী-গবেষকেরা। কিন্তু এ বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় বন্ধ ছিল অনেক দূতাবাসের কার্যালয়। কোনো কোনো দূতাবাসের কার্যক্রম এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি। তাই ভিসা, আগামী সেশনের ভর্তি, ফান্ডিংসহ নানা বিষয়ে সমস্যায় পড়েছেন ভিনদেশে পড়তে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা।

এ ছাড়া থাকছে
- ছাত্ররাজনীতি চাই, চাই না
- ক্যাডেট নম্বর ১৮২৮

চোখ রাখুন আগামীকাল রোববার

জলাতঙ্ক রোগে আতঙ্ক নয়
সচেতনতা আবশ্যক

শুধুমাত্র ভ্যাকসিন গ্রহণের মাধ্যমে জলাতঙ্ক প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, বাদুড় ইত্যাদি কামড় বা আঁচড় দিলে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন ও ভ্যাকসিন নিন।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে নিরাপদ ও কার্যকর ভ্যাকসিন

- ঔষধ ক্রয়ের সময় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ক্রয়, বিক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক এন্টিবায়োটিক ক্রয়, বিক্রয় ও সেবন করুন।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বললেন জামায়াতের আমির

যৌক্তিক সময়ে নির্বাচন দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিদায় নিতে হবে

প্রতিনিধি, *খুলনা*

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, রাজনৈতিক দলসহ সব পর্যায়ের অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সংস্কার ও নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরি করে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে বিদায় নিতে হবে। কেননা, বছরের পর বছর দেরি করলে আগাছা জন্ম নিতে পারে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হতে পারে।

গতকাল শুক্রবার সকালে খুলনা নগরের সোনাডাঙ্গা এলাকার আল ফারুক সোসাইটিতে খুলনা মহানগর ও জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শফিকুর রহমান এ কথাগুলো বলেন।

আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে জামায়াতের এই শীর্ষ নেতা বলেন, গণহত্যাকারীদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। কেননা, রাজনীতি করতে হবে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে, বাইরের কারও সাহায্য নিয়ে নয়।

আওয়ামী লীগের শাসনামলের চিত্র তুলে ধরে জামায়াতের আমির বলেন, 'বিডিআর হত্যার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রথম ধাপ শুরু হয়। এরপর জামায়াতের ওপর স্টিম রোলার চালানো হয়। পর্যায়ক্রমে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি দিয়ে অথবা কারাগারে রেখখ হত্যার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা চালানো হয়। যাঁরা সারা জীবন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই ইসলাম অবমাননার কথিত অভিযোগ আনা হয়।'

মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, বিক্ষোভ

মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করেন ভারতের মহারাষ্ট্রের হিন্দু পুরোহিত রামগিরি মহারাজ। তাঁকে সমর্থন করেন বিজেপির বিধায়ক নীতেশ রানে।

প্রথম আলো ডেস্ক

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে ভারতীয় পুরোহিতের কটূক্তি এবং সেই বক্তব্যকে বিজেপির এক নেতার সমর্থন দেওয়ার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজশাহী, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, বগুড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় সংগঠন ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে এসব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চন্দ্র দিঘলিয়া জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া শামসুল উলুম মাদ্রাসার সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে হেফাজতে ইসলাম গোপালগঞ্জ জেলা শাখা। জুমার নামাজের পর তারা এ কর্মসূচির আয়োজন করে। সমাবেশে হেফাজতে ইসলাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল্লাহ বলেন, 'গত আগস্ট মাসে রাসুল (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করেন ভারতের মহারাষ্ট্রের হিন্দু পুরোহিত রামগিরি মহারাজ। তাঁকে সমর্থন করেছেন বিজেপির বিধায়ক নীতেশ রানে। এ দুজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলেও এখনো রাজ্য সরকার তাঁদের গ্রেপ্তার করেনি। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।'

নড়াইলে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। জুমার নামাজের পর নড়াইল পৌরসভার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে মিছিলটি বের হয়ে হাসপাতালের মোড় ঘুরে পুরোনো বাস টার্মিনালে এসে সমাবেশ করা হয়। সামাজিক সংগঠন 'উষার আলো ফাউন্ডেশন' এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

একই ঘটনায় রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীসহ মুসলিম জনতা। জুমার নামাজের পর নগরের সাহেববাজার বড় মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিলটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার একই স্থানে গিয়ে সমাবেশ করে। সাধারণ শিক্ষার্থী, রাজশাহী ও মুহাম্মদীয়া যুব সুন্নি, রাজশাহীর উদ্যোগে দুটি পৃথক ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

রংপুরের তারাগঞ্জের চৌপথী এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন ছাত্র-জনতা ও মুসল্লিরা। জুমার নামাজের পরে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা প্রকাশের আহ্বান জানান।

একই ঘটনায় বগুড়ার শেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে। জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ ও সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম তাওহিদী জনতার ব্যানারে জুমার নামাজের পর উপজেলা বাসস্ট্যান্ডে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

পঞ্চগড়ে সম্মিলিত খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ পরিষদের ব্যানারে জুমার পর বিক্ষোভ মিছিল করেছেন মুসল্লিরা। কটূক্তির প্রতিবাদে ও অভিযুক্ত দুজনের শাস্তির দাবিতে নীলফামারীর সৈয়দপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কয়েক শ মুসল্লি। ঘটনার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**রা]

পাশে ফোন চার্জে রেখে ঘুমে, মারা গেলেন বিস্ফোরণে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

তারিকুল আলম

ময়মনসিংহ নগরে তারিকুল আলম (৪২) নামের এক চিকিৎসক মুঠোফোন বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। পরিবারের লোকজন বলেন, তিনি বিছানার পাশে চার্জে ফোন রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। গতকাল শুক্রবার ভোর চারটার দিকে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তারিকুল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিকস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নগরের গরিব জমির মুন্সি এলাকার বাসিন্দা।

স্বজনদের বরাত দিয়ে থানা-পুলিশ জানায়, তারিকুল তাঁর দায়িত্ব পালন শেষে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটার দিকে বাসায় ফেরেন। তিনি আলাদা কক্ষে একা ঘুমাতে যান। ওই সময় নিজ বিছানার পাশে প্রতিদিনের মতো মুঠোফোন মাল্টিপ্লাগে চার্জ দেন।

মুঠোফোনটি বিস্ফোরিত হলে দগ্ধ হন ঘুমন্ত তারিকুল। এতে তাঁর দুই হাত, বুক, নাক-মুখ পুড়ে যায়। পোড়া গন্ধ আর আওয়াজ পেয়ে পরিবারের লোকজন দরজা খুলে তারিকুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় তারিকুলের ভাই তাসরিকুল আলম গতকাল অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিনা ময়নাতদন্তে লাশ নেওয়ার আবেদন করেন। পুলিশের কাছেও আবেদন দেওয়া হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সফিকুল ইসলাম খান বলেন, 'আমরা ধারণা করছি, মুঠোফোনটি চার্জে থাকা অবস্থায় বিস্ফোরিত হয়ে শরীরে আগুন ধরে যায়। কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

প্রকাশক আলমগীর রহমান মারা গেছেন

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

আলমগীর রহমান

অবসর প্রকাশনীর কর্ণধার আলমগীর রহমান আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। আলমগীর রহমান স্ত্রী, এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ছেলে নূর-ই-মুস্তাকিম আলমগীর জানান, তাঁর বাবা বাসায় অচেতন হয়ে পড়েন। বেলা ১১টার দিকে তাঁকে ধানমন্ডির বেসরকারি একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মারা যান বলে জানান চিকিৎসক।

আলমগীর রহমান দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন বলে জানান তাঁর ছেলে। গতকাল বাদ আসর ধানমন্ডির ৬/এ সড়কের শাহি ঈদগাহে জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

একসময় সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* সাংবাদিকতা করতেন আলমগীর রহমান। পরে সাংবাদিকতা ছেড়ে প্রকাশনায় চলে আসেন। ১৯৮৫ সালে তাঁর অবসর প্রকাশনীর যাত্রা শুরু হয়। তাঁর প্রকাশনী থেকে হাজারো বই প্রকাশিত হয়েছে। আলমগীর রহমান বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশক সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন।

ছুটিতে দেশে এসে সড়কে প্রাণ গেল প্রবাসী তরুণের

গতকাল ভোরে রাউজান উপজেলার চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কের গহিরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রতিনিধি, *রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের রাউজানে ট্রাকের ধাক্কায় মিনহাজ রহমান (২৩) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সাতঘড়িয়াপাড়ার বাসিন্দা। গতকাল শুক্রবার ভোরে রাউজান উপজেলার চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কের গহিরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে মো. শহীদ নামের এক বন্ধুসহ মোটরসাইকেল নিয়ে ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার দরবারে গিয়েছিলেন মিনহাজ। সেখান থেকে ভোরে ফেরার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়।

এ সময় দুই মোটরসাইকেল আরোহী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে রাউজান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মিনহাজকে মৃত ঘোষণা করেন। শহীদ এখনো চিকিৎসাধীন।

মিনহাজ সংযুক্ত আরব আমিরাতপ্রবাসী। কয়েক মাস আগে ছুটিতে তিনি দেশে আসেন। আগামী ৬ অক্টোবর তাঁর আমিরাতে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। মিনহাজ রহমানের তিন বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

কুমিল্লায় ব্যবসায়ী নিহত

এদিকে *প্রথম আলোর* কুমিল্লার দাউদকান্দি প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে কুমিল্লার দাউদকান্দির ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারপাড়ায় ঢাকাগামী একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় স্থানীয় কানড়া গ্রামের ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম (৬৫) নিহত হন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলটির চালক গাজীপুরের কাপাসিয়ার বাসিন্দা জয়নাল আবেদীন (৩৮) গুরুতর আহত হন।

দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সেজুতি দে জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়ার কিছু সময় পর খোরশেদ আলম মারা যান। জয়নালকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে।

সেনা কর্মকর্তা তানজিম হত্যা মামলার আরেক আসামি গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, *চকরিয়া, কক্সবাজার*

কক্সবাজারের চকরিয়ায় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট তানজিম সারোয়ার হত্যা মামলার আরেক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের গাবতলী বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মো. সাদেক (৪১) ফাঁসিয়াখালী এলাকার খাইরুজ্জামানের ছেলে। এর আগে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাত তিনটার দিকে চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের পূর্ব মাইজপাড়া এলাকায় ডাকাতি প্রতিরোধ অভিযানে গিয়ে ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারান লেফটেন্যান্ট তানজিম সারোয়ার। গত মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর লাশ টাঙ্গাইলে নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়।

গডফাদারের 'অভিভাবক' আলাউদ্দিন নাসিম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তবে স্থানীয় লোকজন মনে করেন, এই হিসাবের বাইরেও নাসিম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেশ-বিদেশে নামে-বেনামে রয়েছে বিপুল অর্থসম্পদ রয়েছে। তাঁর মেয়ে কানাডায় থাকেন।

যেভাবে ফেনীর রাজনীতির নিয়ন্ত্রক

ফেনীতে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নাসিম 'অভিভাবক' হয়ে উঠলেও জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর নাম আলোচিত ছিল না। ২০১২ সালে তাঁকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য করা হয়। যদিও পরে ওই সদস্যপদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্রগুলো জানায়, ফেনীতে একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক ছিলেন গডফাদার খ্যাত জয়নাল হাজারী। ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অভিযানের মুখে ভারতে পালিয়ে যান তিনি। দেশে ফেরেন ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার আসার পর। কিন্তু এর আগেই ২০০৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ফেনী আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই পুনর্গঠনের মূল কারিগর ছিলেন আলাউদ্দিন নাসিম। জয়নাল হাজারীকে ঠেকাতে এই পুনর্গঠনে সামনে রাখা হয় একসময়ের জয়নাল হাজারীর শিষ্য ও শক্তিশালী ক্যাডার নিজাম হাজারীকে। যদিও ওই নির্বাচনে ফেনী-২ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরী। তবে ওই নির্বাচনে সারা দেশে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয় হলেও ফেনী জেলার তিনটি সংসদীয় আসনের কোথাও আওয়ামী লীগের কেউ নির্বাচিত হতে পারেননি।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আলাউদ্দিন নাসিম জেলার রাজনীতিতে একচ্ছত্র প্রভাব তৈরি করতে নিজাম হাজারীকে দিয়ে পুরো জেলায় দলীয় ক্যাডারদের সংগঠিত করান। পাশাপাশি নিজাম হাজারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রশাসনকেও ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ আছে।

নাসিম দলীয় সমর্থন দিয়ে ২০১১ সালে ফেনী পৌরসভার নির্বাচনে অস্ত্র মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি নিজাম উদ্দিন হাজারীকে মেয়র নির্বাচিত করান। পরের বছর নিজাম হাজারীকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করার পেছনেও ছিলেন নাসিম। প্রশাসনিক খরচের কথা বলে ২০১৪ সালের বিনা ভোটের নির্বাচনে ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনের প্রার্থীদের কাছ থেকে নাসিম বিপুল অর্থ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০০৯ সালের পর ফেনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাসিমকে প্রধান অতিথি করা হতো। পোস্টার-ব্যানারে লেখা থাকত 'ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের অভিভাবক আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম'। এসব অনুষ্ঠানের বক্তারাও আলাউদ্দিন নাসিমকে 'অভিভাবক' হিসেবে সম্বোধন করতেন।

জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র জানায়, গত ১৫ বছরে নিজাম হাজারী অবৈধভাবে বিভিন্ন খাত থেকে যে বিপুল অর্থ কামিয়েছেন, সেটার একটা ভাগ আলাউদ্দিন নাসিমও পেতেন।

অভিযোগ আছে, জোর করে জমি নিয়ে ফেনীর পরশুরামের চিথলিয়ায় নির্মাণ করা হয়েছে কলেজটি। সম্প্রতি তোলা ছবি। প্রথম আলো

এলাকার নিয়ন্ত্রণে নাসিমের পরিবার

নাসিমের বাড়ি সীমান্তবর্তী উপজেলা পরশুরামের গুথুমা গ্রামে। বিলোনিয়া স্থলবন্দরটির অবস্থান পরশুরাম উপজেলায়। এই সীমান্ত দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা থেকে অবৈধভাবে শাড়িসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক আসে বাংলাদেশে। ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকও এই সীমান্ত দিয়ে দেশে আসছে। এই সীমান্তভিত্তিক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করেন নাসিমের ছোট ভাই জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ওরফে পাপ্পু এবং চাচাতো ভাই ও পরশুরাম পৌরসভার সাবেক মেয়র নিজাম উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ওরফে সাজেল। তাঁরা পরশুরাম এলাকার বালুমহালসহ অবৈধ উপার্জনের অন্যান্য খাতও নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে স্থানীয় সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে।

এই সাজেল তিনবার পৌর মেয়র হয়েছেন। সর্বশেষ দুবার হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাঁর প্যানেলের সব কাউন্সিলরও নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তখন গণমাধ্যমে এটা নির্বাচনের 'ফেনী স্টাইল' নামে পরিচিতি পায়। অভিযোগ আছে, এ ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখেন আলাউদ্দিন নাসিম।

পরশুরাম এলাকায় সাজেলের একটি বাহিনীও আছে। মূলত এ বাহিনীর সদস্যরা চোরাচালানসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ আছে। এই বাহিনীর হাতে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

পরশুরাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অনাদি রঞ্জন সাহা *প্রথম আলোকে* বলেন, কয়েক মাস আগে এই বাহিনীর হাতে তিনি মারধরের শিকার হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই নির্যাতন করা হতো।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আলাউদ্দিন নাসিম, তাঁর ভাই জালাল উদ্দিন আহমেদ ও চাচাতো ভাই সাজেলসহ তাঁদের সহযোগীরা আত্মগোপনে চলে যান। তবে জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী মুঠোফোনে *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, তিনি এবং তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য কোনো অন্যায় বা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

লাল পতাকা টানিয়ে জমি দখল

ফেনীর পরশুরামের চিথলিয়ায় ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম কলেজ। অভিযোগ আছে, এই কলেজের জন্য ২০১৬ সালে স্থানীয়দের কাছ থেকে কিছু জমি জোর করে নামমাত্র মূল্যে লিখে নেওয়া হয়। পরে কলেজের আশপাশে প্রায় ৩০ একর জমি দখল করে নেওয়া হয়।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, ভয় দেখিয়ে, জোর করে নামমাত্র মূল্যে কৃষিজমি নিয়ে নেওয়া হয়। ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৮ জনের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁদের সাতজনই ভয়ে নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। তাঁরা বলেছেন, নাসিমের লোকজন লাল পতাকা টানিয়ে দিয়ে জমি দখল করেন। লাল পতাকা টানানোর পর বলা হতো, এই জমিগুলো অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। পরে দেখা যায়, অধিগ্রহণ নয়, দখল করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ভুক্তভোগী *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর পরিবারের দেড় বিঘা জমি জোর করে নিয়ে নেওয়া হয়। জমির মূল্য ১৫ লাখ টাকা হলেও পরিশোধ করা হয় ৫ লাখ টাকা।

মোসলেহ উদ্দিন নামে এক ভুক্তভোগী *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর পরিবারের প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমি দখল করেছেন আলাউদ্দিন নাসিম। তাঁর নিজের নামে ২০ শতাংশ জমি দানপত্র তৈরি করে লিখে নেন। এই জমির বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা। কিন্তু তাঁকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩ লাখ টাকা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, কলেজের অবকাঠামোর বাইরে বিশাল জমিতে বড় বড় ছয়টি পুকুর তৈরি করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। বিশাল এলাকাজুড়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ রোপণ করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন বলেন, এখানে বাগানবাড়ি তৈরির পরিকল্পনা ছিল আলাউদ্দিন নাসিমের।

তবে আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম মুঠোফোনে *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, নিজাম হাজারীর উত্থানের পেছনে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। ২০১২ সালের পর থেকে তিনি ফেনীর রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। তিনি ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেনী-১ আসন থেকে প্রার্থী হন।

জোর করে জমি নিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নাসিম বলেন, ওই জমিগুলো ছিল অনাবাদি। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয়রা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন। আর জমির দামও বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ কোনো ধরনের কমিশন-বাণিজ্যে যুক্ত ছিলেন না বলেও দাবি করেন।

ফেনীর রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের বিষয়ে নাম প্রকাশ করে মন্তব্য করতে নাগরিক সমাজের অনেকে এখনো অস্বস্তি বা অনিরাপদ বোধ করেন। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) ফেনী জেলা শাখার সম্পাদক মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, ফেনীর দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির গডফাদার ছিলেন জয়নাল হাজারী। তাঁর পতনের পর ফেনী জেলা আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন আলাউদ্দিন নাসিম। জয়নাল হাজারীর জায়গায় আসেন নিজাম হাজারী। তিনি নাসিমকে অভিভাবক বলে সম্বোধন করতেন।

বিএনপি সংস্কার চায়, তবে লম্বা সময়ে আপত্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর পরের ধাপ হবে সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানো। এ প্রক্রিয়া স্বল্প সময়ের হোক, তা চাইবে বিএনপি।

সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে সময় কমিয়ে আনতে এবং জটিলতা এড়াতে বিএনপি তাদের সংস্কারের প্রস্তাবও আগাম তুলে ধরবে। সে কাজ শুরু হয়েছে বলেও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। বিএনপি দুই বছর আগে দেওয়া তাদের ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় সরকার গঠনের বিষয়টি সামনে এনে সক্রিয় হওয়ার পরিকল্পনাও করছে। এই প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে বিএনপি ইতিমধ্যে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে, বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে পৃথক মতবিনিময়ও করেছে। বিএনপি বলছে, তারা ভোটে নির্বাচিত হলে আন্দোলনকারী দলগুলোকে নিয়ে একটি জাতীয় সরকার করে সংস্কারগুলো সম্পন্ন করবে।

মির্জা ফখরুল এ বিষয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওনাদের (অন্তর্বর্তী সরকার) আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। আমরা যতটুকু বুঝি, এখানে (অন্তর্বর্তী সরকার) কয়েকটা মত কাজ করছে বোধ হয়। কেউ চায় এখনই তারা সংস্কার করে দিয়ে যাবে। কেউ চায়, যে সংবিধান আছে, তার মধ্য থেকেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করবে। অস্পষ্ট কোনো জিনিসই ভালো নয়।'

অস্বস্তিতে বিএনপি

গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৬ বছরের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি পায় বিএনপি। এই পটপরিবর্তনে ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে বলে দলটির মাঠপর্যায়ের নেতাদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হলেও কেন্দ্রীয় নেতারা এখনো পুরোপুরি স্বস্তিতে নেই। একদিকে তৃণমূলের একটি অংশ দখল, আধিপত্য বিস্তারসহ বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছে। সেটা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে অস্পষ্টতায় থাকার কথা বলছেন দলটির নেতারা।

এ ছাড়া পটপরিবর্তনের পরও যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরায় এখনো অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। এ দুই বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবনাও

অবশ্য বিএনপির দ্রুত নির্বাচন চাওয়ার সঙ্গে জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলনসহ আরও কিছু দলের কিছুটা ভিন্ন অবস্থান আছে। এ দলগুলোর শীর্ষ নেতারা ইতিমধ্যে সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে 'প্রয়োজনীয়' সময় দেওয়ার কথা বলেছেন।

বুঝে উঠতে পারছেন না নেতারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দলটির একজন ভাইস চেয়ারম্যান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা (সংস্কার প্রশ্নে) লম্বা পথে যাব না। আমরা মনে করছি, অন্তর্বর্তী সরকার বেশি সময় নিতে গেলে বিএনপি চাইলেও এ সরকারকে ধরে রাখতে পারবে না।'

দ্রুত নির্বাচন কেন চায় বিএনপি

বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারকে 'যৌক্তিক সময়' দেওয়ার কথা বললেও কার্যত দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন চায় তারা। এ ক্ষেত্রে বিএনপি একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো করে নির্বাচন আশা করে। এর কারণ, বিএনপির নেতারা মনে করেন, নির্বাচন যত পেছাবে, তাতে ভোটের মাঠে বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে খুব চাপও দিতে পারছে না। কারণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার শেষে তারপরই নির্বাচন করার পক্ষে জনমত বেশি।

যদিও মির্জা ফখরুল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে বিএনপিতে কোনো অস্থিরতা নেই।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ঠিক করা—এগুলো তাঁরা (অন্তর্বর্তী সরকার) যত দ্রুত করবেন, তত এগিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে বিচার বিভাগ কিছুটা ঠিক হয়ে এসেছে। আর মৌলিক পরিবর্তনগুলো করবে তো সংসদ। আমি মনে করি না এগুলোর জন্য বেশি সময়ের দরকার আছে। বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচন হওয়া উচিত বলে মনে করে।'

অবশ্য বিএনপির দ্রুত নির্বাচন চাওয়ার সঙ্গে জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলনসহ আরও কিছু দলের কিছুটা ভিন্ন অবস্থান আছে। এ দলগুলোর শীর্ষ নেতারা ইতিমধ্যে সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে 'প্রয়োজনীয়' সময় দেওয়ার কথা বলেছেন।

বিএনপির 'অদৃশ্য প্রতিপক্ষ'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন, একসময়ের রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নতুন করে মতবিরোধ বিএনপির জন্য অস্বস্তির আরেকটি কারণ হিসেবে যুক্ত হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরপরই কোথাও কোথাও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মন্দির পাহারায় ভূমিকা রাখে জামায়াত। কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন স্থানে দখল, চাঁদাবাজি ও হাঙ্গামার কিছু ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়ে বিএনপি। এ নিয়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বিএনপিকে নিয়ে তির্যক মন্তব্য আসে। হঠাৎ এ বিরোধ আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জামায়াত বিএনপির নতুন প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে কি না, তা নিয়েও দলটির ভেতরে-বাইরে আলোচনা শুরু হয়েছে। তারেক রহমানের সাম্প্রতিক এক বক্তব্যে এর ইঙ্গিতও মেলে।

৪ সেপ্টেম্বর দলের এক ঘরোয়া কর্মসূচিতে তারেক রহমান 'সাম্প্রতিক সময়ের গজিয়ে ওঠা অদৃশ্য প্রতিপক্ষ মোকাবিলায় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কৌশল প্রয়োগ করতে' নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, তিনি এই 'অদৃশ্য প্রতিপক্ষ' বলে জামায়াতকে ইঙ্গিত করেছেন। যদিও এমন ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যের সূত্রপাত করে জামায়াত। ২৬ আগস্ট এক বক্তব্যে দলের আমির শফিকুর রহমান বলেন, এখনো শত শত মানুষ হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছে, রক্তের দাগ মোছেনি। বন্যায় দেশ আক্রান্ত। এই সময়ে কেউ নির্বাচন নির্বাচন জিগির তুললে জাতি তা গ্রহণ করবে না। তখন জামায়াতের আমির এমনও বলেন, বিএনপি তো ইতিমধ্যে ক্ষমতার ৮০ ভাগ দখল করেই ফেলেছে। ভিক্ষুকের থালা থেকে হাটবাজার, কিছুই বাকি রাখেনি। তাঁর এমন মন্তব্য প্রকাশ পেলে বিএনপিতে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিএনপির বাইরে জামায়াত নিজেদের একটা 'বিকল্প' শক্তি হিসেবে দেখাতে চাইছে। সেখানেই বিএনপির নেতারা জামায়াতকে অদৃশ্য প্রতিপক্ষ ভাবছেন।

হস্তান্তর বিজ্ঞপ্তি

সম্পূর্ন চালু অবস্থায় সর্বাধুনিক চায়না এ্যালো এ্যালো ব্লিস্টার স্ক্রিন টাচ মেশিন, রোটারী ২টা ট্যাবলেট মেশিন এবং সকল মেশিনসহ ট্যাবলেট, লিকুইড, সেমিসোলিডে ঔষধ প্রশাসন অনুমোদিত ২২টি পদসহ ১টি ইউনানী ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স এর মালিকানা হস্তান্তর করা হবে। **যোগাযোগ : ফার্ম পাড়া রেলগেট, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০, ০১৯৭৭৪২০৪১৯**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

গুলশান-২ পার্কের কাছে সকল আধুনিক সুবিধাসহ ৩৩০০ ও ৪৫০০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ : ০১৩২২-৮৪০০৫৪

Request/Invitation for Expression of Interest (REOI) From Construction Firms for Infrastructure Works

DAI Global UK has been working with the Fleming Fund Country Grant to Bangladesh (FFCGB), to strengthen the National Antimicrobial Resistance (AMR) and Antimicrobial Use (AMU) surveillance system in an integrated way with the One Health approach in the Human Health, Animal Health, and Aquaculture sectors in Bangladesh.

In coordination with relevant government authorities and partnership with icddr'b, CVASU and LSTM, the project is planning to carryout refurbishment/renovation of six AMR sentinel laboratories throughout Bangladesh. Assessment of these labs indicate that minor to moderate in most sites and extensive refurbishment in couple of sites will be required. The potential and/or successful construction firm that will be contracted will: a) Carryout the renovation works under a unit price contract through a competitive bidding process: b) Warranty the works for a period of at least one year from successful handover of the same.

DAI invites eligible construction firms to submit prequalification applications expressing their interest. Upon evaluation of the applications and physical verification of past works done by the construction firms, DAI will prequalify construction firms for submission of the bids (detailed technical and cost proposals) for the said renovation works anticipated to begin in November 2024. **Submission deadline** for responding to this Request for Expression of Interest (REOI) is **14 October 2024 up to 5:00 pm**. Interested construction firms are invited to collect detail REOI document at the earliest by requesting to the email address **BGD_FF_Procurement_In@dai.com**. OR alternatively, the REOI document is available on www.bdjobs.com Tender/EOI section.

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট # ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.৫০০.৪৬.০০১.২৪.১০৯.১১৩ তারিখ : ১৫/০৯/২০২৪

সার্কুলার

বিষয় : ৫৯২৫-৬৪২৫ মেগাহার্জ তরঙ্গ ব্যান্ড Shared ভিত্তিতে ব্যবহার প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ৬ গিগাহার্জ ব্যান্ডের ৫৯২৫-৬৪২৫ মেগাহার্জ তরঙ্গসীমাকে ওয়াই-ফাই/আইওটি/ওয়্যারলেস ল্যানসহ সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্কে Shared ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য জাতীয় তরঙ্গ বরাদ্দকরণ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। তবে প্রকাশ থাকে যে, বর্ণিত ব্যান্ডে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সার্ভিস দিতে হলে তরঙ্গ বরাদ্দ, রেডিও যন্ত্রপাতি আমদানী ও ব্যবহারের পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

15 SEP 2024

(ড. মোঃ সোহেল রানা)
পরিচালক
স্পেকট্রাম বিভাগ, বিটিআরসি
ই-মেইল :sohel@btrc.gov.bd

অগ্রগতির শর্ত | স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ছাড়া বিশ্বের কোথাও প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য চাই স্বাধীনতা

বিজ্ঞানচর্চা

বিজ্ঞান, গবেষণা ও শিল্পে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এসব বিষয়ের সঙ্গে অর্থনীতির যোগসূত্র গভীর। ইউরোপ-আমেরিকার ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের অগগ্রতির গুরুত্ব ও শর্ত নিয়ে লিখেছেন **সাইফ ইসলাম**

বাংলাদেশের মানুষের সাম্প্রতিক কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে উনিশ শতকের যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোর নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গদের আর্থসামাজিক জীবনের গভীর মিল রয়েছে। এমন নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত সমাজে কি সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন এবং আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির, উচ্চশিক্ষিত ও মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব?

২০২০ সালে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের একটি গবেষণার বিষয় ছিল গত দুই শতকে উত্তর ও দক্ষিণের মার্কিন অঙ্গরাজ্যগুলোর কৃষ্ণাঙ্গদের উদ্ভাবন-চালিত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অবদান। এতে কিছু চমকপ্রদ সত্য উন্মোচিত হয়েছে। সেখানে যাওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সেই দিনগুলোর আর্থসামাজিক ও উদ্ভাবনকেন্দ্রিক ইতিহাসে একটু নজর দিই।

১৯১০ সালের পর থেকে ৫০ কোটি প্রজার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দুই শতকের নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব হারাতে থাকে। এর পেছনে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ৮ কোটি নাগরিকের আধুনিক ও প্রগতিশীল অর্থনীতি। তবে সামরিক শক্তিতে ব্রিটিশরা আরও কয়েক দশক ধরে বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি ছিল। ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শক্তির মূল ভিত্তি ছিল দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব, বিশ্ববাণিজ্য, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ ও নৌবাহিনীর আধিপত্য। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের মূল স্তম্ভগুলোর মধ্যে পড়ে বিদ্যুৎ, পরিবহন, যোগাযোগ, প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে যুগান্তকারী অগ্রগতি। উপনিবেশগুলো বাদ দিয়ে যুক্তরাজ্যকে আলাদা দেশ হিসেবে ধরা হলে যুক্তরাষ্ট্র ১৮৭০ সালের দিকে প্রায় ৮০০ কোটি ডলারের জিডিপি নিয়ে পৃথিবীর শীর্ষ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

শিল্পায়নের পাশাপাশি যে শক্তি আজও মার্কিন অর্থনীতিকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের শীর্ষে রেখেছে, তা হলো তাদের গভীর উদ্ভাবনকেন্দ্রিক মানসিকতা। পণ্যের নকশা, ব্যবহারিকতা ও মানবসমাজের নতুন চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানে তারা অসাধারণ উদ্ভাবনী সংস্কৃতি কাজে লাগায়। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মেধাবীদের স্বাগত জানানোর নীতি তাদের শক্তির অন্যতম ভিত্তি।

দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের পরিধি ১৮৭০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। এই সময় উদ্ভাবনের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। সে সময় উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও পেটেন্ট-ব্যবস্থার দক্ষ প্রয়োগ যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের শীর্ষ স্থানে নিয়ে আসে। দেশটির অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য দৃঢ় হয়। পেটেন্ট-ব্যবস্থার ফলে অসংখ্য সম্পদশালী উদ্যোক্তার উত্থান ঘটে আর কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়। পেটেন্টের ধারণা প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৪৭৪ সালে ইতালির ভেনিস রিপাবলিকে। পরবর্তী সময় ১৬২৪ সালে ইংল্যান্ড ও ১৭৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্র এটি গ্রহণ করে। প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন একে বিশ্বে উদ্ভাবনকে সুরক্ষা ও উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক মনে করতেন। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন আমেরিকায় জন্মলগ্ন থেকে গভীরভাবে প্রোথিত। জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন ও জেমস ম্যাডিসনের মতো অনেক রাষ্ট্রপ্রধান একাধিক উদ্ভাবনের পেটেন্ট নিয়েছিলেন।

তবে উদ্ভাবনী শক্তিতে অগ্রগামী মার্কিন ইতিহাসের একটি গ্লানিকর ও অন্ধকার অধ্যায় আছে। তা হলো দক্ষিণের নিষ্ঠুর ক্রীতদাস প্রথা। জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রথা দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোয় নাগরিকদের একাংশকে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে।

স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে, ১৭৮০ সালে উত্তরাঞ্চলের বেশির ভাগ রাজ্য দাসমুক্তি আইন প্রণয়ন করে। এতে পেনসিলভানিয়া, নিউইয়র্কসহ বেশির ভাগ উত্তরাঞ্চলের রাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। কিন্তু দক্ষিণের টেক্সাস, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা ও আলাবামার মতো রাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গরা আরও কয়েক যুগ ছিল অধিকারবঞ্চিত। শ্বেতাঙ্গদের হাতে নিত্য অত্যাচার, হত্যা, গুম হওয়ার আতঙ্ক, আর স্থায়ী সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়েছে তাদের। অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান কৃষ্ণাঙ্গই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উত্তরের রাজ্যগুলোয় পাড়ি জমাতে পেরেছিল।

ওপরে উল্লেখিত গবেষক দল ১৮৭০-১৯৪০ সালের কয়েক লাখ পেটেন্ট বিশ্লেষণ করেছিল। তা থেকে তারা প্রমাণ করেছে, আমেরিকার উত্তরের স্বাধীন ও মানবাধিকারসম্পন্ন অঙ্গরাজ্যগুলোর কৃষ্ণাঙ্গরা সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের সমানতালে উদ্ভাবন করেছেন, পেটেন্ট নিয়েছেন। কৃষ্ণাঙ্গ উদ্ভাবকদের অনেকেই নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা শুরু করে ধনী হয়েছেন, নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

উত্তরের অঙ্গরাজ্যের বহু কৃষ্ণাঙ্গ তাদের কর্মদক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির জন্য জাতীয়ভাবে সম্মান ও পরিচিতি অর্জন করেছেন। দক্ষিণের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া এক ক্রীতদাসের পুত্র লুইস ল্যাটিমার ছিলেন এডিসনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উদ্ভাবক। উনিশ শতকের ধনী কৃষ্ণাঙ্গ নারী ম্যাডাম সি জে ওয়াকার কালো নারীদের জন্য সৌন্দর্যপণ্য উদ্ভাবন করে আমেরিকার প্রথম স্বনির্ভর নারী মিলিয়নিয়ারদের অন্যতম হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেন।

শিল্প-বাণিজ্যের বাইরে ফ্রেডরিক ডগলাসের মতো অনেক বিশ্বমানের কৃষ্ণাঙ্গ লেখক, নেতা, শিল্পী ও চিন্তাবিদ উত্তরের রাজ্যগুলোকে আলোকিত করেছেন। অথচ দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রায় সব কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী দাসত্বের সংস্কৃতি আর জিম ক্রোর বর্ণবাদী আইনে পুরোপুরি নিষ্পেষিত ছিল। গবেষণাটি দেখিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণযুগে উদ্ভাবনের চাকা আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অংশ হওয়ার সুযোগ থেকে তারা পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল। ২০১৯ সালে জোনাথন রথওয়েল তার 'আ রিপাবলিক অব ইকুয়ালস বইতেও এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা বিশ্বের অন্যতম উদ্ভাবনী দেশের নাগরিক হিসেবে কি উত্তরের স্বাধীন নাগরিকদের মতোই সৃজনশীল ছিল? উত্তরটি হলো 'না'। নিপীড়নমূলক সংস্কৃতির কারণে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা উত্তরাঞ্চলের মুক্ত ও মানবাধিকারসম্পন্ন নাগরিকদের তুলনায় তিন গুণ কম সৃজনশীলতা দেখিয়েছে। উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনায় আগ্রহী অনেক শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণের দাসত্বপূর্ণ এলাকা ছেড়ে উত্তরের স্বাধীন চিন্তা ও অধিকারের রাজ্যগুলোয় স্থায়ীভাবে চলে গিয়েছিল। সেখানে তারা নিজেদের সৃজনশীলতাকে আরও বেশি বিকশিত করতে পেরেছে।

নিকট অতীতে বাংলাদেশে দমন আর নির্যাতনমূলক পরিবেশ সত্ত্বেও পরিশ্রমী শ্রমিকেরা পোশাকশিল্পকে বিশ্বের প্রথম কাতারে তুলে এনেছেন, যেভাবে উদ্ভাবনের স্বর্ণযুগে নিপীড়নে নিমজ্জিত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল তুলা ও তামাক উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষে উঠেছিল। অথচ একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের স্বাধীন ও মানবাধিকারসম্পন্ন অঙ্গরাজ্যগুলো শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সারা বিশ্বে। উদ্ভাবনের স্বর্ণযুগে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের অঙ্গরাজ্যগুলোয় যেমন ছিল, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মও তার মতোই স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও বিশ্বমানের শিক্ষা ও দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসংস্থান চায়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, 'স্বাধীনতা বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসূতি।' ১৭৯২ সালের মুদ্রায় এই মূলমন্ত্র খোদাই করা হয়েছিল, আর তাঁদের দীর্ঘ আর্থসামাজিক ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে সেই বিশ্বাসকেই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ছাড়া বিশ্বের কোথাও প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জন্যও কথাটি সমান প্রযোজ্য।

● **সাইফ ইসলাম** ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিসের তড়িৎ আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক

VIRAG INTERNATIONAL PVT. LTD. AWARDED 1ST PRIZE FOR CLEANER PRODUCTION

Virag International Pvt. Ltd. has been conferred FIRST AWARD (WINNER) for most clean and green production facilities in entire state of Gujarat under highly polluting category. Ministry of Environment and Forest along with Pollution Control Board have awarded the prestigious award to Mr Hiten Jasani, Chairman of Virag International group. We thank all of our esteemed customers and our partners for their support and strength to win this award. This achievement would not have been possible without

:: WELL WISHERS ::

House no 59, Road no 12, Sector-10, Uttara Dhaka. Bangladesh. +880-1675375221

House no 02 (4th Floor), Road 1A, Sector-13, Uttara Dhaka - 1230, Bangladesh. +88 028991200

হার্ট সুস্থ রাখতে কী খাবেন

ভালো থাকুন

জেনিফার বিনতে হক
পুষ্টিবিদ, গ্রিন লাইফ হাসপাতাল

আপনার বয়স ৪০-এর ওপরে, ওজন বেশি, রক্তে কোলেস্টেরল বেশি, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপানের অভ্যাস কিংবা হৃদ্‌রোগের বংশগত ইতিহাস থাকলে জেনে রাখুন, আপনি হার্ট অ্যাটাকের উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই এখনই আপনার খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনুন, যা এ ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

- অতিরিক্ত বা বাড়তি লবণ উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই পাতে লবণ রাখবেন না। অনেকে লবণ ভেজে বা টেলে খাওয়া ক্ষতিকর মনে করেন না। আসলে যেকোনো বাড়তি লবণই ক্ষতিকর।
- সম্পৃক্ত চর্বি ও ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার, যেমন ফাস্টফুড, মাখন, ঘি দিয়ে তৈরি খাবার, বেকারির ও প্রক্রিয়াজাত খাবার হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
- সপ্তাহে কমপক্ষে দুবার উপকারী ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ সামুদ্রিক মাছ খান। এটি ধমনিতে প্লাক বা ব্লক সৃষ্টির প্রক্রিয়া মন্থর করে। টুনা, ইলিশ, রূপচাঁদায় এই ওমেগা থ্রি থাকে।
- বিভিন্ন রকমের বাদাম যেমন কাঠবাদাম, আখরোট, চিনাবাদাম খাদ্যতালিকায় যোগ করুন। এগুলোতে প্ল্যান্ট স্টেরল, প্রচুর ফাইবার ও ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা হার্টের জন্য ভালো এবং এলডিএল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমাতে সাহায্য করে।
- অনেকের ধারণা, হার্টের জন্য ডিম ক্ষতিকর। এটি ভুল ধারণা। ডিম একটি পুষ্টিকর খাবার।

হার্টের সমস্যা থাকলেও সপ্তাহে দুই থেকে চার দিন কুসুমসহ ডিম খেতে পারবেন। বাকি দিনগুলোতে দৈনিক সাদা অংশ খেতে পারবেন। তেল বা মাখনে ডিম ভাজবেন না; বরং সেদ্ধ বা পানিপোচ খেতে চেষ্টা করুন। কুসুমেও কিছু উপকারী উপাদান আছে, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আর মস্তিষ্কের পুষ্টি জোগায়। এতে ভিটামিন এ, বি, ডি রয়েছে।

- হার্ট ভালো রাখতে আঁশ বা ফাইবার, খনিজ ও ভিটামিনযুক্ত শাকসবজি রোজ কয়েক রকম খেতে হবে। হলুদ, কমলা, লাল ও সবুজ রঙের সবজি মিশিয়ে খান। টমেটো, ব্রকলি, পালংশাক, মিষ্টি আলু হার্টের জন্য ভালো।
- যাঁদের হার্টের সমস্যা আছে, তাঁরা দুধ এড়িয়ে চলুন—এটাও ঠিক নয়। দুধ জ্বাল দিয়ে সর ফেলে খেতে পারেন। টক দইও খেতে পারেন। লো ফ্যাট দুধ বা টক দইয়ে যে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম থাকে, তা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- রেড মিট কম খেতে হবে, কিন্তু একেবারে বর্জনীয় নয়। ঝোল ও দৃশ্যমান চর্বি ছাড়া তিন থেকে চার টুকরা মাঝারি আকারের গরুর মাংস সপ্তাহে একবার বা দুই সপ্তাহে একবার খেতে পারবেন। রেড মিটে প্রচুর আয়রন, জিংক, ভিটামিন বি১২, থায়ামিন, রিবোফ্ল্যাবিন আছে। কম তেলে রান্না করতে হবে ও চর্বি ফেলে দিতে হবে।
- গোটা শস্য যেমন লাল চাল, লাল আটা, খোসাযুক্ত ওটস, ডাল, শিমজাতীয় খাবার খাদ্যতালিকায় রোজ রাখবেন। এগুলো ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। উল্টো সাদা চিনি, মিষ্টি বা ডেজার্ট, সাদা আটা, সাদা চাল এড়িয়ে চলুন।

» **আগামীকাল পড়ুন** : নীরবে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক

টুপি যখন ১৭ ফুট লম্বা

বিচিত্র

ইউপিআই

হরেক রকমের টুপি তো দেখতেই পাওয়া যায়। গোল, লম্বা, কোনাকৃতি—কত আকারেরই না টুপি। তাই বলে কারও মাথায় ১৭ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা টুপি কে, কবে দেখেছেন! এমন এক টুপিই তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা জোশুয়া কাইজার। শুধু তা-ই নয়, টুপিটি তৈরি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম লিখিয়েছেন তিনি। তবে এ জন্য তাঁকে রীতিমতো সাধনাই করতে হয়েছে বলা যায়।

এর আগে ২০১৮ সালে ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা টুপি তৈরি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছিলেন ওডিলন ওজারে নামের এক ব্যক্তি। সে রেকর্ডই এবার ভেঙেছেন কাইজার। মাথায় ইয়া লম্বা টুপি পরা ওডিলনের একটি ছবি দেখেই মূলত লম্বা টুপি তৈরি করতে অনুপ্রাণিত হন পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কাইজার।

করোনা মহামারি চলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তখন বন্ধ ছিল। একদিন কাইজার তাঁর ল্যাপটপে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইট দেখছিলেন। তখনই ওডিলন ওজারের লম্বা টুপি পরা ছবিটি দেখতে পান। ছবিটি দেখার পর থেকে সেটি তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কাইজার বলেছেন, 'আমি আমার ল্যাপটপ বন্ধ করলাম এবং লম্বা টুপির জন্য উপকরণ খুঁজতে লাগলাম। বিশ্বাস ছিল যে দ্রুতই রেকর্ডটি করতে পারব এবং ইতিহাসের পাতায় আমার নাম লেখাতে পারব।'

শুরুতে কার্ডবোর্ড ও সেগুলো আটকে রাখার উপকরণ ব্যবহার করে লম্বা টুপি বানানোর চেষ্টা চালান কাইজার। তবে তা পাঁচ ফুটের বেশি হয়নি।

১৭ ফুট সাড়ে ৯ ইঞ্চি লম্বা টুপি মাথায় জোশুয়া কাইজার। ছবি : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

তা ছাড়া কার্ডবোর্ডগুলো তিনি খুব একটা শক্ত করে জোড়া দিতে পারেননি। এ জন্য টুপিটি তাঁর মাথার ওপর সোজা হয়ে থাকছিল না।

এরপর অন্য বুদ্ধি আঁটলেন কাইজার। এবার কাঠের টুকরা নাট-বল্টু দিয়ে জোড়া দিয়ে টুপিটি বানানোর চেষ্টা করেন। তবে এবারও ব্যর্থ। ১৫ ফুটের বেশি উচ্চতার এ টুপি আকাশের দিকে সোজা হয়ে থাকার মতো হয়নি। এরপর রড ব্যবহার করে টুপি তৈরির কথা ভাবেন। তাতেও কাজ হয়নি। রডের কারণে টুপি ভারী হয়ে যাওয়ায় তা মাথায় রাখা সম্ভব হয়নি।

একবার তার দিয়েও টুপি বানানোর কথা ভেবেছিলেন কাইজার। পরে সেই পরিকল্পনা বাদ দেন। শেষ পর্যন্ত ফিলাডেলফিয়া ইগলসের একটি আবর্জনার ক্যান দেখে তাঁর মাথায় নতুন বুদ্ধি আসে। আবর্জনার ওই বাক্সকেই টুপির ভিত্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর এটির সঙ্গে ফোম জুড়ে দেন। করেন ইচ্ছেমতো লম্বা। পরে সান্তা ক্লজের টুপির মতো লাল কাপড়ে মুড়ে এটিকে দেন টুপির অবয়ব। ২৬ দশমিক ৪ পাউন্ডের টুপিটা পরে প্রয়োজনীয় ৩২ দশমিক ৮ ফুট দূরত্বও হেঁটে পার হন তিনি। সেই সঙ্গে করে ফেলেন বিশ্ব রেকর্ড।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৭৭

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

হাঁটুব্যথা কমাতে কী করব?

মানবদেহের ওজন বহনকারী অস্থিসন্ধির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হাঁটু।

ওজন কমাতে হবে, জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যথা হলে হাঁটু গেড়ে কাজ করা যাবে না। ব্যায়ামের মাধ্যমে পেশির শক্তি বাড়িয়ে বা বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করে ভালো থাকা যায়। এ ছাড়া ব্যথানাশক ওষুধ, মলম এবং প্রয়োজনে ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২		৩		৪	
				৫	৬		৭
৮							
				৯		১০	
১১	১২		১৩			১৪	১৫
	১৬	১৭			১৮		
১৯				২০			
			২১				

বাঁ থেকে ডানে : ১. পাহারা দেওয়া যাঁর পেশা। ৫. একই সময়ে জাত বা উৎপন্ন। ৮. সম্পূর্ণ পাকা। ৯. বাসনা। ১১. মাথা। ১৩. ঘা। ১৪. মায়ের ভাই। ১৬. নব্বই সংখ্যা। ১৮. কর্দমাক্ত। ১৯. অতি মূল্যবান ও দ্যুতিমান রত্ন। ২০. ঠান্ডা ও গরম। ২১. ভঙ্গুর।

ওপর থেকে নিচে : ১. প্রতিবেশী। ২. নগরের প্রধান সড়ক। ৩. নির্যাস। ৪. অপরাধের দণ্ড। ৬. পরিপাক। ৭. দেরি। ৯. পাশ। ১০. নামযুক্ত। ১২. অস্ত্রের ঝংকার। ১৩. অনিষ্ট। ১৫. জিনিসপত্র। ১৭. মাছ শিকারে পটু সাদা পাখি। ১৮. নিশান। ২০. স্বভাব-চরিত্র।

গত সমস্যার সমাধান

রা	য়		হা	মা		বি	ঘা
স্তা		যা	তা	য়া	ত		ঘ
ঘা	মা	চি		ম	ট	ম	ট
ট		ত	ন	য়		ঞ্জি	
	সো		তি		ফ	ল	ক
য	ম	জ		খা	ট		ল
ব		ব	জ	রা		খা	প
	ঢে	র		প	ল	ক	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

১৯৪৭ সালে স্কুলে দুপুরের খাবার কিনতে গিয়ে এক সেন্টের একটা তামার কয়েন পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের এক কিশোর। কয়েনটি বাজারে এসেছিল ১৯৪৩ সালে। যুদ্ধে খরচ বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৩ সালে এক সেন্টের কয়েন বানিয়েছিল স্টিল দিয়ে। তবে ৪০টি তামার কয়েনও বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল স্রেফ ভুলবশত। তার একটি গিয়ে পড়েছিল ওই কিশোরের হাতে। সাত দশক পর দুর্লভ কয়েনটি এক নিলামে বিক্রি হয়েছে ২০ লাখ ৪ হাজার ডলারে!

১৯১১ সালে লেওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা' চিত্রকর্মের চোর হিসেবে সন্দেহ করা হয়েছিল পাবলো পিকাসোকে!

পশ্চিমা বিশ্বে বিয়ের আংটি পরানো হয় বাঁ হাতের অনামিকায়। এই রীতির পেছনে একটা কারণও আছে। রোমানরা বিশ্বাস করত, এই আঙুলে আছে 'ভেনা আমোরিস' বা 'ভালোবাসার ধমনি', যা সরাসরি হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

কথা অমৃত

আমি ডেডলাইন খুব ভালোবাসি। কী সুন্দর হুস হুস করে ডেডলাইন উড়ে যায়, খুব ভালো লাগে।

ডগলাস অ্যাডামস
ইংরেজ লেখক (১৯৫২-২০০১)

সুডোকু

	4			2			3	
6		1		8	7			
5	2		1					
8		6		1				
3								6
				9		2		8
					1		5	4
			5	4		1		3
	1			3			6	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

7	8	3	5	6	2	1	4	9
6	9	5	1	4	7	8	2	3
1	4	2	8	3	9	5	7	6
3	1	4	9	5	8	7	6	2
8	2	6	4	7	3	9	5	1
9	5	7	2	1	6	4	3	8
5	3	8	6	9	4	2	1	7
4	6	9	7	2	1	3	8	5
2	7	1	3	8	5	6	9	4

ওস্তাদ চোর চ্যালাকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে এক গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকেছে। অনেক কায়দা করে ঘরে ঢুকতে হলো। হঠাৎ অন্ধকারে কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই শব্দ হলো—ঠং! গৃহস্থ ঘুমের ঘোরে বলে উঠলেন, 'কে রে?' ওস্তাদ চোর সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের গলা নকল করে ডেকে উঠল, 'ম্যাঁও।' বিড়ালের কাণ্ড ভেবে গৃহস্থ আবার চোখ বুজলেন। এরপর চ্যালা চোরের হাত লেগে কী যেন একটা পড়ে ঝনঝন শব্দ হলো। গৃহস্থ আবার বললেন, 'কে রে? কে ওখানে?' চ্যালা চোর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি করে বলল, 'জনাব, আমিও বিড়াল।'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

বিনা মূল্যে চোখের চিকিৎসা প্রদান

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকার নবাবগঞ্জে বিনা মূল্যে চোখের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

সাভার

সপ্তাহব্যাপী নাট্যপার্বণ

'রক্তিম রজ্জু ছিঁড়ে রাঙুক পৃথিবী' স্লোগান ধারণ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে নাট্যপার্বণ-২০২৪। আজ শনিবার 'জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার'-এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে সপ্তাহব্যাপী এ নাট্যপার্বণ শুরু হবে। যা চলবে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল ইসলাম। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠার ৪৪ বছরের ধারাবাহিকতায় এবারের নাট্যপার্বণে মোট ছয়টি নাটক পরিবেশিত হবে। শনিবার সকালে উদ্বোধনী শোভাযাত্রা এবং সন্ধ্যায় শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালন করা হবে। পরদিন ২৯ সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের প্রযোজিত নাটক 'হায়েনার খাঁচায় বদ্ধ জীবন', ৩০ সেপ্টেম্বর ওপেন স্পেস থিয়েটার প্রযোজিত 'দা আর্ট', ২ অক্টোবর অ্যাক্টোম্যানিয়া প্রযোজিত 'হ্যামলেট মেশিন', ৩ অক্টোবর প্রাচ্যনাট প্রযোজনায় 'পুলসিরাত', ৪ অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার প্রযোজিত 'দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এবং ৫ অক্টোবর আরশিনগর প্রযোজিত মঞ্চনাটক 'সিদ্ধার্থ' মঞ্চায়িত হবে। এ ছাড়া নাট্যপার্বণে আবুল মনসুরকে গুণীজন এবং জিয়াউল হককে নাট্যজন সম্মাননা দেওয়া হবে।
প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

মানিকগঞ্জ

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে মানিকগঞ্জে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জেলা শহরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে এক শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা হয়। এতে জেলা প্রশাসক মানোয়ার হোসেন মোল্লার সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. আবদুল ওয়ারেস, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুর রহমান, শহর বণিক সমিতির সভাপতি মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে মানিকগঞ্জে শোভাযাত্রা। গতকাল সকালে জেলা শহরে। ছবি : প্রথম আলো

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় সড়কের পাশে খননযন্ত্র দিয়ে বালুর স্তূপ করায় সড়ক ভেঙে গেছে। এতে ওই সড়ক দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ রয়েছে। গত বুধবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার সাতানিখিল এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

সড়ক ধসে পড়ল খালে

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা

অভিযোগ উঠেছে, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান ও তাঁর লোকজন ব্যবসা করতে খননযন্ত্র দিয়ে ওই বালুর স্তূপ করেন।

> মঙ্গলবার রাতেই আমরা বিষয়টি জানতে পেরেছি। ভেঙে যাওয়া অংশটুকু সংস্কার করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
> **আফিফা খান**, ইউএনও, মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা

প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় সড়কের পাশে খননযন্ত্র দিয়ে বালুর স্তূপ করায় মুন্সিগঞ্জ-সাতানিখিল ব্যস্ত সড়কটির অর্ধেক অংশ খালে ভেঙে পড়েছে। বাকি সড়কও ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এতে ওই সড়ক দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ রয়েছে। ছোট যানবাহনও ঝুঁকি নিয়ে চলছে। ভাঙন আতঙ্কে আছেন সড়কের পাশের বাসিন্দারা।

অভিযোগ উঠেছে, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান ও তাঁর লোকজন ব্যবসা করতে খননযন্ত্র দিয়ে ওই বালুর স্তূপ করেন। অতিরিক্ত বালুর চাপে গত সোমবার রাতে সড়কটি ভেঙে পড়ে।

গত বুধবার বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, পশ্চিম পাশে সড়ক থেকে অন্তত তিন ফুট উঁচু করে বালুর বিশাল স্তূপ করা হয়েছে। সেই বালু পিচের সড়কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বালুর সড়কে পরিণত হয়েছে। সড়কের পূর্ব পাশে খাল। পূর্ব পাশ দিয়ে সড়কটির ৬ ফুট প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যে ৭০-৮০ ফুট খালে ভেঙে পড়ে আছে। ভাঙা অংশে কয়েকটি গাছ ও পল্লী বিদ্যুতের একটি খুঁটিও হেলে পড়েছে। সড়কের নিচ দিয়ে বালুর স্তূপ থেকে পানি নির্গত হচ্ছে। এতে সড়কটির অবশিষ্ট অংশও নাজুক হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে পথচারী ও যানবাহন চলাচল করছে।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা হলে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মহাকালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ব্যাপারী, আওয়ামী লীগ নেতা সালাউদ্দীন সিকদার ও ইউনিয়নটির ৫ নম্বর ইউপি সদস্য মাসুদ বালু-বাণিজ্য করতেন। ৫ আগস্টের পর সেই বাণিজ্য দখলে নেন উজ্জ্বল হালদার, জুয়েল দেওয়ান, মিরাজ হালদাররা। দখলে নেতৃত্ব দেন যুবদল নেতা মুজিবুর। দেড় মাস ধরে মুজিবুরের নেতৃত্বেই বিভিন্ন জমি, জলাশয় দেদার ভরাট-বাণিজ্য করছে এ চক্রটি। ১৫ থেকে ২০ দিন আগে বালু ব্যবসার জন্য সাতানিখিল সড়কের পাশের বিশাল পুকুর খননযন্ত্র দিয়ে ভরাট শুরু হয়। তখন বালুর চাপে সড়কের মাঝখানে ফাটল দেখা দেয়। মুজিবুর বাহিনী কোনোভাবেই ভরাট বন্ধ করেনি। বালুর স্তূপ রাস্তা থেকে কয়েক ফুট উঁচু করতে থাকে তারা। সোমবার রাতে সড়কটি গাছপালাসহ খালে ভেঙে পড়ে। সড়কের যে অবস্থা, যেকোনো সময় সম্পূর্ণ অংশ ভেঙে পড়তে পারে। এতে যেকোনো সময় সড়কের দক্ষিণ পাশের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন বিএনপি নেতার সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, সড়কটির পাশের পাঁচ-ছয়টি পরিবারের বসতঘরও ভাঙনের ঝুঁকিতে আছে। একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি হেলে পড়েছে। সড়ক সংকীর্ণ হওয়ায় যানবাহন ও পথচারীদের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। মুজিবুর ও তাঁর লোকজন স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় ভয়ে কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারছেন না।

বুধবার বিকেলে ভাঙন আতঙ্কে থাকা পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গেলে কয়েকজন নারী-পুরুষ এগিয়ে আসেন। কথা শুরু করার সময় সেখানে বালু ব্যবসার অন্যতম হোতা উজ্জ্বল উপস্থিত হন। এ সময় এ বিষয়ে কেউ কোনো কথা বলতে চাননি।

এই বালুর ব্যবসার সঙ্গে উজ্জ্বল নিজেসহ কয়েকজন জড়িত রয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে রাস্তা ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারে উজ্জ্বল বলেন, 'শুধু আমাদের বালুর জন্য রাস্তাটি ভেঙে পড়েনি।'

এ ব্যাপারে জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান বলেন, বালুর ব্যবসার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত নন। রাজনৈতিকভাবে ক্ষতি করতে প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর নাম ব্যবহার করছেন।

এ পথে নিয়মিত ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালান মো. সোলায়মান। তিনি বলেন, সোমবার সড়কটি ভেঙে পড়ায় যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। যে কয়েকজন জরুরি প্রয়োজনে যাচ্ছেন, তাঁরাও খুব ঝুঁকি নিয়ে সড়ক পার হচ্ছেন। তাই দ্রুত সড়ক সংস্কার, সড়কের পাশ থেকে বালুর ব্যবসা অপসারণসহ দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান এ পথের যাত্রী ও যানবাহনের চালকেরা।

মুন্সিগঞ্জ সদরের ইউএনও আফিফা খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'মঙ্গলবার রাতেই আমরা বিষয়টি জানতে পেরেছি। ভেঙে যাওয়া অংশটুকু সংস্কার করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

জড়িতদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে ইউএনও আফিফা খান বলেন, কারা জড়িত, সেটি খতিয়ে দেখা হবে।

তবে মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব কামরুজ্জামান রতন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'তদন্ত করা হবে। মুজিবুর জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সংস্কারের প্রশ্নে ঐকমত্য হলে সংবিধান লেখাও সম্ভব

নারায়ণগঞ্জে সলিমুল্লাহ খান

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

লেখক-অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেছেন, 'বর্তমান সরকারের মধ্যে গড়িমসি ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই যে সংস্কার করতে হবে, আপনি তা আন্দাজও করতে পারছেন না। তাহলে আপনি দেশ চালাবেন কীভাবে? এই সংস্কার করতে হলে আমাদের কী কী করতে হবে, আগে ভোটার তালিকা হোক। তারপর সংস্কারের প্রশ্নে ঐকমত্য হলে সংবিধান লেখাও সম্ভব। নতুন সংবিধানে আগের সব ফেলে দেবো তা নয়, আমরা একটাও মৌলিক অধিকার ফেলে দেবো না।'

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জে 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় সংবিধানের রূপরেখা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। নগরের ডিআইটি বাণিজ্যিক এলাকায় আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার ও মিলনায়তনের এক্সপেরিমেন্টাল হলে এই সভার আয়োজন করে ধাবমান সাহিত্য আন্দোলন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। গতকাল বিকেলে নারায়ণগঞ্জের আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার ও মিলনায়তন প্রাঙ্গণে। ছবি : প্রথম আলো

আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য দেন রহমান সিদ্দিক। শ্রুতি সাংস্কৃতিক একাডেমির সাধারণ সম্পাদক জোনায়েদ হোসেনের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন ধাবমান সাহিত্য আন্দোলনের সম্পাদক কাজল কানন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি, শ্রুতি সাংস্কৃতিক একাডেমির সভাপতি ধীমান সাহাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বৈধতার উৎস জনগণ বলে মনে করেন সলিমুল্লাহ খান। তিনি বলেন, 'এই বৈধতা কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নয়, জনগণকে চেয়েছে, যিনি ক্ষমতায় ছিলেন তিনি বৈধভাবে নির্বাচিত হননি; সুতরাং তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার জনগণের আছে।'

সলিমুল্লাহ খান বলেন, যদি কেউ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, তাঁকে উৎখাত করার শক্তি অন্তর্নিহিতভাবে জনগণ সংরক্ষণ করে। তাঁকে সরিয়ে দিলে দেশে যে শূন্যতা তৈরি হবে, সেটিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে। তার বৈধতা আছে, এই বৈধতা যদি সাংবিধানিক না হয়, তাহলে সেই সংবিধানটা বদলানো দরকার।

সলিমুল্লাহ খান বলেন, 'আমাদের দেশে যাঁরা মনে করছেন, শেখ হাসিনার স্বৈরতন্ত্রের অবসানে এখন আমরা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিই, তাহলে আমাদের সংবিধানের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। অথবা পার্লামেন্ট এক কক্ষ আছে, দুই কক্ষ করে দিই, তাতে একটি পরিবর্তন হবে, তবে সেটি মৌলিক পরিবর্তন হবে না। আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছি, এই কথাও বলতে পারতাম না যদি গত ৫ আগস্টের ঘটনা না ঘটত। এটা যে গণতান্ত্রিক একটা অভ্যুত্থান হয়েছে, জনগণের নিজের থেকে উদ্যোগ আসে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের দাবিটাই সংবিধান সংস্কার বা পরিবর্তনের মূল শক্তি হয়, এটাই বিপ্লব।'

গণসংহতি আন্দোলন নারায়ণগঞ্জ জেলা ও মহানগরের আয়োজনে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণসভায় বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। গতকাল বিকেলে নগরের মিশনপাড়া এলাকায় অবস্থিত হোসিয়ারি সমিতিতে। ছবি : প্রথম আলো

ফ্যাসিস্ট খুনিদের বিচার চায় মানুষ : জোনায়েদ সাকি

নারায়ণগঞ্জ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, প্রশাসনে এখনো ফ্যাসিস্টদের দোসররা বসে আছে। বিভিন্ন কাঠামোতে তারা বসে আছে। তারা খুনিদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। তারা যেন খুনিদের আড়াল করতে না পারে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আপনারা যদি এদের বিচার করতে না পারেন, তাহলে কেন দায়িত্ব নিয়েছেন? বিচার আপনাদের করতেই হবে। এটাই বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে নগরের মিশনপাড়া এলাকায় অবস্থিত হোসিয়ারি সমিতিতে গণসংহতি আন্দোলন নারায়ণগঞ্জ জেলা ও মহানগরের আয়োজনে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শহীদের স্মরণসভায় জোনায়েদ সাকি এ কথাগুলো বলেন।

স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন গণসংহতি আন্দোলন জেলার সমন্বয়ক তরিকুল সুজন। এটি সঞ্চালনা করেন অঞ্জন দাস। নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি ফারহানা মানিক, গণসংহতি আন্দোলন নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সমন্বয়ক নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, নির্বাহী সমন্বয়ক পপি রানী সরকার ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের তালিকা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করে জোনায়েদ সাকি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, এ সরকার শহীদের তালিকা প্রকাশ করবে। একজন শহীদের তালিকাও যেন বাদ না যায়। দল হিসেবে আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে; কিন্তু সরকারের সক্ষমতা আছে। এই শহীদেরা শুধু নাম নয়, একেকটি সম্ভাবনাময় জীবন এগুলো। কী নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছে এই ছেলেরা। অন্তত ৫০০ যুবক চোখ হারিয়েছে। অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসরদের চিহ্নিত করতে হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে বাংলাদেশের মানুষ তা সহ্য করবে না, মেনে নেবে না।'

সরকারকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শহীদদের তালিকা প্রস্তুতের আহবান জানিয়ে জোনায়েদ সাকি বলেন, 'আমাদের সবার দায়িত্ব আছে। নতুন বাংলাদেশের দিকে যাত্রা ন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে হবে। কোনো শহীদ পরিবারকে যেন বলতে না হয় আমরা বিচার পেলাম না। এসব হত্যার দোসর ও নির্দেশদাতারা কোথায় গেল। আমরা শুনতে পাচ্ছি, তারা পালিয়ে গেছে, এখনো পালিয়ে যাচ্ছে। তারা কীভাবে আইনের মুখোমুখি না হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে? সরকারকে তার জবাব দিতে হবে। আমরা তাদের বিচারের মুখোমুখি দেখতে চাই।'

জোনায়েদ সাকি বলেন, 'বাংলাদেশ চলবে ১৯৭১ সালের বৈষম্যহীন বাংলাদেশের চেতনায়। ওরা আবার এটি মনে করিয়ে দিয়েছে। এখানে কেউ পাবে, কেউ পাবে না, সেটা আর হবে না। আমাদের নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত লাগবে। সেটার জন্য জনতার সংবিধান লাগবে। তার জন্য আইনের সংস্কার করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হবে। এ কাজগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে করতে হবে।'

এর আগে নারায়ণগঞ্জ নগরের চাষাঢ়ায় বিজয়স্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা।

'ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিভাজন করা যাবে না'

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগের আমলে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা আলেমদের বিভক্ত রাখতে তৎপর ছিলেন। তাই গোয়েন্দাদের কথা বিশ্বাস করে পরস্পরকে আর দোষারোপ না করে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলের ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে এক আলোচনায় তাঁরা এসব কথা বলেন।

'জনসাধারণের প্রত্যাশায় আগামীর বাংলাদেশ' শীর্ষক এই আলোচনার আয়োজন করে সাধারণ আলেম সমাজ নামের একটি নতুন নাগরিক সংগঠন। সেখানে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশের কথা জানানো হয়। সেখান থেকে সাধারণ আলেম সমাজের ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটি আগামী এক বছর কাজ করবে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে রেদওয়ান হাসানকে। তিনি যাত্রাবাড়ী বড় মাদ্রাসার শিক্ষক। আর সদস্যসচিব করা হয়েছে রকিব মুহাম্মদকে। তিনি একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক।

অনুষ্ঠানে মাওলানা সাইফ সিরাজ বলেন, 'গোয়েন্দাদের কথা বিশ্বাস করে পরস্পরকে আর দোষারোপ করবেন না। টুপি নিয়ে, ব্যক্তি ও ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিভাজন করা যাবে না। ইসলামের জন্য যাঁরাই কাজ করবেন, তাঁদের এখন থেকে নানা বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

মাওলানা সাকিবুল ইসলাম কাসেমি বলেন, সব ইসলামি ঘরানার ঐক্য নিশ্চিত করতে হবে। নিজেদের মধ্যে বিভাজন করা যাবে না। ঐক্যবদ্ধ থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

বিগত ১৬ বছর ধরে সবার সম্মিলিত চেষ্টায় ৫ আগস্ট বিজয় এসেছে উল্লেখ করে হাফেজ্জি হুজুর সেবা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা রাজিবুল হক বলেন, ৫ আগস্টের পর তাঁরা ৪২টি শহীদ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। এর মধ্যে তিনজন ছাত্র। বাকিরা সাধারণ মানুষ। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদ প্রতিটি পরিবারকে স্মরণে রাখতে হবে। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অধ্যাপক মুখতার আহমদ বলেন, স্বাধীনতা যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

শেখ হাসিনার পতন আন্দোলনে নিহত দুই শিক্ষার্থীর বাবাও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। তাঁদের মধ্যে যাত্রাবাড়ী এলাকায় নিহত শাহাদাত হোসেনের বাবা বাছির আলম জানান, সন্তানের কথা তিনি এখনো ভুলতে পারছেন না। ১১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এক লাখ টাকা দিয়েছেন। এরপর আর কেউ তাঁদের খবর নেয়নি।

একই এলাকায় নিহত মেহেদি হাসানের বাবা মেহের আলী জানান, তাঁর ছেলে গত ১৯ জুলাই শহীদ হয়েছে। পুলিশ তাঁর ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। তিনি বর্তমান সরকারের কাছে এই হত্যার বিচার চান।

আরও বক্তব্য দেন আল মারকাজুল ইসলামির পরিচালক হামজা শহীদুল ইসলাম, শরিয়াহভিত্তিক একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম, জাতীয় ওলামা মাশায়েখের সাধারণ সম্পাদক মুফতি রেজাউল করীম, সাধারণ আলেম সমাজের যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আশরাফুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নতুন সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক মুহীন মাহফুজ।

কেরানীগঞ্জে রাসায়নিক কারখানা অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

মানববন্ধনে ইকুরিয়া, হাসনাবাদ, আইন্তা, দোলেশ্বর, পানগাঁওসহ ১০টি গ্রামের কয়েক শ বাসিন্দা এবং বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় জনজীবন, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষার্থে গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল লিমিটেড নামে একটি রাসায়নিক কারখানা অপসারণের দাবিতে সচেতন নাগরিক কমিটির ব্যানারে ১০টি গ্রামের মানুষ মানববন্ধন করেছেন।

গতকাল শুক্রবার সকালে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ কন্টিনেন্টাল সড়ক এলাকায় কারখানার সামনে এ মানববন্ধন হয়। মানববন্ধনে ইকুরিয়া, হাসনাবাদ, আইন্তা, দোলেশ্বর, পানগাঁওসহ ১০টি গ্রামের কয়েক শ বাসিন্দা এবং বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ওসমান গণি বলেন, 'ওই কারখানা থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস ও বর্জ্যের ফলে এলাকার ১০টি গ্রামের মানুষ, পশুপাখি, মৎস্য ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। অনেক মানুষ শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ ছাড়া ফসল উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে। কারখানাটি চালু থাকলে ভবিষ্যতে পরিবেশ ও জনজীবন চরম হুমকির মুখে পড়বে।

কেরানীগঞ্জে রাসায়নিক কারখানা অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন। গতকাল দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ কন্টিনেন্টাল সড়ক এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাসনাবাদ এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের প্রভাবশালী নেতা, সাবেক মন্ত্রী আমীর হোসেন আমুর ভাগনের পরিচয় দিয়ে সবুর খান কারখানাটি চালু রেখেছে। সে কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবৈধ এই রাসায়নিক কারখানার কার্যক্রম চালু রেখেছিল। গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর কিছুদিন কারখানাটি বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন আবার তারা অবৈধ কারখানাটি চালু করার পাঁয়তারা করছে।'

কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া বলেন, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় রাসায়নিক কারখানার কার্যক্রম চালানোর কোনো সুযোগ নেই।

ফরিদপুর থেকে অপহৃত ছাত্রী গাজীপুরে উদ্ধার, যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানা এলাকা থেকে অপহৃত অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী (১৪) এক মাস পর গত বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুরে উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় গাজীপুরের গোয়েন্দা পুলিশ মো. ফয়সাল (২০) নামের এক অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফয়সাল কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের বাগুয়ান এলাকার ইউনুছ শেখের ছেলে। ওই ছাত্রী ফরিদপুরের বোয়ালমারীর একটি উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী।

গাজীপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি দেলোয়ার হোসেন বলেন, ২০ আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটার দিকে প্রাইভেট পড়ার জন্য বাসা থেকে বের হলে চতুল ব্রিজের উত্তর পাশ থেকে অপহৃত হয় ওই ছাত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অপহৃত ওই ছাত্রীর সঙ্গে গ্রেপ্তার ফয়সালের টিকটকের মাধ্যমে পরিচয় হয়। ফয়সাল শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সময় প্রেমের প্রস্তাব দিলে সে প্রত্যাখান করে। এর জেরে ঘটনার দিন সকালে অপহৃত শিক্ষার্থী ও তার যমজ বোন প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার পথে চতুল ব্রিজের উত্তর পাশ থেকে ফয়সাল ও তাঁর সহযোগীরা মিলে তাকে চেতনানাশক স্প্রে দিয়ে অচেতন করেন এবং তাকে একটি মাইক্রোবাসযোগে অপহরণ করে নিয়ে যান।

ওসি দেলোয়ার হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে ২৫ আগস্ট বোয়ালমারী থানায় মামলা হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরে গাজীপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল বৃহস্পতিবার রাতে কালিয়াকৈরের মৌচাক জুগিরচালা এলাকার এক ভাড়া বাসা থেকে ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে।

যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মালয়েশিয়ার নাগরিক এক শিক্ষার্থী এই অভিযোগ করেন। প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ওই শিক্ষার্থী ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশে মালয়েশীয় হাইকমিশনকে যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার কথা জানিয়ে প্রতিকার চান। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী পুলিশের ময়মনসিংহ সদর থানায়ও একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হারুন-আর-রশিদ। উপাচার্যের কাছে দেওয়া লিখিত অভিযোগে ওই শিক্ষার্থী বলেন, ক্যাম্পাসে অধ্যাপক হারুন-আর-রশিদের বাসার উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন। ওই শিক্ষক তাঁর বাসায় জোর করে প্রবেশ করে যৌন নির্যাতন করেন। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দেওয়ার কথা বললে তিনি ভয়ভীতি দেখান। ওই শিক্ষার্থীকে জোর করে আটকে রাখেন।

ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে ওই কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'সোনালি দলের' নির্বাচিত সভাপতি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফজলুল হক মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ওই শিক্ষার্থীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি তদন্ত কমিটি করেছি। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে অবশ্যই ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গঠন করা তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন ড. মাহবুব আলম, ড. মনির হোসেন, ড. মিনারা খাতুন, ড. শহিদুল আলম ও ড. আবদুল্লাহ ইকবাল।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি যে প্রতিবেদন দেবে, তার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। এ বিষয়ে আমার আপাতত কিছু বলার নেই।'

মিরপুরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলায় আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগে আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুল জব্বারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর কাফরুলের সেনপাড়া পর্বতা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শুক্রবার এ তথ্য জানায়।

পুলিশ সূত্র জানায়, গত ১৯ জুলাই সেনপাড়া পর্বতা এলাকায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা ছাত্র-জনতার ওপর গুলি ছোড়েন। তাঁদের গুলিতে মো. মোবারক হোসেন নামের এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় আহত মোবারকের মামা রুবেল হোসেন বাদী হয়ে কাফরুল থানায় একটি মামলা করেন।

পুলিশ আরও জানায়, মামলা তদন্তকালে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে মোবারকের ওপর হামলাকারীদের শনাক্ত করে পুলিশ। পরে আব্দুল জব্বারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খ্যাতিমান লেখক ও অনুবাদক
জাভেদ হুসেনের বই

জাভেদ হুসেন
- মির্জা গালিবের সঙ্গে দেখা — ২য় মুদ্রণ ৳ ৪৮০

উর্দু থেকে অনূদিত জাভেদ হুসেনের বই
- কালো সীমানা — ৫ম মুদ্রণ ৳ ২২০
- মির্জা গালিব (চিত্রনাট্য) — ৪র্থ মুদ্রণ ৳ ৩২০
- বাহাদুর শাহ জাফরের গজল — ৳ ২৮০
- মির্জা গালিবের গজল — ৮ম মুদ্রণ ৳ ৪০০
- বাংলাদেশের উর্দু কবি আহমদ ইলিয়াস নির্বাচিত কবিতা — ৳ ২২০
- মওলানা রুমির কবিতা — ৭ম মুদ্রণ ৳ ৩২০

প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

এমবিবিএস শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার | রাজধানীতে নিজ শয়নকক্ষ থেকে মো. মাহিবুল ইসলাম (২৩) নামের এক এমবিবিএস শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

ঢাকা

ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুলের জিডি

বিবাহিত ও চার সন্তানের জনক বলে ফেসবুকে প্রচারণার ঘটনায় রাজধানীর শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম। জিডিতে তিনি এই প্রচারণাকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মিথ্যা ও মানহানিকর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। গতকাল শুক্রবার শাহবাগ থানায় উপস্থিত হয়ে এই জিডি করেন রাকিবুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র রাকিবুল গত ১ মার্চ ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পান। গত বৃহস্পতিবার 'অপরাজেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন-বর্তমান শিক্ষার্থীদের একটি ফেসবুক গ্রুপে তানিয়া সুলতানা নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলামের ছবিসহ পোস্ট দেওয়া হয়। ক্যাপশনে লেখা হয়, 'বন্ধু ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলামের স্ত্রী, চার সন্তানসহ সবাইকে আল্লাহ সুস্থ রাখুন।'
প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

আইন হাতে তুলে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, দমন করুন

সংস্কৃতিকর্মীদের আহ্বান

'সারা দেশে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও মাজারে হামলার প্রতিবাদে আত্মার গান' নামের প্রতিবাদী সমাবেশ ও গানের আসর থেকে এ আহ্বান জানানো হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে কিছু দুর্বৃত্ত আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। 'মব জাস্টিসের' নামে তারা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। একই সঙ্গে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও মাজারে হামলা করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনাশ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার ফটকের সামনে 'সারা দেশে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও মাজারে হামলার প্রতিবাদে আত্মার গান' নামের প্রতিবাদী সমাবেশ ও গানের আসরে এ কথাগুলো বলেন সংস্কৃতিকর্মীরা। এই কর্মসূচির আয়োজন করে তীরন্দাজ নামের একটি নাট্য সংগঠন। এ বিষয়ে এটি তাদের দ্বিতীয় পর্বের আয়োজন। এখানেই ২০ সেপ্টেম্বর হয়েছিল প্রথম আয়োজন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগঠনের সভাপতি কাজী ইবরাহীম হোসাইন বলেন, দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৮টি শিল্পকলা একাডেমি কার্যালয়ে হামলা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সিলেটে হজরত শাহ পরান, গাজীপুরে শাহ সুফি ফসিহ পাগলার মাজারসহ বিভিন্ন স্থানে মাজারে হামলা করা হয়েছে।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কবি শাহিন রেজা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে নতুন পরিস্থিতিতে সম্প্রীতি ও শান্তিবিনাশী কোনো তৎপরতা চলতে পারে না।

আলোচনার পরে শুরু হয় প্রতিবাদী, দেশাত্মবোধক ও বাউলগানের সম্মেলক ও একক পরিবেশনা। চলে অনেক রাত পর্যন্ত। 'যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা' গানটি দিয়ে গানের পর্ব শুরু করেন শিল্পী আবিদ হাসান। সম্মিলিত কণ্ঠে ছিল 'কারার ঐ লৌহ-কবাট' ও 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে'। একক কণ্ঠের পরিবেশনায় ছিলেন জাহিদ মোহাম্মদ, হামিদ হাসান, ইব্রাহিম হাসান, শাহিন রেজা, সুমী আক্তার, তিলোত্তমা প্রমিতাসহ অনেকে।

তীরন্দাজের 'আত্মার গান'। গতকাল সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির সামনের সড়কে।
ছবি : প্রথম আলো

সুনাদের দ্বিতীয় দিনের আয়োজন

বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের দশম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দুই দিনের সংগীতানুষ্ঠান 'সুনাদ'-এর সমাপনী অনুষ্ঠান ছিল গতকাল। সন্ধ্যায় ধানমণ্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সম্মিলিত কণ্ঠে মেঘ রাগে ধ্রুপদ পরিবেশনা দিয়ে। পরে ছিল পটদীপ রাগে সৌনক দেবনাথের সারেঙ্গি বাদন। ছায়ানট রাগে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন দিব্যময় দেশ। এরপর ছিল নবীন শিক্ষার্থীদের তবলায় সম্মিলিত ত্রিতাল বাদন। সুস্মিতা দেবনাথ খেয়াল পরিবেশন করেন গৌড় মাল্লার রাগে। শেষে ছিল ইলহাম ফুলঝুরি খান ও ইসরা ফুলঝুরি খানের সরোদ পরিবেশনা।

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আজ

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চেয়ে গত মঙ্গল ও বুধবার ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার ও গতকাল শুক্রবার বুয়েটে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। আজ শনিবার বুয়েট প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা ক্লাস-পরীক্ষায় কবে ফিরবেন, সে বিষয়ে এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হবে।

বুয়েটের ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ডাকে মঙ্গলবার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন শুরু করেন বুয়েটের সব ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। সেদিন বিকেলে শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবিগুলো উপস্থাপন করে।

শিক্ষার্থীদের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের হলের আসন বাতিল করে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীদের দেওয়া অভিযোগের তালিকায় যে ৫৫ জনের নাম ছিল, তার বাইরেও বেশ কয়েকজনের আসন বাতিল করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।

বুয়েটের একদল শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'যথাযথ ব্যবস্থা' দেখতে চাইছেন। যথাযথ ব্যবস্থা বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে, জানতে চাইলে এক শিক্ষার্থী বুয়েটে ২০১৯ সালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিজ্ঞপ্তির কথা বলেন।

বুয়েট প্রশাসনে থাকা এক শিক্ষক জানিয়েছেন, ছাত্ররাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলে ছাত্রত্ব বাতিল পর্যন্ত হতে পারে। সার্বিক বিষয়ে বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক (ডিএসডব্লিউ) মোহাম্মদ আল আমিন সিদ্দিক বলেন, 'আগামীকাল (আজ শনিবার) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার পর সামগ্রিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আলোচনায় ঠিক হবে, তাঁরা কবে ক্লাসে ফিরবেন। শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুতই ক্লাসে ফিরবেন বলে আমরা আশা করছি।'

১০০% রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়
▶ গুলশান-২ ৩২৯০ বর্গফুট
▶ বসুন্ধরা ২২৭৪ বর্গফুট
▶ হাতির ঝিল ১৬০০ বর্গফুট
RATUL PROPERTIES LTD. যোগাযোগ করুন | ০১৩২২৮৪০০১১ | ০১৩২২৮৪০০১২
BUY - SELL - EXCHANGE

ACTS ASSET
BUILDING YOUR DREAM ASSETS
4 Bedroom Apartment
at Bashundhara R/A
SIZE: 2200 SQ.FT.
Enquiries: 01896 173 122
01896 173 123
www.actsasset.com

Comprehensive holdings
Always Aesthetical and Functional
Live in Style, Live in Luxury
@1250 - 2500 sft
Residential Project
Lalmatia | Bashundhara | Siddeshwari | Uttara
Sir Syed Road | Ring Road, Shymoli | Central Road | Green Road
Tejturi Bazar | East Raja Bazar | West Dhanmondi | Mirpur
Katasur, Mohammadpur | R K Mission Road | K M Das Lane, Tikatuli
Gendaria (close to Dhup Khola Maath) | Katalgonj (Chattogram)
Commercial Shop / Office Space
Proposed Commercial Project Shatinagor @ 220 - 20000 sft | Dhanmondi (Satmasjid Road) @ 3805 - 7610 sft
HOTLINE 09610 000 900

home for peace...
Since 2007 ASSURE GROUP
ISO 9001: 2015 QMS Certified
সেরা লোকেশনে প্রায় রেডি ও অনগোয়িং
এপার্টমেন্ট ও বাণিজ্যিক স্পেস
গুলশান। বারিধারা। ধানমন্ডি। উত্তরা। মহাখালী
বসুন্ধরা। খিলক্ষেত। আফতাবনগর। বাড্ডা। বনশ্রী
সিদ্ধেশ্বরী। মগবাজার। মালিবাগ। বাসাবো। মনিপুরীপাড়া
রাজাবাজার। মোহাম্মদপুর। মিরপুর। শ্যামলী
সাভার ডিওএইচএস
09612 008800 | www.assuregroupbd.com

CREDENCE
for the inspired lifestyles
OFFERING LAVISH AND CONTEMPORARY APARTMENTS IN THE FOLLOWING LOCATIONS
3 BED & 4 BED APARTMENTS
Gulshan (Lake View) Road-13, Block-SW(D)
Dhanmondi R/A Road-9/A, Road-12, Road-16
Banani Road-17A
Lalmatia Block-B, C & D (Ready & Ongoing)
Kalabagan Bashiruddin Road, Lake Circus North Dhanmondi (Ongoing)
Mohammadpur Iqbal Road, Humayun Road, Babor Road
Elephant Road
Khilgaon Shahid Baki Road
Uttara Sector-6 & 7 (Ready & Ongoing)
Badda Lake Road (Lake Facing)
Adabor Dhaka Housing
Apartment Size : 1078-2878 SFT. (1SFT.= 0.0929 SQM.)
Call for Details 16769
Web: www.credencehousingltd.com, E-mail: credencehousingltd@gmail.com
Cell/WhatsApp: 01877772211, 01877772200, 01877772244
Planning Center: House-15B, Road-16 (Old-27), Dhanmondi, Dhaka

APARTMENTS AT NEW ESKATON
Near Moghbazar Circle on New Eskaton Road
Beautifully designed 3-Bedroom Apartments featuring a range of general amenities including Reception Lobby & Lounge, Community Hall, Children's Play Area, Rooftop with Garden and Barbecue Area, etc.
By
SALE ENQUIRIES 16687 01713018405 01713186944
Asset Developments & Holdings Ltd
91 Gulshan Avenue
www.asset.com.bd

জাপান গার্ডেন সিটির নবনির্মিত ২৫নং ভবনে
৪ বেড-এর লাক্সারি সীমিত সংখ্যক ফ্ল্যাট বুকিং চলছে।
ফ্ল্যাট সাইজ: ১৯৫৬ বর্গফুট
জাপান গার্ডেন সিটি লিঃ
কর্পোরেট/সাইট অফিসঃ
২৪/এ, তাজমহল রোড, (রিং রোড) ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইলঃ ০১৮১৭০৩১৭৩২, ০১৮১৯২১২৯৩৬, ০১৮১৯২৩০৯৬৯।
Web: www.jgclbd.com | MEMBER REHAB | RAJUK APPROVED

রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়

এলাকা	আয়তন
★ বসুন্ধরা	১৭৬০-২৩০০ বঃ
★ উত্তরা	২৩৩০-২৯৭০ বঃ
★ বনশ্রী	১২২০-১৫১৫ বঃ
★ আফতাবনগর	১২০০-২৫০০ বঃ
★ বাড্ডা	১১৮০-১৪৩০ বঃ
★ হাতিরঝিল	২৫০০ বঃ
★ বাবর রোড	১৯৬০ বঃ
★ বায়তুলআমান	১২০০-১৪৬০ বঃ
★ মগবাজার	১২০০-১২১০ বঃ
★ বাসাবো	১১০০-১২০০ বঃ
★ মিরপুর	১৩৯০-১৯৫০ বঃ
★ জলসিঁড়ি	২৭৫০-২৮২৫ বঃ
★ কাঠালবাগান	১৩০০ বঃ
★ রাজাবাজার	১২৬৫-১৫২০ বঃ
★ তেজকুনিপাড়া	১১৭০-১৭৫০ বঃ
★ মিরবাগ	১৫০০ বঃ
★ মালিবাগ(ড. গলি)	৯৬০-১৩৭৫ বঃ
★ পাবনা	১৩৪০ বঃ

Basic Builders Ltd.
০১৭১৪-১৩৪৩৯৩,০১৭৬৫-৭৮৩৯৯৫

GENETIC LIMITED IS OFFERING YOU HUGE DISCOUNT
On Exclusive Apartment with South face & Lake view @ Mohakhali DOHS
2800 sft with 2 parking
01926666101, 01926666104

www.shaptak.com
27 YEARS OF MOVING FORWARD
AT DHANMONDI, ROAD#27
27 SHAPTAK SQUARE COMMERCIAL SPACES SIZE : 3338 - 8830 SFT
AT LALMATIA, BLOCK-C
SHAPTAK TALUKDER CORNER SIZE: 2433 SFT
SHAPTAK SHAKHAWAT SIZE: 2254 SFT
SHAPTAK NAZIMGARH SIZE : 2137 SFT
SHAPTAK FALGUNI SIZE: 2060 & 2100 SFT
AT ELEPHANT ROAD
SHAPTAK BANDHON SIZE : 1840 SFT
SHAPTAK EMBRACE SIZE : 1614 - 1820 SFT
AT INDIRA ROAD
SHAPTAK HRID SPONDON SIZE : 1805-1936 SFT
AT UTTARA, SECTOR-7
SHAPTAK ANSHARAH SIZE : 1900 & 1915 SFT
SHAPTAK GRIHAYAN
018 777 555 00
02 9614254

Quality comes first, Profit is its logical sequence
Exclusive COMMERCIAL COMPLEX
ONGOING - Dhanmondi - Eskaton - Malibagh
READY - Eskaton - New Eskaton - Savar
SEL SINCE 1983
A House of Total Quality, Trust & Faith
The Structural Engineers Ltd.
sel.com.bd | HOT LINE: 09666773344

জনগণ এখনো স্বস্তিতে নেই

শ্রীলঙ্কায় নিত্যপণ্যের দাম ও সিন্ডিকেটের প্রভাব নিয়ে দেশটির পত্রিকা *দ্য আইল্যান্ড*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রীর ঘাটতি

সংকট দূর করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিন

জন্মহার কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার বিনা মূল্যে মাঠপর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে এবং তার সুফলও দেশবাসী পেয়েছে। এই কর্মসূচিসহ নানা সরকারের নানা পদক্ষেপের ফলে জন্মহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ১৯৭১ সালে দেশে মোট প্রজননের হার (টিএফআর) ছিল ৬ বা এর কাছাকাছি। বর্তমানে এই হার ২.৩। ২০৩০ সালের মধ্যে অপরিকল্পিত জন্ম ও মাতৃমৃত্যু দুটোই শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি আছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠকর্মীরা পাঁচ ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী দম্পতিদের মধ্যে বিলি করেন; যথাক্রমে কনডম, খাওয়ার বড়ি, আইইউডি, ইনজেক্টেবলস ও ইমপ্ল্যান্ট। কনডম ছাড়া বাকি সামগ্রীগুলো নারীদের ব্যবহারের জন্য। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কনডম ও বড়ি। অধিদপ্তরের দেওয়া হিসাবে প্রতি মাসে মাঠকর্মীরা ৫০ লাখ ৩৫ হাজার কনডম ও ৩৮ লাখ ৫৫ হাজার সাইকেল বড়ি দম্পতিদের কাছে পৌঁছে দেন।

গত মঙ্গলবার পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, দেশের ১০৫টি উপজেলায় কনডম নেই। খাওয়ার বড়ি নেই ৪৪৫টি উপজেলায়। সরকারি ও বেসরকারি সূত্রে জানা গেছে, বিত্তবান ও সচ্ছল দম্পতিরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী সংগ্রহ করে থাকেন। দরিদ্র শ্রেণির দম্পতিদের কাছে সরকারি উদ্যোগে এসব সামগ্রী পৌঁছানো হয়। এই শ্রেণির দম্পতির সন্তান নেওয়ার হারও বেশি।

প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে রাজস্ব বাজেট থেকে খরচ করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। গত বছর মন্ত্রণালয় সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয়। ফলে প্রয়োজনের সময় রাজস্ব বাজেট ব্যবহার করতে পারেনি অধিদপ্তর। অন্যদিকে উন্নয়ন বাজেট থেকে কিনতে হলে প্রক্রিয়া শুরু করে শেষ করতে কয়েক মাস লেগে যায়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইফুল্লাহিল আজম বলেন, 'আগে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা সংকট দূর করে যাননি। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি সংকট কাটানোর।'

উন্নয়ন বাজেট থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী কেনার জন্য এ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি দরপত্র আহ্বান করা হয়। ৭ মার্চ দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। যোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে দরপত্র বাতিল করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। এরপর বিষয়টি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

দরপত্র আহ্বান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে এই অসাধু প্রক্রিয়া কারা গ্রহণ করলেন? বর্তমান মহাপরিচালকের ভাষ্য অনুযায়ী সাবেকেরা দায়ী। আবার সাবেকেরা অন্য কোনো অজুহাত দেখাবেন। যাঁরা বিষয়টি আদালতে নিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা মহল বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে এ রকম একটি মহৎ উদ্যোগ মাঝপথে থেমে যাবে, সেটা কখনোই কাম্য নয়।

অপরিকল্পিত সন্তান ধারণের সঙ্গে মাতৃমৃত্যুরও একটি যোগসূত্র আছে। অপরিকল্পিত সন্তান ধারণ যত বাড়বে, তত মাতৃমৃত্যুর হারও বাড়বে। অর্থাৎ দুই দিক থেকেই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, ঠিক সময়ে হাতের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী না থাকার কারণে অপরিকল্পিত গর্ভধারণ বাড়বে। ফলে মাতৃমৃত্যুও বেড়ে যাবে।

দরপত্র নিয়ে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, আশা করি, সেটা দ্রুত নিরসন করে অবিলম্বে জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। দেশের সব জেলা ও উপজেলায় প্রয়োজনীয় সব জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা হোক।

ডিজেল চুরি

অনিয়ম বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন

সরকারি কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের জন্য বরাদ্দ জ্বালানি তেল চুরির অভিযোগ নতুন নয়। বিভিন্ন সরকারি অফিসে এ তেল চুরি নিয়ে আছে সিন্ডিকেটও। তেল চুরির মাধ্যমে সরকারের কোটি কোটি টাকা কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে তারা। যেমনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) একটি বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্রের ক্ষেত্রে। সেখানকার ভারী যানযন্ত্রের ডিজেল চুরির মাধ্যমে বছরে দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। বিষয়টি কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানায়, ডিএনসিসির আমিনবাজার ল্যান্ডফিলের (স্থায়ী বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র) ১০টি ভারী যানযন্ত্রের (এক্সকাভেটর, চেইনডোজার ও টায়ারডোজার) জন্য গত ১ আগস্ট ২ হাজার ৭৭০ লিটার ডিজেল বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু যানযন্ত্রগুলোতে সেদিন ডিজেল ভরা হয় ২ হাজার ৩৬৬ লিটার। বাকি ৪০৪ লিটার ডিজেল আত্মসাৎ করেন ল্যান্ডফিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এমনকি কোনো যানযন্ত্রের জন্য পুরো ডিজেলই আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসব জ্বালানির লিটার ১০৭ টাকা হিসাবে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ হাজার ২২৮ টাকা। ল্যান্ডফিলের জন্য বরাদ্দ জ্বালানির যাবতীয় রসিদ বিশ্লেষণ করে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ডিএনসিসিতে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বক্তব্যে ধারণা করা যায়, বছর বছর ধরে এ তেল চুরির ঘটনা ঘটছে। তাঁরা বলেন, দুইভাবে ডিজেল চুরির টাকা আত্মসাৎ করা হয়। প্রথমটি, ফিলিং স্টেশন থেকে পরিমাণে কম ডিজেল নিয়ে। এর সুবিধা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন (সিঅ্যান্ডটি) শাখার প্রকৌশলীরা পান। দ্বিতীয়টি, কম সময় যানযন্ত্র চালিয়ে। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম সময় যানযন্ত্র চালিয়ে জ্বালানি বাঁচান অপারেটররা (চালক)। পরে কৌশলে বাইরে নিয়ে বিক্রি করে দেন।

তার মানে বোঝাই যাচ্ছে, তেল চুরির একটি সিন্ডিকেট আছে এখানে। একজন কর্মকর্তা স্বীকারও করেছেন তেল চুরি বাবদ প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা ভাগে পান তিনি। সিঅ্যান্ডটির নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে ওই টাকা দেওয়া হয়। উত্তর সিটির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফিদা হাসান বলেন, 'জ্বালানি নিয়ে কোনো দুর্নীতি হচ্ছে কি না, ব্যক্তিগতভাবে এ নিয়ে কাজ করছি। দুষ্কৃতকারীদের ধরতে চাই। শিগগিরই এটা ঘটবে।' আমরা তাঁর কথায় আস্থা রাখতে চাই।

শুধু আমিনবাজার ল্যান্ডফিল নয়, সিটি করপোরেশনের গোটা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ অন্য সব কার্যক্রমে তেল চুরির ঘটনা ঘটছে কি না, খতিয়ে দেখা হোক। সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ভবিষ্যতে এ ধরনের চুরির ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

চিঠিপত্র

বৃক্ষরোপণ

কয়েক দিন আগে অস্বস্তিকর গরমে ভুগতে হয়েছে আমাদের। এরপর টানা বৃষ্টি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনেক আগ থেকে বাংলাদেশের ওপর চরমভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তীব্র তাপপ্রবাহের খুব করুণ অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এখন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু যেভাবে পরিবেশদূষণ হচ্ছে, তা থেকে উত্তরণে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সবাই বেশি বেশি গাছ লাগানোর কথা বলে থাকে। কিন্তু সেই অর্থে কত গাছ লাগানো হয় আসলে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে একটি বিপ্লবে রূপান্তর করতে হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সবখানে গাছ লাগানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। পাড়ায়-পাড়ায় এলাকায়-এলাকায় গাছ লাগানোর প্রতি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বেশি বেশি গাছ লাগানো ছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন।

রিফাত চৌধুরী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছররা গুলি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশের ছোড়া ছররা গুলির আঘাতে অসংখ্য প্রাণহানিসহ আন্দোলনরত কয়েক শ মানুষের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কারও এক চোখ আবার অনেকের দুই চোখ চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। এই চোখবিনাশী অস্ত্র-গোলাবারুদের ব্যবহার বন্ধ ও মজুত ধ্বংস করতে হবে। ভবিষ্যতেও যেকোনো ধরনের আন্দোলনে পুলিশ বা অন্য কোনো নিরাপত্তা বাহিনী যাতে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। কয়েক দিন আগে টেলিভিশনে দেখলাম অল্প বয়সের দুটি ছেলেকে, ছররা গুলির আঘাতে তাদের দুই চোখই অন্ধ হয়ে গেছে; যা দেখে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল।

সরকারের দায়িত্ব এদের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করা। এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আলী আহমেদ
কাকরাইল, ঢাকা

বাংলাদেশ-ভারত

বিএনপির বরফ গলা রাজনীতি

সোহরাব হাসান

আওয়ামী লীগ সরকার পূজার সময় ভারতে ইলিশ রপ্তানি করেছিল বলে প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো উপদেষ্টা ইলিশ রপ্তানি করা যাবে না বলে ঘোষণা দেওয়ায় অনেকেই ভাবছিলেন, সরকারের ভারত নীতি পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার দিল্লিকে খেপাতে চায়নি। ভারতে আগের মতোই ইলিশ গেল। এই ইলিশ থেকে কত টাকা পাওয়া যাবে, তারও হিসাব দিয়েছেন সরকারের কোনো কোনো নীতিনির্ধারক। ইঙ্গিতটা এমন যে আগের সরকারের আমলে ইলিশ রপ্তানি করে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি।

ভারতের সঙ্গে যখন ইলিশ কূটনীতি বেশ সরগরম, তখনই বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বরফ গলার বিষয়টি সামনে আনলেন। ভারতের সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভারতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্কে 'বরফ গলতে শুরু করেছে'। এর অর্থ, আওয়ামী লীগই বিএনপির সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের বড় বাধা ছিল।

বৃহস্পতিবার এএনআই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগে দুই দফায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি শেখ হাসিনার আমলে গত ১৫ বছরে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের হওয়া কিছু উদ্যোগ ও চুক্তির বিষয়ে সমালোচনা করে আসছে। সাম্প্রতিক কালে বিএনপির নেতাদের কণ্ঠে চুক্তির সমালোচনা শোনা যায় না।

সম্প্রতি ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে দলটির কার্যালয়ে গিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ও ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

মির্জা ফখরুলের ভাষ্য, 'বাংলাদেশে গত নির্বাচনের পর থেকে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে একটি প্রশ্ন ছিল। তবে এবার হাইকমিশনারের আমাদের কার্যালয়ে আসাটা অবশ্যই পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বরফ গলতে শুরু করেছে।'

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সৌজন্য সাক্ষাৎ। ২২ সেপ্টেম্বর বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে।

বিএনপিসহ ৭ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলো মনে করে, ভারত সমর্থন না করলে আওয়ামী লীগ একতরফা নির্বাচন করতে পারত না। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব চেয়েছিল, সব দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। ওই নির্বাচনকে চীনও সমর্থন করেছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চীন ও ভারত উভয়ই বিএনপির সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তুলে চলার পক্ষপাতী।

তারা মনে করে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিশ্রুত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হলে বিএনপিরই ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা বেশি। সে ক্ষেত্রে অতীতের তিক্ততা ভুলে কীভাবে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই চেষ্টা চালাচ্ছে পক্ষগুলো। বিএনপির নেতাদের সঙ্গে এর আগে চীনের রাষ্ট্রদূত বাও ওয়াংও বৈঠক করে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সামনে এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেন।

বিএনপির মহাসচিব এএনআইকে বলেছেন, তাঁর দল ভারতকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা ক্ষমতায় এলে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করার সুযোগ দেবে না। অতীতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার খবর প্রকাশ হয়েছে। যদিও শেখ হাসিনার আমলে সেটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠক নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা পানি বণ্টন, সীমান্ত হত্যা, বাণিজ্য ঘাটতি—এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। একই সঙ্গে ভারতের প্রধান বিষয় হলো নিরাপত্তা সমস্যা। আমরা আশ্বস্ত করেছি যে আমরা যদি ক্ষমতায় থাকি, তাহলে আমরা এটা নিশ্চিত করব যে এ দেশের মাটি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হবে না।' যাঁরা উত্তর-পূর্ব ভারতে অন্য কিছু দেখার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিএনপির মহাসচিবের এই অভয়বাণী তাঁদের হতাশ করবে।

মির্জা ফখরুল এএনআইকে বলেন, 'কিন্তু বিএনপি ও ভারতের সম্পর্ক নিয়ে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি ছিল। আমি মনে করি, বরফ গলতে শুরু করেছে। আমি আশা করি, এবার এটা (সম্পর্ক) আরও ভালো হবে। তারা (ভারত) আমাদের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করবে। আমরা এটা বিশেষ করে আবারও বলেছি যে ভারতের এ দেশের মানুষের মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। তাদের "সব ডিম এক ঝুড়িতে' রাখা উচিত নয়। তাদের উচিত জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক উন্নয়ন করা।'

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের বৈঠক হয়। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর দুই দেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে এটাই প্রথম বৈঠক। এর আগে ভারতের হাইকমিশনার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস টেলিফোনে কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও। সেই ফোনালাপে যে বরফ গলেনি, সেটা স্পষ্ট। মোদি নিজের টুইটে ফোনালাপের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ চেয়েছিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে দুই দেশের শীর্ষ নেতার মধ্যে একটি বৈঠক হোক। দিল্লি এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি।

এর আগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ভারতের সাংবাদিক মহুয়া চৌধুরীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত আশ্রয় দেওয়ায় বিএনপি অসন্তুষ্ট। বিএনপিকে জাতীয়তাবাদী দল দাবি করে এই নেতা বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে তাঁদের কৌশলগত যে সম্পর্ক ছিল, সেটা আর এখন নেই। ২০১৮-এর পর জামায়াত বিএনপির জোটে নেই। বরং বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ কিছু দলকে নিয়ে তাঁরা জোট করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। অন্যদিকে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগই জামায়াতের সঙ্গে জোট করে তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণে বিএনপি সরকার কী কী করেছে, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন গয়েশ্বর রায়। এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। তাঁর বরাত দিয়ে যখন *টাইমস অব ইন্ডিয়া* শিরোনাম করল, 'আমাদের শত্রু শেখ হাসিনাকে সহায়তা করলে ভারতকে সহযোগিতা করা কঠিন হবে।' আমরা জানি না, গয়েশ্বর রায় ঠিক কী বলেছেন। তিনি শেখ হাসিনাকে পলাতক আসামি বলতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে গণহত্যাসহ যেসব অভিযোগ আছে, সেগুলোর বিচারের কথা বলতে পারেন। কিন্তু তিনি শেখ হাসিনাকে 'আমাদের শত্রু' বলতে পারেন না।

একই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিএনপির মহাসচিব ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আমি জানি না, এখনো সরকার তাঁকে (শেখ হাসিনা) বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করেছে কি না। তবে আমি মনে করি, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, সেগুলোর মুখোমুখি হতে ফেরত আসা উচিত এবং তাঁর জবাবদিহির আওতায় আসা উচিত।'

মির্জা ফখরুল ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বরফ গলার কথা বলেছেন। বরফ গলার আগে বরফটি জমাট বাঁধার কারণগুলোও চিহ্নিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষের কী ঘাটতি আছে, সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভারতের যেমন দায় আছে, তেমনি আছে ক্ষমতাপ্রত্যাশী বিএনপির নেতৃত্বেরও।

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

ন্যায় প্রতিষ্ঠা

আওয়ামী লীগের বিচার ছাড়া সংস্কার সম্ভব?

কাজী জাওয়াদ

আসি আসি করে জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন নিয়ে এসেই গেলেন ১৯৮২ সালের মার্চে। খাঁটি গণতন্ত্র ও সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ বিশুদ্ধকরণের ১৮ দফার ফুলঝুরি পেল বাংলাদেশ। এরই অংশ হিসেবে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*কে বলা হলো প্রশাসনিক সংস্কারের ওপর প্রতিবেদন লিখতে। তাতে যেন ইন্দোনেশীয় গোলকারের ভাবধারায় রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর ভূমিকায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। একজন কর্নেল তখন গণমাধ্যম সংস্কারের (পড়ুন 'নিয়ন্ত্রণের') কাজ দেখাশোনা করছিলেন।

শাহাদত ভাই (সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী) আমাকে দিলেন সেই প্রচ্ছদকাহিনি লেখার ভার। ইন্দোনেশীয় দূতাবাসে গিয়ে 'গোলকার' ও সরকারের বিষয়ে তত্ত্ব-তালাশ করতে বললেন। যদিও সামরিক জান্তাকে গণতন্ত্রের পূজারি দেখিয়ে ফরমায়েশি লেখা লিখতে মন চাইছিল না। এরপরও *বিচিত্রা* ও নিজের চাকরি বাঁচাতে বুকে বিদ্রোহ নিয়ে কাজে নামলাম।

ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট সুকর্নর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির পাল্টা হিসেবে একদল সেনা কর্মকর্তা ১৯৬৪ সালে কর্মরত দলগুলোর যুক্ত সচিবালয় বা গোলকার গঠন করেন। এর ওপর ভর করেই ১৯৬৭ সালে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ৩০ বছর স্বৈরাচারী শাসন চালান।

ইন্দোনেশীয় দূতাবাসে গিয়ে তাদের সরকারি কার্যক্রমের একটি প্রচার পুস্তিকা ও পর্যটনকেন্দ্র বালি সৈকতের কিছু সুদৃশ্য ছবি নিয়ে এলাম। প্রচ্ছদকাহিনির বিষয়বস্তুর সঙ্গে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ছাত্রজীবনে বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক ছিলাম। তখন গ্রাম কমিউন সম্পর্কে কিছুটা জেনেছিলাম। তার সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে লিখলাম থানা পর্যায়ে সংসদীয় পদ্ধতির স্থানীয় সরকারের কাঠামো নিয়ে। তাতে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, থানা কাউন্সিলে একজন বিরোধীদলীয় নেতা থাকবেন। কোনো রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করতে হলে সেই নেতার সম্মতি নিতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি স্থানীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। সেভাবে জনপ্রতিনিধিদের ওপর আমলাদের খবরদারি বিলুপ্ত হবে।

প্রতিবেদনের মাধ্যমে আর যা-ই হোক কর্তার ইচ্ছায় কর্মটি হলো না। সামরিক কর্তারা যা লেখাবেন আশা করেছিলেন, ঘটল তার উল্টো। নিজের ওই অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে চাইছি, অন্তর্বর্তী সরকার বা গণ-অভ্যুত্থানে জনগণ যে আকাঙ্ক্ষাই করুক না কেন, যাঁদের দিয়ে সংস্কারের কাজটি করানো হবে, তাঁদের গূঢ় ইচ্ছাই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করেছে। যে কমিশনগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ করবে। প্রশ্ন হলো, সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করবেন কারা? মূলত স্বৈরাচারী সরকারের সময়ে নিয়োগ ও সুবিধাপ্রাপ্ত আমলা-কর্মচারীরা। তাঁদের আনুগত্য ও সততার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারা যায়? তাঁরা যে সুপারিশগুলো নিজের পছন্দ অনুযায়ী সংস্কার করে বাস্তবায়ন করবেন না, তা কেমন করে জানেন? কাজেই যেকোনো সংস্কার, সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার প্রথম কাজটাই হলো প্রশাসন থেকে শুরু করে সব বিভাগে নতুন সরকারের প্রতি অনুগত লোকবল।

এ বিষয়ে সরকারের ভরসা ছিল স্বৈরাচারী ১৬ বছরে 'বঞ্চিত' কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। ইতিমধ্যে তাঁদের মনোভাব ও আচরণ সম্পর্কে আমরা আঁচ পেয়েছি। বঞ্চিতদের মধ্যে স্বৈরাচারের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু তৈল প্রদানে অদক্ষ ব্যক্তিরাও থাকতে পারেন। রাজনৈতিক তকমার কারণে বঞ্চিতদের সবারই যোগ্যতা ও দক্ষতা স্বতঃসিদ্ধ নয়।

> **স্বৈরাচারী সরকারের বিচারের ব্যাপারে জন-আকাঙ্ক্ষার একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। মানুষ শুধু ব্যক্তি হাসিনাকে সরাতে চায়নি, যে দলের সমর্থনে তিনি স্বৈরাচারী হতে পারলেন, তার বিষয়েও প্রশ্ন এসেছে**

স্বৈরাচারী সরকারের বিচারের ব্যাপারে জন-আকাঙ্ক্ষার একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। মানুষ শুধু ব্যক্তি হাসিনাকে সরাতে চায়নি, যে দলের সমর্থনে তিনি স্বৈরাচারী হতে পারলেন, তার বিষয়েও প্রশ্ন এসেছে। অ্যাটর্নি জেনারেল তখন আদালতে বলেছিলেন, দলটিকে নিষিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, স্বৈরাচারী কার্যকলাপের জন্য দায়ী কি শুধুই ব্যক্তি, দলের কোনো ভূমিকা নেই? দলের বিচার হতে পারে না? যা হোক, আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ আইন সংশোধন করে স্বৈরাচারী দলকে ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব এসেছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি দলের নেতাদের রাইখ মন্ত্রিসভা, যুক্তভাবে গেস্টাপো, এসএ, এসএস, এসডি ও জার্মান সামরিক বাহিনী ওয়েরমাখট ইত্যাদি ছয়টি সংগঠনেরও বিচার করা হয়। তার মানে দলেরও বিচার হতে পারে। ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের দায়িত্ব দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিতে হবে বলেই দলটির বিচার করতে হবে।

দলের বিচার করা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিচার করে দল নিষিদ্ধ করা কি সম্ভব? অতীতে অভিযোগের ভিত্তিতেই দল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তখন কেউ বিচারের প্রয়োজন অনুভব করেনি। কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারের ব্যবস্থা করা উচিত।

দুটি আন্তর্জাতিক উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। ভেনিস কমিশন নামে পরিচিত ইউরোপিয়ান কমিশন ফর ডেমোক্রেসি থ্রু ল ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে ইউরোপে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণের পথনির্দেশ দিয়েছে। এর ৫ নম্বর সুপারিশে কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণের জন্য আদালত বা উপযুক্ত কোনো সংস্থার কাছে আবেদন জানানোর আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, দলটি আসলেই মুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি বা ব্যক্তির অধিকারের প্রতি বিপজ্জনক কি না।

জার্মানিতেও এমন আইন আছে, 'রাজনৈতিক দল লক্ষ্য বা সমর্থকদের ব্যবহারে স্বাধীন গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি অবজ্ঞা বা ধ্বংস করতে চাইলে' দলটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে। ২০১৭ সালে সে দেশের সাংবিধানিক আদালত রায় দেন, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার বিলুপ্ত করা এনপিডি নামক দলটির রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ওই দুই আইনের আলোকে আইন প্রণয়ন করে গণহত্যা ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের মানুষের ওপর নির্যাতনের বিচার করা যায়? এ ধরনের আইন থাকলে হয়তো দল নিষিদ্ধ হওয়ার ভয় থেকে দলের সমর্থক নেতা-কর্মীরা কোনো ব্যক্তির স্বৈরাচারী আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিতে পারেন। এর বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে না করে একটি সাংবিধানিক আদালত গঠনের প্রস্তাব করছি।

আসলে মানুষ চায় এত দিনের অবিচারের বিচার। তাদের চাহিদার বাস্তবায়নই হবে সবচেয়ে বড় সংস্কার।

● **কাজী জাওয়াদ** সাংবাদিক
kzawad@hotmail.com

শ্রীলঙ্কা

চীন, ভারত, আইএমএফ—অনূঢ়া কোন পথে যাবেন

রবি নাগাহাওয়াত্তে

অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগেই তাঁর চলনে-বলনে অন্য রকম আত্মবিশ্বাস চোখে পড়ার মতো ছিল। মানুষের সামনে তাঁর উপস্থিতি যেন বলে দিত, '২০২৪ আমার শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হওয়ার বছর।' তবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে জিতবে, তা নিয়ে সংশয় ছিল। এই নির্বাচনে ৩৫ লাখ মানুষ ভোট দেননি। তাঁরা মোট ভোটারের ২১ দশমিক ৫ শতাংশ। এই ভোটাররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। সংবাদমাধ্যম বলছে, সামনে সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা কোন দিকে যাবেন, তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ দেখে মনে হয়, অনূঢ়া সম্ভবত ভবিষ্যতে চীনা এজেন্ডা অনুযায়ী চলবেন। এখানে ভারতের উদ্বেগের বিষয় আছে। অনূঢ়ার কথাবার্তায় যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় যে শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহৎ পরিসরে ভারত প্রাধান্য পাবে না। নির্বাচনের ঠিক আগে সংবাদমাধ্যমে একটি টক শোতে অনূঢ়া বলেছেন যে তিনি নির্বাচিত হলে আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেডের কাছে হস্তান্তর করা বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে দেবেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অতীতের দুর্নীতিবাজ আইনপ্রণেতাদের আইনের আওতায় আনার। দেশবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তিনি নির্বাচনের আগে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি কীভাবে কতটা বাস্তবায়ন করেন, তা দেখার জন্য।

অনূঢ়া ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার নামে জোটের নেতৃত্ব দেন। তাঁরা চীন থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন। ভারত থেকে নয়। কারণ, চীন ও শ্রীলঙ্কার বর্তমান নেতৃত্ব উভয়েই সমাজতন্ত্রের কিছু মূল্যবোধ ধারণ করেন। জনগণের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রতি তাঁদের ঝোঁক রয়েছে। চীনে রয়েছে একটি উন্নয়নশীল মিশ্র সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি। আছে বাজারব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারি হস্তক্ষেপ ও নীতিমালা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ। এসব ক্ষেত্রে চীন শ্রীলঙ্কার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, সন্দেহ নেই। তবে চীনের মতো সস্তা শ্রমনীতি গ্রহণ নিয়ে চিন্তার ব্যাপার আছে। শ্রীলঙ্কা কি তার শ্রমশক্তিকে কম বেতন দিতে পারবে? অনূঢ়ার সমর্থকদের একটি বড় অংশ দৈনিক বেতনের কর্মী। এ বিষয় তাঁকে ভাবতেই হবে।

অনূঢ়া দারিদ্র্যবিরোধী কার্যক্রম করার পরিকল্পনা পেশ করেছেন জনগণের কাছে। রাজনীতিবিদ, আইনপ্রণেতা হিসেবে তাঁর পথচলার ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়। সাধারণ পরিবারে জন্মে সাধারণভাবেই বড় হয়েছেন। সাধারণে যেসব জায়গায় যায়, তেমন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই তিনি পড়ালেখা করেছেন।

তিনি জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি) নামের দলের নেতা। তাঁর নেতৃত্বাধীন জোটটি ২১টি বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। সে জোট ২০১৯ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আগে জেভিপি মনে করত যে নির্বাচনে তারা একাই ভালো করতে পারবে। কিন্তু নির্বাচনে খারাপ ফল করার পর জেভিপি সমমনা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং দলের সঙ্গে জোট গঠনের বিষয়ে গুরুত্ব নিয়ে ভাবা শুরু করে।

অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে

অনূঢ়ার এখন বিজয়ী হওয়ার আনন্দে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। আগের যে দলীয় রাজনীতির মেরুকরণ ছিল, জনগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শ্রীলঙ্কার রাজনীতির চেহারা অনেক বদলে গেছে। স্পষ্ট আর বাস্তব ইশতেহার চায়। চায় এমন ব্যক্তিকে, যাঁরা তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন। জোটে তেমন লোক আছেন। এখন তাঁদের সংসদে নিয়ে আসা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ।

অনূঢ়া এক কঠিন সময়ে রাজনীতি করছেন। মানুষ নতুন প্রেসিডেন্টের প্রতিটি পদক্ষেপ, তাঁর দেওয়া প্রতিটি নিয়োগ গভীরভাবে লক্ষ করছে। এ থেকেই রাজনীতিতে তাঁর চিন্তাভাবনা ও পরিপক্বতাকে যাচাই করা হবে।

শ্রীলঙ্কান হিসেবে আমরা শুধু আশা করতে পারি। অনূঢ়া যেতে পারেন আইএমএফের কাছে। ঋণ পরিশোধের জন্য আরও সময়ও চাইতে পারেন। আইএমএফ হয়তো বলবে যে 'না, নতুন করে আলোচনার সুযোগ নেই। আপনার পূর্বসূরির সঙ্গে আলোচনা করে সব শর্ত ঠিক করা হয়েছে।' নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কি কোনো ছাড় আশা করতে পারেন? সেই সুযোগ মনে হচ্ছে খুব বেশি নেই।

শ্রীলঙ্কাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর প্রশাসনে সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে আইএমএফকে খুশি করা, দুটো একসঙ্গে কতটা সম্ভব? এ বিষয়ে নতুন প্রেসিডেন্ট যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পথ খুঁজে বের করতে পারবেন, ততই মঙ্গল।

রবি নাগাহাওয়াত্তে শ্রীলঙ্কার সাংবাদিক

ডেইলি মিরর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ
জাভেদ হুসেন

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন

বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন ‘চর্যাপদ’। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজদরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

২৩. প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তে প্রতি ঘনমিলিমিটারে অণুচক্রিকার সংখ্যা কত?
ক. ২.৫ লক্ষ খ. ৩ লক্ষ
গ. ৪ লক্ষ ঘ. ৫ লক্ষ

২৪. প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তে প্রতি ঘনমিলিমিটারে শ্বেত কণিকার সংখ্যা কত?
ক. ৪,০০০-১০,০০০
খ. ৫,০০০-১০,০০০
গ. ৬,০০০-১০,০০০
ঘ. ৭,০০০-১০,০০০

২৫. কী হলে লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়?
ক. পলিসাইথেমিয়া
খ. অ্যানিমিয়া
গ. লিউকেমিয়া
ঘ. লিউকোসাইটোসিস

২৬. কী হলে লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় হ্রাস পায়?
ক. অ্যানিমিয়া
খ. পলিসাইথেমিয়া
গ. লিউকেমিয়া
ঘ. লিউকোসাইটোসিস

২৭. ‘ব্লাড ক্যানসারের’ অপর নাম কী?
ক. লিউকেমিয়া
খ. পলিসাইথেমিয়া
গ. অ্যানিমিয়া
ঘ. লিউকোসাইটোসিস

২৮. কী হলে শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়?
ক. অ্যানিমিয়া খ. লিউকোমিয়া
গ. পলিসাইথেমিয়া
ঘ. লিউকোসাইটোসিস

২৯. রক্তনালির ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়াকে কী বলে?
ক. পারপুরা খ. থ্রম্বোসিস
গ. থ্যালাসেমিয়া ঘ. থ্রম্বোসাইটোসিস

৩০. কী হলে মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়?
ক. লিউকোসাইটোসিস
খ. পারপুরা
গ. থ্যালাসেমিয়া
ঘ. থ্রম্বোসাইটোসিস

৩১. ‘থ্যালাসেমিয়া’ হলে রোগীকে কত মাস পরপর রক্ত দিতে হয়?
ক. ৩ মাস খ. ৪ মাস
গ. ৫ মাস ঘ. ৬ মাস

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ২৩. ক ২৪. ক ২৫. ক ২৬. ক ২৭. ক ২৮. খ ২৯. খ ৩০. খ ৩১. ক

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

পরিচ্ছেদ ৮

২৩. কোন বর্ণের নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই?
ক. ঞ খ. এ
গ. ও ঘ. ঐ

২৪. শব্দের আদিতে ব-ফলার উচ্চারণ কেমন হয়?
ক. উচ্চারণ হয় না
খ. উচ্চারণ বজায় থাকে
গ. সেই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়
ঘ. সব কটিই ঠিক

২৫. শব্দের মধ্যে ব-ফলার উচ্চারণ কেমন হয়?
ক. উচ্চারণ হয় না
খ. উচ্চারণ বজায় থাকে
গ. যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়
ঘ. কোনোটিই ঠিক নয়

২৬. ‘বিশ্বাস’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. বিশবাস্ খ. বিশ্‌শাশ্
গ. বিস্‌শাশ্ ঘ. বিশশাশ্

২৭. শব্দের প্রথম বর্ণে ম-ফলা থাকলে ম-এর উচ্চারণ কার মতো?
ক. ম-এর মতো খ. মো-এর মতো
গ. অ-এর মতো ঘ. অঁ-এর মতো

২৮. ‘স্মরণ’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. সোরন খ. শরন্
গ. শঁরোন্ ঘ. শরোন্

২৯. শব্দের মধ্যে ম-ফলার উচ্চারণ কেমন হয়?
ক. ম-ফলাযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয়
খ. ম-এর উচ্চারণ বজায় থাকে
গ. যুক্তবর্ণটির উচ্চারণ সামান্য অনুনাসিক হয়
ঘ. ক ও গ সঠিক

৩০. নিচের কোন শব্দে ম-ফলার ম-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে?
ক. পদ্ম খ. স্মরণ
গ. গুল্ম ঘ. আত্মীয়

৩১. ‘আত্তিঁয়ো’ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. আত্‌গিও খ. আত্‌তিঁও
গ. আত্‌তিও ঘ. আত্তোতিঁয়

৩২. ‘সূর্য’ শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী?
ক. শুরজো খ. সুরজ
গ. শুরুজ ঘ. শূরজো

৩৩. ‘উদ্যম’ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. উদ্‌যম্ খ. উদ্‌দোম
গ. উদ্‌দম্ ঘ. উদদোম্

৩৪. ‘বিদ্রোহ’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. বিদরোহ খ. বিদ্‌দ্রোহো
গ. বিদদ্রোহ ঘ. বিদ্‌রোহো

৩৫. ‘শ্রমিক’ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি
ক. শ্রোমিক্ খ. স্রোমিক
গ. শ্রমিক্ ঘ. স্রোমিক্

৩৬. ‘সামান্য’ শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক. শামান্‌নো খ. সামাননো
গ. শামাননো ঘ. সামান্‌নো

৩৭. ‘এ’ ধ্বনির উচ্চারণ কোন ধরনের হয়?
ক. সংবৃত ও বিবৃত খ. বিবৃত
গ. সংবৃত ঘ. অর্ধসংবৃত

পরিচ্ছেদ ৯

১. শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে কী বলে?
ক. পদাণু খ. পদ
গ. বাক্যাংশ ঘ. প্রকৃতি

২. পদের লগ্নক কত ধরনের?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. কোনটি শব্দের শেষে যুক্ত হয় না?
ক. প্রত্যয় খ. বিভক্তি
গ. বলক ঘ. উপসর্গ

৪. যে শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বক্তব্য জোরালো করে, তাকে কী বলে?
ক. বলক খ. প্রত্যয়
গ. বিভক্তি ঘ. উপসর্গ

৫. কোনটি সাধিত শব্দ?
ক. গাছ খ. পরিচালক
গ. মাছ ঘ. চাঁদ

৬. কোনটি মৌলিক শব্দ?
ক. চাঁদ খ. বন্ধুত্ব
গ. প্রশাসন ঘ. দায়িত্ব

৭. শব্দের কোথায় প্রত্যয় যুক্ত হয়?
ক. প্রথমে খ. শেষে
গ. মধ্যে ঘ. যেকোনো স্থানে

৮. কোনটি নির্দেশক?
ক. রা খ. পরি
গ. টুকু ঘ. ই

৯. কোনটি লগ্নক নয়?
ক. প্রত্যয় খ. নির্দেশক
গ. বলক ঘ. বচন

১০. ‘নৌকার ছইয়ে নীল মাছরাঙাটি বসে আছে’—এ বাক্যে অলগ্নক পদ কোনটি?
ক. নৌকার খ. ছইয়ে
গ. নীল ঘ. মাছরাঙাটি

১১. এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দের মূল অংশকে কী বলে?
ক. শব্দমূল খ. নির্দেশক
গ. বলক ঘ. উপসর্গ

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ৮ : ২৩. ক ২৪. ক ২৫. গ ২৬. খ ২৭. ঘ ২৮. গ ২৯. গ ৩০. গ ৩১. গ ৩২. ক ৩৩. গ ৩৪. খ ৩৫. ঘ ৩৬. ক ৩৭. খ।
পরিচ্ছেদ ৯ : ১. খ ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. খ ৮. গ ৯. ক ১০. গ ১১. ক

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১. দেয়াল মানচিত্র কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়?
ক. শ্রেণিকক্ষ খ. মাঠ
গ. পর্বত ঘ. জলবায়ু

২. মূল মধ্যরেখা থেকে ৫° পূর্ব দিকে সরে গেলে সময়ের ব্যবধান কত মিনিট হবে?
ক. ১৬ মিনিট খ. ২০ মিনিট
গ. ২৪ মিনিট ঘ. ২৮ মিনিট

৩. মানচিত্রের ইংরেজি শব্দ কোনটি?
ক. Map খ. Mep
গ. Mat ঘ. Ment

৪. Mappa শব্দটি কোন ভাষার?
ক. ইংরেজি খ. উর্দু
গ. ল্যাটিন ঘ. স্প্যানিশ

৫. মানচিত্রে কয়টি পদ্ধতিতে স্কেল নির্দেশ করা হয়?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৬. টপোগ্রাফিক মানচিত্রের বাংলা নাম কী?
ক. ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র
খ. মৌজা মানচিত্র
গ. দেয়াল মানচিত্র
ঘ. ভূ-চিত্রাবলি মানচিত্র

৭. বাংলাদেশে সাধারণত কোন স্কেল অনুসরণ করা হয়?
ক. ব্রিটিশ স্কেল খ. আমেরিকান স্কেল
গ. ফরাসি স্কেল ঘ. জাপানি স্কেল

৮. স্থান অনুযায়ী জনসংখ্যা দেখানো হয় কোন ধরনের মানচিত্রে?
ক. ভূতাত্ত্বিক খ. সামাজিক
গ. সাংস্কৃতিক ঘ. বন্টন

৯. কোনো নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা ও দূরত্ব জানা যায় কোনটির মাধ্যমে?
ক. GPS খ. GIS
গ. Are-Info ঘ. Are-View

১০. আমাদের পৃথিবীকে কত ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখা দ্বারা ভাগ করা হয়েছে?
ক. ৯০° খ. ১৮০°
গ. ২৬০° ঘ. ৩৬০°

১১. জিপিএস তার রিসিভার দিয়ে কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে?
ক. ভূ-উপগ্রহ
খ. গ্রিনিচ মান মন্দির
গ. মোবাইল থেকে
ঘ. আবহাওয়া অফিস থেকে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. ঘ ৯. ক ১০. ঘ ১১. ক

নোটিশ বোর্ড

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

স্নাতকপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি

■ শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০২৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করবে। এটি শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতাধীন। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই স্নাতক বা সমমান অধ্যয়নরত হতে হবে। নিচের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ করে বৃত্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

বৃত্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা :
বিভাগীয় শহর/সিটি করপোরেশন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে : বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫। অন্যান্য বিভাগে জিপিএ-৪.৮০।
সিটি করপোরেশনের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে : বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৪.৮০, অন্যান্য বিভাগে জিপিএ-৪.৫০।

জেনে রাখুন :
আগ্রহী প্রার্থীকে বৃত্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তার সঙ্গে ফরমের ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ক্রমিক নম্বর ২০-এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
যেসব আবেদনকারীর পিতা বা মাতার বাৎসরিক আয় ২ লাখ টাকার উর্ধ্বে, তাঁদের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনপত্রের ফরম শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের সব শাখায় অথবা http://www.sjiblbd.com/download/schoarshipform2023.pdf থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ২২ অক্টোবর ২০২৪। এ তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা : হেড অব ফাউন্ডেশন, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার, প্লট নং : ৪, ব্লক- সি ডব্লিউএন(সি), গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.sjiblbd.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি পরীক্ষার সময়সূচি

■ অনার্স ১ম বর্ষ-২০২৩ পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি : ছাপা হবে ২৯ সেপ্টেম্বর
■ ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ২য় বর্ষ-২০২২ পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি : ৩০ সেপ্টেম্বর
■ ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ৩য় বর্ষ-২০২২ পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি : ১ অক্টোবর

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পুনর্বিন্যাসিত সিলেবাস

রসায়ন ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তাপসী বণিক, *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১. পরিবেশের দূষণ না ঘটিয়ে কম খরচে অধিক ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন তৈরি নিয়ে আলোচনা করা হয় রসায়নের কোন শাখায়?
ক. ভৌত রসায়নে খ. গ্রিন রসায়নে
গ. জৈব রসায়নে ঘ. অজৈব রসায়নে

২. ১৯৯১ সালে কোন রসায়নবিদ সবুজ রসায়নের ১২টি নীতিমালা প্রণয়ন করেন?
ক. ল্যাভয়েসিয়ে
খ. জন ডাল্টন
গ. পাউল টি অ্যানাসতাস
ঘ. ক্যাভেন্ডিস

৩. সবুজ রসায়নের নীতিমালা কোনটি?
ক. ক্ষতিকর রাসায়নিক সংশ্লেষণ
খ. বর্জ্য পদার্থ প্রতিরোধ
গ. মাধ্যমিক গৌণ পদার্থের বৃদ্ধি
ঘ. ন্যূনতম নিরাপদ দ্রাবক ব্যবহার

৪. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাঁচামালগুলো নবায়নযোগ্য হতে হবে, এতে কী হবে?
ক. এতে ঝুঁকি হ্রাস পাবে
খ. এতে কাঁচামাল সহজলভ্য হবে
গ. এতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে
ঘ. এতে পরিমাণে বেশি লাগবে

৫. হাইড্রাসিডসমূহের তীব্রতা নির্ভর করে কোনটির ওপর?
ক. অ্যানায়নের আকার
খ. ক্যাটায়নের আকার
গ. একমুখী বিক্রিয়ার
ঘ. সাম্যের স্থায়িত্বের

৬. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবকের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
ক. ফলপ্রসূ খ. নির্বাচনশীল
গ. কার্যকরী ঘ. ভাঙনযোগ্য নয়

৭. সবুজ রসায়নের অন্তর্ভুক্ত—
i. কম ক্ষতিকর রাসায়নিক সংশ্লেষণ
ii. নবায়নযোগ্য কাঁচামাল ব্যবহার
iii. বর্জ্য পদার্থ প্রতিরোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. গ্রিন রসায়নের নীতিমালা হলো—
i. কম ক্ষতিকর রাসায়নিক সংশ্লেষণ
ii. নবায়নযোগ্য কাঁচামালের কম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
iii. মাধ্যমিক গৌণ পদার্থের উৎপাদন হ্রাসকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১. খ ২. গ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. খ

জীববিজ্ঞান ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

৩২. কোন অঙ্গাণুটির মাধ্যমে অটোফ্যাগি ঘটে?
ক. রাইবোসোম খ. ইডিওজোম
গ. লাইসোজোম ঘ. সেন্ট্রোজোম

৩৩. কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি কোনটি?
ক. গলজি বস্তু খ. রাইবোজোম
গ. লাইসোজোম
ঘ. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

৩৪. DNA প্রতিলিপনের সময় কোন এনজাইম হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে দেয়?
ক. হেলিকেজ খ. প্রাইমেজ
গ. পলিমারেজ ঘ. লাইগেজ

৩৫. কোনটি নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান?
ক. রাইবোজ খ. মল্টোজ
গ. এরিথ্রোজ ঘ. ম্যানোজ

৩৬. কোনটি দ্বারা ট্রান্সলেশন শুরু হয়?
ক. থ্রিওনিন খ. প্রোলিন
গ. হিস্টিডিন ঘ. মেথিওনিন

৩৭. প্রোটিন সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে কী বলে?
ক. ক্রোমোপ্লাস্ট খ. ইলায়োপ্লাস্ট
গ. অ্যামাইলোপ্লাস্ট
ঘ. অ্যালিউরোপ্লাস্ট

৩৮. ‘কোষের মস্তিষ্ক’ কোনটি?
ক. প্রোটোপ্লাজম খ. সাইটোপ্লাজম
গ. নিউক্লিয়াস ঘ. সেন্ট্রিওল

৩৯. কোনটিকে কোষের ‘ট্রাফিক পুলিশ’ বলা হয়?
ক. গলজি বস্তু খ. রাইবোজোম
গ. মাইটোকন্ড্রিয়া ঘ. নিউক্লিয়াস

৪০. ক্লোরোপ্লাস্টের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. লিউকোপ্লাস্ট হতে সৃষ্টি হয়
ii. ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে
iii. এরা সবুজ এবং খাদ্য তৈরি করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪১. DNA অণুর মূল কাঠামো কোনটি?
ক. গুয়ানিন খ. নিউক্লিওটাইড
গ. অ্যাডেনিন ঘ. সাইটোসিস

৪২. বংশবৃদ্ধিতে DNA অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
ক. বৃহৎ জৈব রাসায়নিক অণু
খ. N_2 দ্বারা গঠিত
গ. নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায়
ঘ. প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে

৪৩. কোনটি শুক্রাণুর লেজ গঠন করতে সাহায্য করে?
ক. সেন্ট্রিওল খ. রাইবোজোম
গ. লাইসোজোম ঘ. মাইটোকন্ড্রিয়া

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ৩২. গ ৩৩. খ ৩৪. ক ৩৫. খ ৩৬. ঘ ৩৭. ঘ ৩৮. গ ৩৯. ক ৪০. খ ৪১. খ ৪২. ঘ ৪৩. ক

পঞ্চম শ্রেণির পড়াশোনা : বাংলা

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ লেখো

খন্দকার আতিক, *শিক্ষক*
উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

 # বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ লেখো

১৪.

প্রশ্ন : মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো

উত্তর : মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো।

১৫.

প্রশ্ন : মামা বললেন হাঁড়ি, কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে একসময় সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ হতো এর অন্য নাম টেরাকোটা বাংলার অনেক পুরোনো শিল্প এই টেরাকোটা নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা

উত্তর : মামা বললেন, হাঁড়ি, কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে একসময় সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ হতো। এর অন্য নাম টেরাকোটা। বাংলার অনেক পুরোনো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা।

১৬.

প্রশ্ন : আমরা দুটি শখের হাঁড়ি কিনলাম অবাক হলাম পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই তেমনি সাদা আঁশ লাল ঠোঁট

উত্তর : আমরা দুটি শখের হাঁড়ি কিনলাম। অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট।

আগামীকাল থাকবে

■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বিজ্ঞান, বাংলা ২য় পত্র, ভূগোল ও পরিবেশ
■ **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : রসায়ন ১ম পত্র, জীববিজ্ঞান ১ম পত্র
■ **নবম শ্রেণি** : ডিজিটাল প্রযুক্তি
■ **পরীক্ষার সময়সূচি** : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি
■ **নোটিশ বোর্ড** : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি প্রোগ্রামে ভর্তির সময় বৃদ্ধি

নবম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২ : সেশন-১

১২. বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে বিভিন্ন অপরাধ করে থাকে, প্রযুক্তির ভাষায় কী বলা হয়?
ক. ফোর্স অ্যাটাক
খ. রুট অ্যাটাক
গ. রুট ফোর্স অ্যাটাক
ঘ. ফাইনাল অ্যাটাক

১৩. নন-ডিজিটাল মাধ্যম তালার চাবি হলে ডিজিটাল মাধ্যম কোনটি?
ক. কম্পিউটার সিস্টেমের পাসওয়ার্ড
খ. পাসওয়ার্ড
গ. ডকুমেন্ট বা ফাইলসমূহ
ঘ. পাসওয়ার্ডযুক্ত ফাইল

১৪. নন-ডিজিটাল মাধ্যম তালাবদ্ধ কক্ষ হলে ডিজিটাল মাধ্যম কোনটি?
ক. পাসওয়ার্ডযুক্ত ফাইল
খ. পাসওয়ার্ড
গ. কম্পিউটার সিস্টেমের পাসওয়ার্ড
ঘ. ডকুমেন্ট বা ফাইলসমূহ

১৫. নন-ডিজিটাল মাধ্যম বন্ধ আলমারি হলে ডিজিটাল মাধ্যম কোনটি?
ক. কম্পিউটার সিস্টেমের পাসওয়ার্ড
খ. ডকুমেন্ট বা ফাইলসমূহ
গ. পাসওয়ার্ড
ঘ. প্রটেকটেডযুক্ত ফোল্ডার

১৬. ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কেমন জীবন তৈরি করা যায়?
ক. অনেক সহজ ও উন্নত
খ. কঠিন
গ. কল্পনার জগৎ
ঘ. ভবিষ্যৎ

১৭. ডিজিটাল মাধ্যমে সাইবার অপরাধ কোনটি?
ক. ডিএক্সেল অ্যাটাক
খ. ডিডস অ্যাটাক
গ. ডেটা ইন্টারসেপশন
ঘ. রুট ফোর্স অ্যাটাক

১৮. কিসের মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হয়?
ক. রুট ফোর্স অ্যাটাক
খ. ডিডস অ্যাটাক
গ. গোপন অ্যাটাক
ঘ. ডেটা ইন্টারসেপশন

১৯. কৃষিকাজের জন্য পানির পাম্প থেকে জমিতে পানি সেচ দেওয়ার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক রয়েছে?
ক. ডেটা ইন্টারসেপশন
খ. সিডিয়াম অ্যাটাক
গ. ডিডস অ্যাটাক
ঘ. রুট ফোর্স অ্যাটাক

সঠিক উত্তর
সেশন ১ : ১২. গ ১৩. খ ১৪. ক ১৫. ঘ ১৬. ক ১৭. গ ১৮. খ ১৯. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

বন, পাহাড়, নদী, সমুদ্রসৈকত, উৎসব, গ্রাম—পর্যটন আকর্ষণের জন্য কী নেই আমাদের। একই ধরনের ভ্রমণস্থান অন্য দেশে যেখানে বিশ্বখ্যাতি পেয়েছে, সেখানে আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদেরই আস্থা অর্জন করতে পারছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, ওরা পারে আমরা কেন পারি না? বিশ্ব পর্যটন দিবসের বিশেষ আয়োজনে পড়ুন এমনই তিনটি বিষয়।

আমরা কেন পারি না

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের সিধলা বিল বর্ষায় সেজে ওঠে লাল-সাদা শাপলায়। শরতেও প্রকৃতিপ্রেমী মানুষকে মুগ্ধ করে রাখে এই 'শাপলার রাজ্য'। সম্প্রতি ছবিটি তুলেছেন সাদিক খান

আন্দালুসিয়ার ফ্ল্যামেনকো, লিসবনের ফাদো কিংবা কেরালার কথাকলির চেয়ে শ্রীমঙ্গলের মণিপুরি রাসমেলা বা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবারণা পূর্ণিমার উৎসব কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু আমাদের এসব উৎসব দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় ও আগ্রহোদ্দীপক হয়ে উঠছে না কেন? বিভিন্ন দেশের উৎসবে হাজির হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন **তানজিনা হোসেন**

কেন সমাদৃত হচ্ছে না দেশের উৎসব

ফ্ল্যামেনকো দেখতে চাই—হোটেলে এই ইচ্ছা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রিসেপশন থেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পর্যটকদের একটি গ্রুপ নিয়ে সন্ধ্যায় একটা মিনি ভ্যান ছাড়বে, জিপসি গ্রামের উদ্দেশে, চাইলে আমরা নাম লেখাতে পারি। আন্দালুসিয়ার ভিনতা এল গালো নামের একটি পাহাড়ি গুহায় বসবে এসকুয়েলা ফ্ল্যামেনকো জিপসি দলের পরিবেশনা। যে গাইড এলেন নিতে, তিনি নিজেই একজন জিপসি। লম্বা আলুথালু চুল, ভাবুক দুটি চোখ আর দৃষ্টিতে দ্রোহ। তার কাছে স্প্যানিশ সংগীতের বর্ণাঢ্য ইতিহাস আর ফ্ল্যামেনকোশিল্পীদের বঞ্চনা দ্রোহের এক 'অপর' বর্ণনা আমাদের সেই ভ্রমণটিকে দিয়েছিল ভিন্নমাত্রা।

ভিনতা এল গালোতে সেই অনবদ্য পরিবেশনা শেষ হয়েছিল গভীর রাতে, আন্দালুসিয়ার পাহাড়ে তখন চেপে বসেছে অন্ধকার রাত, দূরে আল-হামরা প্রাসাদের ম্লান হলুদ আলো, গাড়ি আমাদের আবার হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিল প্রায় শেষরাতে। গোটা ব্যবস্থাপনা এত নিখুঁত ও নিরাপদ যে কেউ একা একা উপভোগ করতে চাইলেও কোনো সমস্যা হবে না।

পর্তুগালের লিসবনের উপকণ্ঠে প্রাচীন আলফামা অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী ফাদো দেখতে অবশ্য আমরা দুই বান্ধবী নিজেরাই অনলাইনে রিজার্ভেশন করেছিলাম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম পেরেরিনহা দো আলফামা নামের প্রাচীন রেস্তোরাঁয়। নৈশভোজ শেষে একে একে এসে দাঁড়ান ফাদোশিল্পীরা। ফাদো এক বিষণ্ন দূরাগত সংগীত, এর বেদনা উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। নাবিক, ডকশ্রমিক, জেলে, বোহিমিয়ান ও নিচুতলার মানুষের গান হলো ফাদো। তারপর ঘরের আলো কমে এলে দুজন পুরুষ বাদকের মূর্ছনার মধ্যে রেস্তোরাঁর মাঝখানে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ান অনিন্দ্যসুন্দর বিষণ্ন এক নারী, মাথায় ঘন কালো কোঁকড়া চুল, পরনে কালো পোশাক। তিনি এক বিখ্যাত ফাদোশিল্পী, নাম জোয়ানা ভেগা। খোলা গলায় বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গে তিনি শুরু করেন এক ভীষণ হৃদয় বিদীর্ণ করা গান। ভাষা না বুঝলেও সে সুরের বিষাদ আর হাহাকার সবাইকে ছুঁয়ে যায়। বাইরে তখন শুরু হয়েছে তুমুল বৃষ্টি। এক আশ্চর্য সুন্দর অভিজ্ঞতার পর রাত প্রায় ১২টায় আমরা দুজন নারী রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আলফামার ঘিঞ্জি গলিতে কয়েক মিনিট তুমুল বৃষ্টিতে ছাতমাথায় দাঁড়াতেই এসে থামল ট্যাক্সি। লিসবনে গভীর রাতেও এমন ট্যাক্সি মেলে, আর আলফামায় তো সবাই ফাদো দেখতেই যায় গভীর রাতে, তাই ফেরার জন্য দুশ্চিন্তা না করতে বলেছিল হোটেলের রিসেপশনের লোকটি।

দুনিয়ার অনেক জায়গায় সুযোগ পেলেই এভাবে সব পারফরম্যান্স দেখতে গেছি, বহুবার, কিন্তু ২০১৯ সালে কমলগঞ্জের শিববাজার কার্তিক মণ্ডপে পূর্ণিমা রাতে মণিপুরি বালিকাদের যে পারফরম্যান্স দেখেছি, তাকেই এগিয়ে রাখব সবচেয়ে। পাশাপাশি তিনটি মণ্ডপ, গোলাকার মণ্ডপ সাদা কাগজ দিয়ে সাজানো। বিপরীতেই বসেছেন মৃদঙ্গধারীরা, পরনে ধবধবে সাদা ধুতি, কাঁধে সাদা চাদর, মাথায় পাগড়ি। আছেন রাসধারী, শঙ্খবাদক, দুজন সূত্রধারী। রাত প্রায় ১১টার দিকে শুরু হলো সংকীর্তন।

গোপিনীরা নেচে চলেছে। যেন কুঞ্জবনে পদ্ম ফুটেছে। যেমন সুন্দর সুর আর লয়, তেমনই সুন্দর নাচের মুদ্রা আর তাল, আর কী সুন্দর পোশাক। তারপর মণ্ডপ আলো করে এল রাধারূপী ছোট্ট বালিকা। মিষ্টি মুখটি পাতলা সাদা ইনাফিতে ঢাকা, গাভর্তি গয়না, কপালে চন্দনের ফোঁটা। তারপর সারা রাত, হিসাব করলে টানা সাত ঘণ্টা এই ছোট্ট মেয়েটি কী আশ্চর্য শক্তি আর তেজে একটুও ক্লান্ত না হয়ে নেচে গেল তা এখনো আমার কাছে বিস্ময়। রাসলীলা চলে রাতজুড়ে, ভোর অবধি। হাজার হাজার মানুষ এ উপলক্ষে জড়ো হয় কমলগঞ্জে। রাস দেখতে আমি সেবার একাই গিয়েছিলাম, উঠেছিলাম কমলগঞ্জের একটি রিসোর্টে। আগের দিন স্থানীয় সাংবাদিক আর দুজন সাহিত্যিক ও অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যাওয়ায় তাঁদের দলেই ভিড়ে গিয়েছিলাম। নয়তো এই প্রচণ্ড ভিড়ভাট্টায় একটু অস্বস্তিতেই হয়তো পড়তে হতো। সারা রাত টয়লেট চেপেই রাখতে হয়েছে, কোনো ব্যবস্থা আছে বলে মনে হলো না। রিসোর্ট থেকে একটা সিএনজি নিয়ে যেতে হয়েছিল শিববাজারে, শেষরাতে সহযাত্রীরা আরেকটা সিএনজি জোগাড় করে রিসোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। এই বিরাট যজ্ঞ দর্শন আসলেই ট্যুরিস্টদের জন্য এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হতে পারত, আর কেউ একা বা মেয়েরা গ্রুপ করে স্বচ্ছন্দে যেতে পারতেন, যদি একটু সুন্দর ব্যবস্থাপনা থাকত। শ্রীমঙ্গল বা মৌলভীবাজারের দিকে ভালো ভালো রিসোর্ট বা হোটেল হয়েছে বটে, তবে সেখান থেকে এ ধরনের কোনো ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয় না। চাইলে শুধু রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রুপ ট্যুর পরিচালনা করতে পারেন কেউ। নিরাপত্তা আর কমফোর্টের দিকগুলো বিবেচনা করা হলে আমাদের এই উৎসব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো পর্যটনের আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারত ইউরোপের মতো। সেই সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও ফ্ল্যামেনকো বা ফাদোর মতো বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হতে পারত।

মণিপুরি রাস উৎসবে নৃত্য পরিবেশন। ছবি : লেখক

এভারেস্ট বেজক্যাম্পের পথে হাঁটতে হাঁটতে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের কথা খুব মনে পড়ছিল। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের বিচারে দুই দেশের দুটি অঞ্চলই নিজ নিজ মহিমায় অনন্য। অথচ ট্রেকিংয়ের সুবিধার দিক থেকে কত ফারাক! কীভাবে ঘোচানো যায় এই ফারাক, তা-ই ভাবছিলেন **বাবর আলী**

তাদের ট্রেক, আমাদের ট্রেক

চমরী গাইয়ের গলায় ঝোলানো ঘণ্টির টুংটাংই অ্যালার্মের কাজ করল। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পথে বেরিয়ে প্রথমেই পড়ল ঝুলন্ত ব্রিজ। এখান থেকেই পাইনগাছের রাজত্ব শুরু। মিনিট বিশেকের মধ্যে ফাকদিংয়ের জনপদ ছাড়িয়ে টকটক। আজকের গন্তব্য অবশ্য শেরপা রাজধানী বলে খ্যাত নামচে বাজার। চলছি দুনিয়ার সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্টের পাদদেশে অবস্থিত বেজক্যাম্পের দিকে। নাকে আসছে জুনিপার ঝোপ পোড়ানোর তীব্র সুগন্ধ। চোখ ধাঁধাচ্ছে রডোডেনড্রন। সেই যে 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রনগুচ্ছ'। নেপালের জাতীয় ফুল।

আর মনে পড়ছে দেশের পাহাড়ের কথা। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে দুটি জায়গার মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য। আবার সমতলের তুলনায় দুই জায়গার জীবনযাত্রাই অনন্য। অনেক কিছুই এখানে সহজে পৌঁছায় না। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এর মধ্যে অন্যতম। তারপরও দুনিয়ার দুর্গমতম প্রান্তে ভ্রমণপিপাসুদের প্রয়োজনীয় সেবাটুকু পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ নেপালের ট্রেকগুলোতে দেখা যায়। এ জায়গাতেই আমরা বেশ পিছিয়ে। সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ—দুটোই বেশ অপ্রতুল। নেপালের মতো আমাদের পার্বত্য অঞ্চলেও কয়েকটি ন্যাশনাল পার্ক ঘোষণা করে সেখানে ৩ থেকে ১০ দিনের ট্রেক চালু করা যেতে পারে। শারীরিক শ্রমের আনন্দের পাশাপাশি আমাদের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অনন্য ঐতিহ্য চাক্ষুষ করার সুযোগও পেয়ে যাবেন ট্রেকাররা। পাড়াগুলোতে ন্যূনতম সুবিধাসহ হোম স্টে চালু করা গেলে বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদেরও আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের অনন্য ভূখণ্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। কমিউনিটি ট্যুরিজমের এই মডেল চালু করে নেপালের দুর্গম ট্রেকগুলোতেও স্থানীয় পাহাড়িরা স্বাবলম্বী হয়েছেন। আমাদের দেশেও এটি চালু করা গেলে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জেরবার জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে।

বলা হয়ে থাকে পর্যটন আর সংরক্ষণের সম্পর্ক বৈরী। তারপরও এই দুটির সহাবস্থান যে সম্ভব সেটা নেপালের অনেক ট্রেকে গেলেই বোঝা যায়। পর্বতারোহীদের পাশাপাশি ট্রেকার তথা পর্বত-পদযাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও নেপালের সরকারের নজর থাকে বেশ। অন্যদিকে যেকোনো অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করি। নির্বিচার প্রকৃতিকে সংহার করতে আমাদের হাত একটুও কাঁপে না। রাস্তা নামক সভ্যতার উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠির ক্ষেত্রে আমরা আরও বেশি নির্বিচার। এ জন্য একরের পর একর পাহাড় কিংবা বনভূমি উজাড় করতেও পিছপা হই না। রাস্তা হওয়ার ফলে স্থানীয় লোকেদের সুবিধা নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু ঝিরি-ঝরনার ওপর মসৃণ পিচ ঢেলে পাহাড়ের অধিবাসীদের জীবনধারণের পানির উৎসও যে আমরা বুজিয়ে দিচ্ছি, সেটা মাথায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে ঝিরি বা নদীর এপার-ওপারকে সংযুক্ত করা সাসপেনশন ব্রিজগুলো হতে পারে উপযুক্ত সমাধান। নেপালের যেকোনো ট্রেকজুড়েই দেখা যায় এহেন সাসপেনশন ব্রিজের রাজত্ব। অবশ্য রাস্তা হলেই পিলপিল করে আসবে মানুষ। দুর্গম কোনো জায়গায় গিয়ে আমরা প্রকৃতি বেশি আর মানুষ কম দেখতে চাই। কোথাও গিয়ে প্রকৃতি কম আর মানুষ বেশি হলেই মুশকিল। এ ভারসাম্যটা অবশ্য নেপালও ঠিক রাখতে পারে না সব সময়।

ওই তথাকথিত উন্নয়ন কার্যক্রম সব জায়গায় চলতে থাকলে রাস্তা গড়ার হিড়িকে অদূর ভবিষ্যতে পাহাড়ে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড বলে আর কিছু থাকবে না। এমনিতেই নিরাপত্তার কারণে দেশের পার্বত্য অঞ্চলের বেশির ভাগ জায়গাতেই আজকাল ট্রেক করার সুযোগ সীমিত। নেপাল যোগাযোগব্যবস্থার সুবিধার জন্য কিছু ট্রেকে রাস্তা তৈরি করলেও দূষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য বেশ কিছু ট্রেকে ক্যাটারপিলারের বিষদাঁত বসাতে দেয়নি। সেগুলো এখনো বিশ্বজোড়া অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষ সারিতেই থাকে। শিল্প হিসেবে পর্যটন বহুমুখী একটি শিল্প। এই শিল্পের বহুমুখিতা নিজেদের সামগ্রিক উন্নয়নের পক্ষে আনাই হোক অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের লক্ষ্য।

তরুণদের কাছে ট্রেকিং-গন্তব্য করে তোলা যায় বান্দরবানের পাহাড়গুলো। ছবি : লেখক

দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রসৈকত আর পাহাড় নিয়ে দেশের জনপ্রিয় পর্যটনগন্তব্য কক্সবাজার। তবে দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েও বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারছে না এই সৈকত। কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সেরা দুটি সৈকত ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন **লতিফুল হক**

কক্সবাজার কেন বিদেশিদের টানল না

গ্রুপ ট্যুরে সঙ্গীর অভাব ছিল না, তবু মনে হলো সমুদ্রের সঙ্গে আগে একলা সাক্ষাৎ হোক। কলাতলী বিচে হাজির হলাম একটু 'একলা' হওয়ার আশায়। কিন্তু আমি জানতাম না অচিরেই শুরু হবে 'হুকুম করুন জাহাঁপনা' সিরিজ। প্রথমে ফটোগ্রাফার, এরপর ঘোড়াওলা...এভাবে আসতেই থাকলেন। ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ু *বোম্বাইয়ের বোম্বেটে*তে আরব সাগরের পাড়ে বসে পাওভাজি খেয়েছেন, বাঙালি তাই সৈকতে পাশে বসে খাবে; এ আর আশ্চর্য কী। তবে না করার পরও যে ঘিরে ধরার প্রবণতা, এই অভ্যাস নিশ্চয়ই ফেলুদা তৈরি করেননি। সঙ্গে জটায়ুকে বলা ফেলুদার কথা, 'অমন সুন্দর সমুদ্রতট আবর্জনায় ভরিয়ে দিচ্ছেন,' এটাও আমরা বেমালুম ভুলে গেছি।

কক্সবাজারের এই অভিজ্ঞতার ঠিক এক বছর পর হাজির হয়েছিলাম গোয়াতে। সেই মধ্যদুপুরে, দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি নিয়ে। কোনোমতে হোটেলে ব্যাগ রেখেই ছুট দিয়েছিলাম সমুদ্রসৈকতে। কেউ বিরক্ত করেনি, লোভনীয় অফার নিয়ে হাজির হয়নি; একাকী নিজের সঙ্গে সৈকতেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম ঘণ্টাখানেক।

পর্যটনসেবার অনেক বিচারেই কক্সবাজারের চেয়ে এগিয়ে ভারতের জনপ্রিয় পর্যটনরাজ্য গোয়ার সৈকতগুলো। কিন্তু লিখতে গিয়ে নিজের মতো সময় কাটানোর স্বাধীনতার কথাই মনে পড়ল আগে।

'ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস'

কক্সবাজারে হোটেল, রিসোর্টের অভাব নেই। প্রতিবার যাওয়ার পরে নতুন নতুন আকাশচুম্বী ভবন আপনাকে চমকে দেবে। ইনানী হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত যখন যাবেন, মনে হবে পুরো এলাকাটাই 'ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস'। সব সময় এখানে কোনো না কোনো হোটেল বা রিসোর্টের কাজ চলছে, পাহাড় আর সবুজ কমছে পাল্লা দিয়ে। আচ্ছা কক্সবাজারে এই যে প্রতিবছর এত হোটেল রিসোর্ট হয়, তারপরও খুঁজতে গেলে অল্প টাকার মধ্যে মানসম্পন্ন হোটেল পাওয়া যায় না কেন?

এখানে হোটেল-রিসোর্ট মানে বিরাট বড় কিছু, সাধারণ অথচ মানসম্পন্ন থাকার জায়গা দিয়েও যে পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়, সে ধারণাই আমাদের এখানে নেই। এ ছাড়া সলো ট্রিপ এখন সারা দুনিয়াতেই জনপ্রিয়, একাকী পর্যটকদের থাকার জন্য সব জায়গাতেই গড়ে উঠেছে হোস্টেল, ডরমিটরিসহ নানা কিছু; আমাদের প্রিয় কক্সবাজারে যার প্রায় কিছুই নেই।

হোটেল নিয়ে প্রচলিত ধারণায় আপনি বিরাট বড় ধাক্কা খাবেন গোয়ার সৈকতগুলোতে গেলে। ওখানে অবশ্যই বিলাসবহুল থাকার জায়গা আছে, তবে বেশির ভাগই 'সাধারণ আবাসন'। গোয়াতে সৈকতের কাছে বড় বড় ভবন নেই, সৈকতঘেঁষা কিছু শ্যাক (চালাঘর) আছে কেবল। থাকার বন্দোবস্ত হয় স্থানীয়দের বাড়িতে, নিজেদের বাড়ির এক বা দোতলা পর্যটকদের জন্য ছেড়ে দেন তাঁরা। এ ছাড়া আছে প্রচুর হোস্টেল, সলো ট্রাভেলার সহজেই মাথা গোঁজার ঠাঁই পান।

দুবার গোয়ায় গেছি, দুইবারেই হাজির হয়েছিলাম ডিসেম্বরের পিক সিজনে। যে সময়ে কক্সবাজারে হাজির হলে হোটেল পাওয়ার চিন্তা আপনাকে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখবে, ভাড়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম। অথচ এবার গোয়াতে রুম পেয়েছিলাম মাত্র এক হাজার রুপিতে! নারকেলবাগান দিয়ে ঘেরা অপূর্ব এক বাড়ি, শীতাতপনিয়ন্ত্রণসহ দোতলায় মোটামুটি মানসম্পন্ন রুম। ডিসেম্বরের কক্সবাজার কি এটা পারবে?

কী খাই, কী খাই

যেকোনো পর্যটনস্থান তখনই সবার হয়ে ওঠে, যখন সেখানে সবার জন্য সুযোগ-সুবিধা থাকে। আপনি যদি গোয়াতে যান, দেখবেন রাস্তার ধারে ছোট ছোট সব খাবার দোকান, দামে সস্তা; অনেক বিদেশি পর্যটকও সেখানে পরিবার নিয়ে বসে খাচ্ছেন। রাস্তার পাশের দোকান হলেও যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। কোনো কোনো জায়গায় বাড়ির সামনেই ছোট্ট একটা ক্যাফের মতো বানিয়েছেন বয়স্ক পর্তুগিজ দম্পতি। খাবারের বৈচিত্র্য প্রচুর, যা চান পাবেন।

কক্সবাজারের মুশকিল হলো এখানে খাবার মানেই নামী কোনো রেস্তোরাঁ, বৈচিত্র্যও অনেক কম। অযৌক্তিক দামের কথা নাহয় ছেড়ে দিলাম।

মধ্যরাতেও একা

মধ্যরাতে আপনি যদি গোয়ার কোনো সৈকতে যান, চমকে যেতে পারেন। কেউ চুপচাপ বসে সমুদ্র দেখছে, কেউবা মৃদু গলায় গান ধরেছে; কেউবা সঙ্গীর সঙ্গে হাঁটছে, কেউ বসে আছে পাশের পানশালায়। নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা নেই, যাঁর যখন খুশি, নিজের মতো করে সময়টা উপভোগ করছেন।

আপনি যদি সাম্প্রতিককালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত ভিডিওগুলো দেখে থাকেন, তাহলে কক্সবাজারের নিরাপত্তা নিয়ে কিছু না বলাই ভালো। এটা নিশ্চয়ই সার্বিক অবস্থার প্রতিফলন নয়, তারপরও দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটনস্থানে এমন ঘটনা তো অবিশ্বাস্য।

গোয়ার ১৪ আনা পর্যটক বিদেশি, দিনে-রাতে সঙ্গীসহ বা একা সৈকতে ঘুরে বেড়ান তাঁরা। তাঁদের চোখে-মুখে তাকালে কথা বললে বুঝবেন, কতটা নিশ্চিন্তভাবে ঘুরছেন। তাঁরা কী পোশাক পরে আছেন, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না, নিরাপত্তার শঙ্কা নেই; এর বেশি আর কী চাওয়ার থাকে।

স্কুটি গোয়ার প্রায় জাতীয় বাহন। মোটামুটি নির্ধারিত ভাড়ায় আপনি ঘুরে বেড়াতে পারবেন দিন চুক্তিতে। যাতায়াত নিয়ে আপনার চিন্তা নেই, ভাড়া নিয়ে অযথা দরদাম করতে হয় না। স্কুটি কেবল উদাহরণমাত্র, মূল ব্যাপার হলো কক্সবাজার এখনো পর্যটকদের জন্য যোগাযোগবান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি। শহরে নামার পর অটোরিকশার মিছিল আর প্রচণ্ড যানজট দেখে আপনি মিরপুর না কক্সবাজার আছেন ভুলে যাবেন।

কক্সবাজার কতটা 'নিজের'

গোয়া আর কক্সবাজার দুটোই কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রসৈকত, পাহাড় সবই আছে, তবু সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কক্সবাজারের চেয়ে অনেক এগিয়ে ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলঘেঁষা উপকূলটি। তবে নিরাপত্তা, পর্যটকবান্ধব যাতায়াতব্যবস্থা, সস্তার হোটেল খাবারের বৈচিত্র্য—এসব ছাড়াও গোয়া কক্সবাজারকে টেক্কা দিয়েছে অন্য একটি জায়গায়। গোয়া থেকে ফেরার গল্পটা বললেই সেটা সহজে বোঝা যাবে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে চার দিন ছিলাম দক্ষিণ গোয়াতে, বিমানবন্দর উত্তর গোয়ার শেষ প্রান্তে। প্রায় ১০০ কিলোমিটারের মতো দূরত্ব। ট্যাক্সিভাড়া প্রায় সাড়ে তিন হাজার রুপি। যে বাসায় ছিলাম, তার গাড়ি সার্ভিসও আছে। কীভাবে ফ্লাইট ধরা যায় পরামর্শ চাইলাম। সে বাতলে দিল, বাসার নিচ থেকেই বাস ছাড়ে; উঠে যাও। মাঝে একবার বাস বদল করে ১২০ রুপির মতো খরচ হবে। একা মানুষ খামোখা ট্যাক্সি নিয়ে এত খরচ করবে কেন। ওকে বললাম, তোমার তো গাড়িও আছে, আমাকে বাসে যাওয়ার পরামর্শ দিলে কেন? হেসে বলল, 'এটা তুমি মনে রাখবে আর আবার এখানে ফিরে আসবে।'

গোয়ার মানুষ তাঁদের সৈকতগুলোকে 'ওন' করেন, নিজের মনে করেন। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন, যত পর্যটক আসবেন, তত তাঁদের অর্থনীতির জন্যই ভালো হবে। তাই গোয়ায় হাঁটতে হাঁটতে যেকোনো পথচারী বা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রৌঢ়, সবার কাছে আপনি ভালো ব্যবহার পাবেন। এ জন্যই প্রতিবছর শীত থেকে পালিয়ে বাঁচতে দলে দলে ইউরোপীয় পর্যটকেরা গোয়াতে ভিড় করেন।

কক্সবাজারের অনেক কিছুই নেই, অনেক কিছু ঠিক করতে যথাযথ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খরচও করতে হবে। তবে পর্যটকদের কেউ যে 'ওন' করেন না, সে সমস্যার সুরাহা হবে কীভাবে?

কক্সবাজার দেশের পর্যটকদের অন্যতম ভ্রমণগন্তব্য। ছবি : সজীব মিয়া

প্রথম সাক্ষাৎ

সম্পর্ক ভালো করতে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার নিউইয়র্কে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ করেছেন। বিবিসি

সংক্ষেপে

চীন

নতুন সাবমেরিন ডুবে গেছে

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমুদ্রে নৌবাহিনীর সক্ষমতায় সমতা অর্জনের জন্য চীনের প্রচেষ্টা গুরুতর ধাক্কা খেয়েছে। দেশটির নতুন একটি পারমাণবিক সাবমেরিন পোতাশ্রয়েই ডুবে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গত মে বা জুন মাসের দিকে উহানের কাছে উচান সমুদ্রবন্দরে এ ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি ব্যবহার করে এ তথ্য জানিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, চীন সরকার সাবমেরিন ডুবে যাওয়ার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ঝৌ-শ্রেণির সাবমেরিনটি চীনের নতুন ধরনের সাবমেরিন ছিল। ডুবে যাওয়ার সময় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া এতে পারমাণবিক কোনো জ্বালানি ছিল কি না, তা-ও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রথম এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, ডুবে যাওয়ার পর সাবমেরিনটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তা চালু করতে দীর্ঘ সময় লাগবে।

দ্য গার্ডিয়ান

ভারত

বায়ুর মান নিয়ে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির বায়ুর মান নিরীক্ষণ ও দূষণ রোধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ না নেওয়ায় গতকাল শুক্রবার কেন্দ্রীয় বায়ু গুণমান প্যানেলের ওপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি অঞ্চলে শীত মৌসুমে বায়ুর মান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ মৌসুম শুরুর আগে বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি এ জি মসিহর একটি বেঞ্চ বায়ুর মান নিয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণ দেন। আদালত বলেন, ভারতের কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম) ঠিকমতো কাজ করছে না বা তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না। আদালতের পক্ষ থেকে বায়ুমান ঠিক করতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হয়। সিএকিউএমের চেয়ারম্যান রাজেশ ভার্মা বলেন, তাঁরা প্রতি মাসে একবার বৈঠক করছেন। আদালত প্রশ্ন করেন, সেটা কি যথেষ্ট? প্রতিবছর শীতকালে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে খড় পোড়ানোর ফলে দিল্লিতে বায়ুর মান খারাপ হয়। তা রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা-ও জানতে চান আদালত। আদালতের পক্ষ থেকে মাঠপর্যায়ে খড় পোড়ানোর বিকল্প নিশ্চিত করতে সিএকিউএমকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এনডিটিভি

ঘোড়ার সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা

আরব্য ঘোড়ার সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া একটি ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছেন এর পরিচর্যাকারী। গত বৃহস্পতিবার মিসরের শারকিয়া অ্যারাবিয়ান হর্সেস ফেস্টিভ্যালে। ছবি : রয়টার্স

সুইডেন

শুরু হচ্ছে পারমাণবিক চুল্লির নির্মাণকাজ

সুইডেনের নতুন পারমাণবিক চুল্লির নির্মাণকাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ২০২৬ সালে দেশটিতে আইনসভার নির্বাচনের আগেই নির্মাণকাজ শুরু হবে। গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত হওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারর্সসন। দেশটিতে পারমাণবিক বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানোর কথা আগেই জানিয়েছিল ক্রিস্টারর্সসনের নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী জোট সরকার। ২০২৩ সালের নভেম্বরে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ২০৩৫ সাল নাগাদ দুটি পারমাণবিক চুল্লির সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো হবে। ২০৪৫ সালের মধ্যে এর পরিসর আরও বাড়বে। সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টারসনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে চুল্লির নির্মাণকাজ শুরু হবে কি না? জবাবে তিনি বলেন, নতুন পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এই প্রকল্প এগিয়ে নিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এএফপি, *স্টকহোম*

হাইতি

‘গ্যাং সহিংসতায়’ নিহত ৩,৬৬১

হাইতিতে চলতি বছরের প্রথমার্ধে অপরাধী চক্রের (গ্যাং) ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন’ সহিংসতায় কমপক্ষে ৩ হাজার ৬৬১ জন নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর) গতকাল শুক্রবার এ তথ্য দিয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত নিহত এসব ব্যক্তির মধ্যে ১০০ শিশুও রয়েছে। এই হতাহতের চিত্র প্রমাণ করে, আগের বছরের মারাত্মক সহিংসতা এ বছরও দেশটিতে অব্যাহত ছিল। এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ফলকার টুর্ক বলেছেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যেন আর একটি প্রাণহানিও না ঘটে। কয়েক বছরের গ্যাং সহিংসতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে হাইতি। দেশটির রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে এসব অপরাধী চক্রের সম্পর্ক আছে। দেশটির বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব চক্র লড়াই চালিয়ে আসছে।

আল-জাজিরা

আলোচনার মধ্যেই চলছে হামলা

লেবাননে যুদ্ধবিরতি

এ নিয়ে গত সোমবার থেকে লেবাননে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

- লেবাননে ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ৯২ জন নিহত হয়েছেন।
- যুদ্ধবিরতি নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা চালিয়ে যেতে ‘সম্মত’ ইসরায়েল।
- ইসরায়েলি হামলায় বৃহস্পতিবার হিজবুল্লাহর ড্রোন ইউনিটের প্রধান মোহাম্মদ সুরুর নিহত।

আল-জাজিরা

লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। দেশটিতে ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ৯২ জন নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর চাপের মুখে যুদ্ধবিরতি নিয়ে সামনের দিনগুলোতে আলোচনা চালিয়ে যেতে ‘সম্মত’ বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

গতকাল শুক্রবার লেবাননের শেবা এলাকায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় একই পরিবারের নয়জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চার শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে গত সোমবার থেকে লেবাননে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ৭০০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন।

এ ছাড়া লেবানন ও সিরিয়া সীমান্তে ইসরায়েলের বিমান হামলায় সিরিয়ার পাঁচ সেনা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ হামলা হয়। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সানা এ কথা জানিয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার সিরিয়া-লেবানন সীমান্তের একটি ক্রসিংয়ে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছিল ইসরায়েল। দেশটির দাবি, হিজবুল্লাহকে অস্ত্র সরবরাহ ঠেকাতে ওই হামলা চালানো হয়েছিল।

এদিকে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার মুখে বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছেন লেবাননের বাসিন্দারা। শুধু তা-ই নয়, অনেকেই যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায়ও আশ্রয় নিচ্ছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা গতকাল জানিয়েছে, ইসরায়েল ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ হাজার মানুষ সিরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন, যাঁদের বেশির ভাগই সিরীয় নাগরিক।

সিরিয়ায় ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধি গোঞ্জালো ভারগাস ইয়োসা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘যুদ্ধের মধ্যে তাঁরা এমন এক দেশে যাচ্ছেন, যে দেশটি ১৩ বছর ধরে সংঘাতের মধ্যে রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘সামনের দিনগুলোতে আরও কত মানুষ একই পথ বেছে নেন, সেটা আমাদের দেখতে হবে।’

আলোচনা চালিয়ে যেতে ‘সম্মত’ ইসরায়েল

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আগামী দিনগুলোতে আলোচনা চালিয়ে যাবে ইসরায়েল। গতকাল দেশটির প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এ কথা জানিয়েছেন। চলমান সংঘাত আরও বাড়লে, উভয় দেশের বাসিন্দাদেরই নিজেদের বাসাবাড়িতে ফেরা কঠিন হবে—যুক্তরাষ্ট্রের এমন হুঁশিয়ারির পর এ মন্তব্য করেন নেতানিয়াহু।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহুর দপ্তর বলেছে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে একাধিক ইসরায়েলি টিম বৃহস্পতিবার কয়েক দফা বৈঠক করেছে। সামনের দিনগুলোতে এ আলোচনা অব্যাহত থাকবে।’

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তাদের মিত্ররা লেবাননে সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছিল। ১২টি দেশের শক্তিধর জোট অবিলম্বে লেবাননে ২১ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও কাতার ওই যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বনেতাদের বৈঠকের পর এ যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়।

তখন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইসরায়েল। নেতানিয়াহুর এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যুদ্ধবিরতির খবর সত্য নয়।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইসরায়েলি বাহিনীগুলোকে দেওয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

হিজবুল্লাহর ড্রোন ইউনিটের প্রধান নিহত

লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ইসরায়েলি হামলায় বৃহস্পতিবার হিজবুল্লাহর ড্রোন ইউনিটের প্রধান মোহাম্মদ সুরুর নিহত হয়েছেন। হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী—দুই পক্ষই এ কথা জানিয়েছে।

গতকাল জাতিসংঘে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বক্তব্যের পরপরই লেবাননে ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। তারা দাবি করে, বৈরুতে হিজবুল্লাহর প্রধান কার্যালয়ে হামলা করতে সক্ষম হয়েছে। লেবানন কর্তৃপক্ষ জানায়, হামলায় দুজন নিহত ও ৭৬ জন আহত হয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির সামনে। ছবি : এএফপি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গাজা প্রসঙ্গ

যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা মাহমুদ আব্বাসের

আল-জাজিরা

মাহমুদ আব্বাস

ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। পাশাপাশি ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন মাহমুদ আব্বাস। গত বছরের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর এই প্রথম সাধারণ পরিষদে কথা বললেন তিনি। মাহমুদ আব্বাস বলেন, ‘এই পাগলামি চলতে পারে না। আমাদের মানুষের সঙ্গে যা হচ্ছে, তার জন্য পুরো বিশ্ব দায়ী।’

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৪১ হাজার ৫৩৪ জন নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করে মাহমুদ আব্বাস বলেন, গাজায় মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলেও ইসরায়েলকে কূটনৈতিক সুরক্ষা ও অস্ত্র দিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। এ ছাড়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসরায়েলের হামলার অনুমোদন দিচ্ছে দেশটি।

ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। প্রতি বছরই দেশটিকে শত শত কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দেয় মার্কিন প্রশাসন। তবে কাতার ও মিসরকে নিয়ে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। তবে সে প্রচেষ্টা এখনো আলোর মুখ দেখেনি।

গাজা যুদ্ধ পরবর্তী ১২ দফা প্রস্তাবও তুলে ধরেছেন মাহমুদ আব্বাস। গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের পুরোপুরি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

‘অন্ধকারের ঘর’ জাতিসংঘ, বললেন নেতানিয়াহু

বিবিসি

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গতকাল শুক্রবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে জাতিসংঘকে ‘অন্ধকারের ঘর’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জাতিসংঘ প্রসঙ্গে বলেন, এখানকার অধিকাংশ সদস্য ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতি অমানবিক। গত দশকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অনেক প্রস্তাব পাস হয়েছে। তিনি একে ভণ্ডামি, দ্বিমুখী নীতি ও রসিকতা বলে মন্তব্য করেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যখন আমাদের লোকজনকে হত্যা করা হয়, তখন আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য কেউ একটা আঙুল তোলে না। এখন আমাদের নিজেদের রাষ্ট্র আছে আর আমরা তা নিজেরা প্রতিরক্ষা দিচ্ছি। ইসরায়েল এ যুদ্ধে জিতবে, কারণ আমাদের আর কোনো পথ নেই।’ তিনি আরও বলেন, যুদ্ধপরাধীরা ইরান, গাজা, সিরিয়া ও লেবাননে রয়েছে।

নেতানিয়াহু বক্তব্য শুরু করেন জাতিসংঘে তাঁর আসার যৌক্তিকতা তুলে ধরে। তিনি বলেন, জাতিসংঘে তিনি আসতে চাননি। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে। অন্যান্য বিশ্বনেতাদের মিথ্যা ও অপবাদের জবাব দিতে তিনি এখানে এসেছেন।

নেতানিয়াহু তাঁর বক্তব্যে গত ৭ অক্টোবরে হামাসের হামলাকে ইহুদি নিধনের (হলোকাস্ট) সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি হামাসের হাতে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার কথা বলেন।

নেতানিয়াহু তাঁর বক্তব্যে লেবাননে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি ইরানকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইরানের যেকোনো স্থানে হামলা করতে সক্ষম ইসরায়েল।

গাজায় ‘পদ্ধতিগত হত্যাকাণ্ড’ বন্ধের আহ্বান শাহবাজের

দ্য ডন

শাহবাজ শরিফ

গাজায় ইসরায়েলের চলমান ‘পদ্ধতিগত হত্যাকাণ্ড’ ও ‘রক্তপাত’ অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ইসরায়েলি হত্যাকাণ্ডের শুধু সমালোচনা না করে, তা বন্ধ করতে বিশ্ব সমাজকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

শাহবাজ শরিফ বলেন, ‘এটা কেবল সংঘাত নয়, বরং এটা নির্দোষ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত হত্যাকাণ্ড। মানুষের জীবন ও মর্যাদার একেবারে মর্মমূলে আঘাত। গাজার শিশুদের রক্ত কেবল নিপীড়কদের হাতে লেগে নেই। যারা এই নির্মম সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করছে তাদের (হাতেও লেগে আছে)।’

ফিলিস্তিনিদের ‘অন্তহীন ভোগান্তি’ উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে মানবতা সংকুচিত হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কেবল সমালোচনা করাটা যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের অবশ্য কাজ করতে হবে। এই রক্তপাত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধের দাবি জানাতে হবে। মনে রাখতে হবে নিরাপদ ফিলিস্তিনিদের ত্যাগ কখনো বৃথা যাবে না। আমরা তাদের বাস্তুচ্যুতি, সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমরা তাদের পাশে আছি।’

ফিলিস্তিনে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য কাজ করতে বিশ্ব নেতার আহ্বান জানান শাহবাজ শরিফ। পাশাপাশি ফিলিস্তিনকে শিগগির জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য করারও আহ্বান জানান তিনি।

বাইডেনের বিদায়ঘণ্টায় মধ্যপ্রাচ্যে ‘নড়বড়ে’ মার্কিন কূটনীতি

রয়টার্সের বিশ্লেষণ

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় এক বছর ধরে চলা এই সংঘাত বন্ধে মার্কিন প্রশাসন কিছুই করতে পারেনি। লোহিত সাগরে জাহাজ লক্ষ্য করে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলাও চলছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার পরও ইসরায়েল ও লেবাননের হিজবুল্লাহর মধ্যকার সংঘাত গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে। আগামী জানুয়ারিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে একাধিক সংকটের মুখে পড়েছেন তিনি। বাইডেনের বিদায়ের আগে এসব সংকটের কোনো সমাধান আসবে না বলেই ধারণা বিশ্লেষক ও কূটনীতিকদের। তাঁরা বলছেন, এসব সংকট সমাধানে ব্যর্থতা নতুন প্রেসিডেন্টকেও বইতে হবে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর এই সংঘাত নিরসনে হিমশিম খাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন। একদিকে গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাস ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলে আসছে যুক্তরাষ্ট্র; অন্যদিকে বেসামরিক প্রাণহানি কমানো ও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যাতে সংঘাত ছড়িয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টাও চালাচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এ চেষ্টা পুরো ব্যর্থ হয়েছে।

গত প্রায় এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কৌশল বা কূটনৈতিক তৎপরতা সংঘাত থামাতে পারেনি। লেবানন সীমান্তে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর পাল্টাপাল্টি হামলা বন্ধে সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র ২১ দিনের অস্ত্রবিরতির যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রস্তাবে ইসরায়েল সাড়া তো দেয়নি, বরং শত শত মানুষ নিহত হওয়ার পরও দেশটিতে হামলা জোরদার করেছে।

জো বাইডেন। ছবি : রয়টার্স

এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় গোয়েন্দা উপপ্রধান জোনাথন পানিকফ রয়টার্সকে বলেন, ‘আমরা এখন মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস পেতে দেখছি।’

সাবেক কূটনীতিক ও বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব কমে আসার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ওয়াশিংটনের কথা ইসরায়েল শুনতে চাইছে না। তাঁরা বলছেন, ইসরায়েলকে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র দেয় যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘসহ সব আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসরায়েলের বড় রক্ষাকবচও এই যুক্তরাষ্ট্র। এরপরও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ওয়াশিংটনের চাওয়াকে গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও জর্জিয়ায় হারিকেন ‘হেলেনের’ তাণ্ডব

রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হেনেছে দেশটির ইতিহাসে অন্যতম শক্তিশালী হারিকেন ‘হেলেন’। ৪ ক্যাটাগরির এই ঘূর্ণিঝড় ফ্লোরিডা ও জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে। এতে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার প্রায় ২০ লাখের বেশি ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন ছিল।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে আঘাত হানে হারিকেন হেলেন। এতে উপকূলীয় এলাকায় বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়। ফ্লোরিডা উপকূলের টাম্পা, ন্যাপলস ও সেন্ট পিটার্সবার্গ এলাকা থেকে পাওয়া স্থিরচিত্রে দেখা গেছে, বহু নৌযান উল্টে আছে, গাছ উপড়ে পড়েছে, পানিতে আটকা যানবাহন আর রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে।

ঝড়ের তোড়ে গাড়িতে ধ্বংসাবশেষ পড়ে এক চালকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস। তিনি বলেন, সকাল হলে হয়তো আরও মৃত্যুর খবর পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ করা কোম্পানিগুলো বলেছে, ফ্লোরিডায় ১২ লাখের বেশি গ্রাহক আর জর্জিয়ায় ৮ লাখ গ্রাহক বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের (এনএইচসি) মতে, নথি রাখা শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে হারিকেন হেলেন যৌথভাবে ১৪তম। আর ফ্লোরিডায় আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে সপ্তম।

ফ্লোরিডায় আঘাত হানার সময় হেলেনের বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার। পরে জর্জিয়ার ওপর দিয়ে উত্তরে অগ্রসর হওয়ার সময় হারিকেনটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

পাঁচবারের প্রচেষ্টায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ইশিবা

এলডিপির প্রধান নির্বাচন

৬৭ বছর বয়সী ইশিবাকে জাপানের অনেকে স্কটল্যান্ডের অতীতের রাজা রবার্ট ব্রুসের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

মনজুরুল হক, *টোকিও থেকে*

ইশিবা শিগেরু। ছবি : এএফপি

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা গত মাসে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। এর পর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হতে পারেন, তা নিয়ে গুঞ্জনে মুখর ছিল জাপান। সেই গুঞ্জন শেষ হয়েছে। ফুমিও কিশিদার উত্তরসূরি নির্বাচিত হয়েছেন ইশিবা শিগেরু। পাঁচবারের প্রচেষ্টার পর লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

অতীতে জাপানের প্রধান ক্ষমতাসীন উদার গণতন্ত্রী দল এলডিপির নেতৃত্ব পেছনের দরজার দেনদরবারের মধ্য দিয়ে বেছে নেওয়ার ইতিহাস রয়েছে। তবে একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে নিজস্ব একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা দলের নেতৃত্ব ঠিক করে নিয়েছে। এ ব্যবস্থায় দলের সংসদ সদস্যরা ছাড়াও প্রায় ১০ লাখ চাঁদা প্রদানকারী সাধারণ সদস্য দলের নেতা নির্বাচনে ভোট দিতে সক্ষম। তবে এখনো দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রাধান্য বজায় রয়েছে। এর কারণ, উভয় পক্ষের ভোটের মূল্যমান সমান হওয়ায় সংসদ সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের সমর্থন যে প্রার্থীর প্রতি থাকে, সেই প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে উপদলীয় বিভাজনে বিভক্ত এলডিপিতে যে উপদলের সংসদে প্রাধান্য বজায় থাকে, সেই উপদলের নেতা প্রায় সব সময় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে এসেছেন।

বিগত বছরগুলোতে উপদলের প্রাধান্য ক্রমে হ্রাস পেতে থাকায় দলনেতার নির্বাচন আগের চাইতে অনেক বেশি উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে এ রকম পরিস্থিতি আগের চাইতে বেশি সংখ্যক প্রার্থীকে নেতৃত্বের নির্বাচনে প্রার্থী হতে প্ররোচিত করছে। এবার মোট নয়জন প্রার্থী দলীয় সভাপতির নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। এ সংখ্যা অতীতের যেকোনো সময়ের চাইতে বেশি। প্রার্থীদের প্রায় সবাই জাপানের রাজনীতির পরিচিত মুখ হওয়ায় কে শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হন, আগে থেকে তা নিশ্চিতভাবে আঁচ করতে পারা কঠিন ছিল।

জাপানের সংবাদমাধ্যম শুরুতে যে তিনজন প্রার্থীকে ‘ফ্রন্ট রানার’ বা অগ্রবর্তী প্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, সেই দলে ইশিবা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অন্য দুজন পরবর্তী সময়ে ছিটকে পড়েন। সেখানে আবির্ভূত হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী কোইজুমি জুন-ইচিরোর পুত্র কোইজুমি শিনজিরো এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী আবে শিনজোর ঘনিষ্ঠ তাকাইচি সানায়ে। চূড়ান্ত লড়াই শেষ পর্যন্ত এই তিনজনের মধ্যে সীমিত ছিল এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা তাকাইচির চাইতে একুশ ভোট বেশি পেয়ে শেষ পর্যন্ত দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন ইশিবা শিগেরু।

৬৭ বছর বয়সী ইশিবাকে জাপানের অনেকে স্কটল্যান্ডের অতীতের রাজা রবার্ট ব্রুসের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এর পেছনে রয়েছে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার নির্বাচনে এর আগে পাঁচবার পরাজিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত তাঁর ফিরে আসা। এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইশিবা বলেছেন, জাপানকে এ রকম এক রাষ্ট্রে পরিণত করে নিতে সর্বাত্মক চেষ্টা তিনি করে যাবেন, সবাই যেখানে নিশ্চিত ও নিরাপদ পরিস্থিতিতে মুখে হাসি নিয়ে জীবন যাপন করতে পারবেন।

প্রতিরক্ষা নীতির বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেখা হয় ইশিবাকে। একসময় তিনি পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর একটি এশীয় সংস্করণ গড়ে তোলার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা জোটের সমর্থক হলেও তিনি জোটকে আরও বেশি সমতাপূর্ণ করে তুলতে আগ্রহী।

ইশিবার জন্যও রয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের দলীয় আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ। কেলেঙ্কারিতে সমালোচিত এলডিপির হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার বাইরে আরও আছে অর্থনৈতিক সমস্যার চক্র থেকে জাপানকে বের করে আনা এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্কে তৈরি হওয়া জটিলতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারা। কতটা সফল তিনি হবেন, এর অনেকটাই নির্ভর করবে দলের ভেতরে নিজের সমর্থনের ভিত্তি শক্তিশালী করে নেওয়ার ওপর।

জান্তার আলোচনা প্রস্তাবের পর আবার বিমান হামলা

মিয়ানমার

এএফপি, *ইয়াঙ্গুন*

মিয়ানমারের সামরিক শাসক জান্তা বিদ্রোহীদের দখলে নেওয়া একটি শহরে গতকাল শুক্রবার নতুন করে বিমান হামলা চালিয়েছে। অথচ আগের দিন বৃহস্পতিবার অস্ত্র ত্যাগ করে আলোচনায় বসার জন্য বিদ্রোহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল জান্তা সরকার।

জান্তার আলোচনার আহ্বানকে একটি কৌশল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা মনে করেন, প্রতিবেশী চীনকে শান্ত করতে এবং আগামী বছর নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণার প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি করতেই সংলাপের ঘোষণা দিয়েছিল জান্তা। জান্তাবিরোধী দুটি সশস্ত্র গোষ্ঠী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সংলাপের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। এর পরপরই জান্তার (সামরিক শাসন) বিরুদ্ধে দেশটিতে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে জান্তাবিরোধী বিদ্রোহীরা দেশটির কয়েকটি রাজ্যে বড় ধরনের অভিযান শুরু করে।

গত অক্টোবর থেকে বিদ্রোহীদের ব্যাপক হামলায় দিশেহারা হয়ে পড়ে জান্তা সরকার। দেশটির সংখ্যালঘু বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও গণতন্ত্রপন্থী ‘পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফ)’ এসব হামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো এরই মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ক্রসিং দখলে নিয়েছে। গত মাসে উত্তর দিকের শান রাজ্যের লাশিও শহর দখলে নেন বিদ্রোহীরা।

জান্তার গতকালের সংলাপপ্রস্তাব সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের রিচার্ড হরসি বলেন, সামরিক অভ্যুত্থানের পর জান্তার এটাই প্রথম কোনো সংলাপের প্রস্তাব। এর আগপর্যন্ত তারা সংলাপের কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

IBA
University of Rajshahi

MBA Program
(For BBA Graduates)
17th Batch, 2024-2025

ADMISSION OPEN

Requirements for Application:
- BBA graduate from recognized Public and Private Universities.
- Academic Qualification: At least 2.5 CGPA (4.0 scale basis) in BBA.

Features of the Program
- 39 credit hours.
- Structured academic program based on well defined time frame.
- Classes are conducted by skilled faculties.
- Medium of instruction is exclusively English.
- Guest faculties are invited from among academics, industrialists and experts.

Admission Test: November 09, 2024 Saturday, (10:30 – 11:30) a.m.
Venue: IBA Bhaban, R.U.
Written Test on : English, Mathematics and Aptitude.
Deadline for Application: October 31, 2024

Online Application Procedure:

→ To fill out the online application form, go to the institution's website: **www.iba-ru.ac.bd** and select the **'Admission Open'** menu. Read the Details menu and click on the "Apply Now." After submission, you will get the Student ID via mobile SMS. The application fee (BDT 840) has to be paid using only the NAGAD mobile banking App on Bill Pay Option. The biller number is **1632** and input the Student ID as Bill Reference Number to complete your payment. After paying the application fee successfully, you will get a Transaction ID. By inputting Student ID and Transaction ID, you will be able to download and print the Admit Card.

→ For more information, please visit the IBA website: **www.iba-ru.ac.bd or http://educare.iba-ru.ac.bd/admission/Home**

N.B. The students who have already enrolled in other MBA programs of IBA, RU, are not eligible to apply for this program.

Professor Dr. Zeennat Ara Begum
Director

Contact : IBA Office- +88 01540093677
Web Site : www.iba-ru.ac.bd

Institute of Business Administration, R.U.

ইউনিক হোটেল দেবে ১৬%

গত জুনে সমাপ্ত বছরের জন্য বিনিয়োগকারীদের ১৬% নগদ লভ্যাংশ দেবে ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মিষ্টিকুমড়া পাহাড়ে উৎপাদিত মিষ্টিকুমড়া পাইকারিতে প্রতি মণ ৮০০ টাকায় খেত থেকে কিনে নিচ্ছেন এক ব্যবসায়ী। এসব কুমড়া বিক্রির জন্য নেওয়া হবে কুমিল্লায়। গতকাল দুপুরে বান্দরবানের চিম্বুক এলাকায়। ছবি : মংহাইসিং মারমা

সোনার দাম বাড়ছে, বেচাকেনা কমছে

জুয়েলারি ব্যবসা

গত দুই মাসে সোনার অলংকারের বেচাবিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ কমেছে। চলতি বছরে সোনার দাম বেড়েছে ভরিপ্রতি ২৭ হাজার ৬৬৭ টাকা।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

দেশের বাজারে সোনার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। কতটা বেড়েছে, তার উদাহরণ শুরুতেই দেওয়া যাক। গত বছরের শুরুতে সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ছিল ৮৮ হাজার ৪১৩ টাকা। গত ২১ মাসে দাম বেড়েছে ৫০ হাজার ২৯৫ টাকা। এর মধ্যে শুধু চলতি বছরে এখন পর্যন্ত সোনার দাম ভরিতে বেড়েছে ২৭ হাজার ৬৬৭ টাকা।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পাশাপাশি সোনার দামও পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকায় জুয়েলারি ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। সোনার অলংকার এখন সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। মুদ্রার উল্টো পিঠ হচ্ছে, দাম বেড়ে যাওয়ায় পুরোনো সোনা কিংবা অলংকারের সম্পদমূল্য বেড়েছে। ফলে যাঁদের সিন্দুকে গচ্ছিত পুরোনো অলংকার রয়েছে, তাঁরা দাম কতটুকু বাড়ল সেই হিসাব কষছেন।

দেশের বাজারে সোনার মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণ বৈশ্বিক বাজারে মূল্যবান এই ধাতুর মূল্যবৃদ্ধি। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে গত ফেব্রুয়ারি থেকে সোনার দাম দফায় দফায় বাড়ছে। এক মাস আগে প্রতি আউন্স (৩১.১০৩৪৭৬৮ গ্রাম) সোনার দাম বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো আড়াই হাজার ডলার ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৭০০ ডলারের কাছাকাছি।

জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে সব ধরনের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় জুয়েলারি ব্যবসায় সেই প্রভাব কিছুটা বেশি। গত দুই মাসে সোনার অলংকারের বেচাবিক্রি ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে।

দেশে সোনার দাম বাড়ছে লাফিয়ে

২২ ক্যারেট, প্রতি ভরি টাকায়

তারিখ	দাম
১ জানুয়ারি'২৩	৮৮,৪১৩
২১ জুলাই'২৩	১,০০,৭৭৭
১ জানুয়ারি'২৪	১,১১,০৪১
২১ আগস্ট'২৪	১,২৪,৫০২
২৬ সেপ্টেম্বর'২৪	১,৩৮,৭০৮

দেশে সোনার দামের ইতিহাস*

প্রতি ভরি, টাকায়

সাল	দাম
১৯৭০	১৫৪
১৯৮০	৩,৭৫০
১৯৯০	৬, ৫০০
২০০০	৬,৯০০
২০১০	৪২, ১৬৫
২০২০	৬৯,৮৬৭
২০২১	৭৭, ২১৬
২০২২	৮৮,৪১৩
২০২৩	১, ০৯,৮৭৫

* ২২ ক্যারেট সোনার সর্বোচ্চ দাম

দাম কি আরও বাড়বে

সোনার দামের সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা মানে সোনার বাজারে সুদিন। উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময় সোনার দাম বাড়তে থাকে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অর্থাৎ ২০২০ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ডলার ছাড়িয়ে যায়। তখন পর্যন্ত ওই দামই ছিল ইতিহাসের সর্বোচ্চ। গত বছরের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সোনার দাম ২ হাজার ডলারের মধ্যেই ছিল।

গত বছর ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর সোনার দাম আবার বাড়তে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশেও উত্তেজনা ছড়ায়। গত সপ্তাহে লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সর্বশক্তি দিয়ে লেবাননে হামলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় চলতি মাসেই প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে পৌনে ২০০ ডলার।

বিশ্ববাজারে সোনার মূল্যবৃদ্ধির পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার হ্রাসেরও ভূমিকা আছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ নীতি সুদহার দশমিক ৫০ শতাংশ পয়েন্ট কমায়। ফলে সোনা কেনার দিকে বিনিয়োগকারীদের ঝোঁক আরও বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান আমিনুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক সোনার বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। লেবাননে ইসরায়েলের বাহিনী স্থল অভিযান শুরু করলে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৭০০ থেকে ২ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলারে চলে যাবে।

পুরোনো অলংকারে লাভ

বাংলাদেশ যে বছর স্বাধীন হয়, তার আগের বছর সোনার ভরি ছিল ১৫৪ টাকা। আর এখন ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৮ টাকা। তার মানে গত ৫৪ বছরে দাম বেড়েছে ৭০০ গুণ। ফলে পুরোনো সোনার অলংকারের দামও আনুপাতিক হারে বেড়েছে।

সাধারণত পুরোনো অলংকার জুয়েলার্সে বিক্রি করতে গেলে তারা ওজন করার পর তা কোন ক্যারেটের সোনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়। তারপর অলংকারটির বর্তমান ওজন থেকে ১৭ শতাংশ বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। দুই সপ্তাহ আগেও হারটি ছিল ২০ শতাংশ। ১৫ সেপ্টেম্বর হারটি ৩ শতাংশীয় পয়েন্ট কমায় জুয়েলার্স সমিতি।

ধরা যাক, কারও কাছে ২০২০ সালে ৬৯ হাজার ৮৬৭ টাকা ভরিতে কেনা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার অলংকার রয়েছে। সেটি বিক্রি করলে বর্তমানে ভরিপ্রতি পাওয়া যাবে ১ লাখ ১৫ হাজার ১২৭ টাকা। তাতে মুনাফা দাঁড়ায় ৪৫ হাজার ২৬০ টাকা। ২১ ও ১৮ ক্যারেটের অলংকার হলে মুনাফা ভিন্ন হবে।

একইভাবে সোনার দাম বাড়লে জুয়েলার্স ব্যবসায়ীদেরও লাভ হয়। ধরা যাক, গত জানুয়ারিতে একজন ব্যবসায়ী ২২ ক্যারেটের এক ভরির একটি অলংকার তৈরি করেন। তখন সোনার ভরি ছিল ১ লাখ ১১ হাজার টাকা। এখন সেই অলংকার বিক্রি করলে বর্তমান সময়ে শুধু সোনার দামই বেশি পাবেন ২৮ হাজার টাকা।

অলংকার বেচাবিক্রি কমেছে

সোনার দামের সঙ্গে চাহিদা ও জোগানের সম্পর্কও আছে। সোনার চাহিদা মূলত দুই ভাবে তৈরি হয়। যেমন গয়নার চাহিদা ও সোনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি। গয়না হিসেবে সোনা বেশি ব্যবহৃত হয় চীন ও ভারতে। পশ্চিমা দেশগুলোয়ও গয়নার ভালো চাহিদা আছে। চাহিদার মতো সরবরাহ নিশ্চিত হয় দুইভাবে—খনি থেকে নতুন উত্তোলন এবং পুরোনো সোনা বিক্রি থেকে। যদিও খনি থেকে সোনা উত্তোলন একটি চলমান প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের সোনার বাজার খুবই ছোট। সুনির্দিষ্ট হিসাব না থাকলেও দেশে বছরে ২০ থেকে ৪০ টন সোনার চাহিদা রয়েছে বলে জানান জুয়েলার্স ব্যবসায়ীরা। তার মাত্র ১০ শতাংশ চাহিদা পুরোনো অলংকার দিয়ে মেটানো হয়। বাকিটা ব্যাগেজ রুলের আওতায় বিদেশ থেকে আসে। অবৈধভাবেও সোনা আসে। জুয়েলারি ব্যবসায় স্বচ্ছতা ফেরাতে সোনা আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয়। শুরুতে কিছু আমদানি হলেও নানা জটিলতায় পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ভেনাস জুয়েলার্সের চেয়ারম্যান গঙ্গাচরণ মালাকার *প্রথম আলো*কে বলেন, সোনার দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় গয়না বিক্রি ব্যাপকভাবে কমে গেছে। ছোট ও হালকা ওজনের গয়না তুলনামূলক বেশি বিক্রি হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে লেনদেন বেশি হলেও আগের চেয়ে পরিমাণের দিক থেকে সোনার গয়নার বিক্রি অর্ধেকে নেমেছে। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে দুই মাস ধরে সব খাতের ব্যবসা-বাণিজ্য খারাপ। তার প্রভাব জুয়েলারি খাতেও ব্যাপকভাবে পড়েছে।

সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় অলংকার তৈরির ক্রয়াদেশ কমেছে জুয়েলারি দোকানে। তার প্রভাবে পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে স্বর্ণশিল্পীর সংখ্যাও দিন দিন কমছে। গত দুই দশকের ব্যবধানে স্বর্ণশিল্পীর সংখ্যা চার ভাগের এক ভাগে নেমেছে বলে দাবি করেন জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেন, দাম বেড়ে যাওয়ায় বিয়েশাদি ছাড়া সোনার অলংকার বর্তমানে আর কেউ কেনে না।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সহসভাপতি মাসুদুর রহমান বলেন, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিত্যপণ্য কিনতেই হিমশিম খাচ্ছেন অনেকে। অন্যদিকে সোনার দামও বেশি। সব মিলিয়ে গত দুই মাসে সারা দেশের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের বিক্রি ৬০-৭০ শতাংশ বিক্রি কমে গেছে।

উঠে যাচ্ছে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা

ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড

এই বন্ডে বর্তমানে বিনিয়োগসীমা এক কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। তিন কারণে এ সীমা তুলে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- এই বন্ডে ১৫ লাখ টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফা ১২ শতাংশ।
- বন্ড ধারকের মৃত্যুর পর বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে আসল ও মুনাফা পাবেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগসীমা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিন যুক্তিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুক্তিগুলো হচ্ছে প্রবাসী পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের অর্থ দেশে বিনিয়োগ করা, বিদেশি বিনিয়োগের পথ সুগম করা এবং প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি করা।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত বুধবার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে (আইআরডি) সচিব আবদুর রহমান খানের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। দেশে ১৯৮১ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড চালু করা হয়। মুনাফা পাওয়া যায় সরল সুদে।

আইআরডি সচিব আবদুর রহমান খান এ বিষয়ে গত বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, এখনো তাঁর কাছে এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি আসেনি। তাই এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে পারছেন না।

ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড বিধি ১৯৮১ (সংশোধিত ২৩ মে ২০১৫) অনুযায়ী, যেকোনো পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ ছিল। কোভিড-১৯ এর প্রকোপ চলাকালে ২০২০ সালের ৩ ডিসেম্বর আইআরডি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগসীমা নির্ধারণ করে এক কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এরপর ২০২২ সালের ৪ এপ্রিল ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের ঊর্ধ্বসীমা উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে যেকোনো পরিমাণ বিনিয়োগ এ দুই বন্ডে আসছে। তবে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের বিনিয়োগসীমা প্রত্যাহার করা হয়নি। আবার এ বন্ডের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বিনিয়োগের সুযোগও নেই। ফলে আগে বিনিয়োগ করা অর্থ প্রবাসীরা উঠিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

এসব কথা উল্লেখ করে চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, প্রবাসীদের বিভিন্ন সংগঠন ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের বিনিয়োগসীমা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। দূতাবাসগুলোর পক্ষেও রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা সীমা তুলে দেওয়ার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আইআরডি সচিবকে বলেছে, প্রবাসী আয়প্রবাহের পাশাপাশি প্রবাসীদের বিনিয়োগ বাড়াতে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাতিল বা শিথিল করা দরকার।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল গত মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, 'ওয়েজ আর্নার্স বন্ড কেনায় এক কোটি টাকার সীমা বাতিল করার প্রস্তাব করেছি। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা লাগবে, আশা করছি, বাংলাদেশ ব্যাংক তা করে দেবে।' এ বন্ডের মাধ্যমে আরও বেশি প্রবাসী আয় আসবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংক, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ও তফসিলি ব্যাংকের বিদেশি ও অনুমোদিত ডিলার (এডি) শাখায় এসব বন্ড কেনা যায়। এ বন্ডের মুনাফা আয়করমুক্ত। আবার বন্ডের বিপরীতে ঋণ নেওয়ার সুযোগও আছে। এ ছাড়া বন্ড কিনতে ফরেন কারেন্সি বা বৈদেশিক মুদ্রায় (এফসি) হিসাব থাকারও বাধ্যবাধকতা নেই।

এ বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী (ওয়েজ আর্নার) নিজে। ওয়েজ আর্নার তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামেও এ বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত সরকারের কর্মচারীরাও বিনিয়োগ করতে পারেন ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে। এতে বিনিয়োগ করলে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকির আর্থিক সুবিধা রয়েছে।

মেয়াদপূর্তির আগে বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে তাঁর মনোনীত নমিনি বা ব্যক্তিকে যে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়, সেটিই হচ্ছে মৃত্যুঝুঁকির সুবিধা। মৃত্যুঝুঁকির সুবিধা অবশ্য ২০ লাখ টাকার বেশি দেওয়া হয় না এবং বন্ড ধারকের বয়সও হতে হয় ৫৫ বছরের নিচে। মৃত্যুঝুঁকির সুবিধাটি নিতে গেলে মারা যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে আবেদন করতে হয়। বন্ড ধারকের মৃত্যুর পর বন্ডের মেয়াদপূর্তিতে আসল ও মুনাফা পাবেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

১৫ লাখ টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে মুনাফা ১২ শতাংশ হলেও ১৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ১১ শতাংশ, ৩০ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ১০ শতাংশ এবং ৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি পর্যন্ত ৯ শতাংশ মুনাফা পাওয়া যায়।

জানা গেছে, আগামী সপ্তাহে এ-বিষয়ক একটি প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ অনুমোদনের জন্য অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে উপস্থাপন করবে আইআরডি। অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা অনুমোদন করলে প্রজ্ঞাপন জারি করবে আইআরডি, যা বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর। তবে মুনাফা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেওয়া হবে বলে এতে অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামতও লাগতে পারে।

সচিবালয়ে গত বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রস্তাবটি আগে আসুক।

বড় দুই বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি বছর বড় দুই বাজার—যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) ভালো করতে পারতে পারছে না বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত। বছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি-জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১০ দশমিক ২৮ শতাংশ। আর ইইউতে কমেছে ৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান কার্যালয় (ইউরোস্ট্যাট) ও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ।

ইউরোস্ট্যাট ও অটেক্সার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে তৈরি পোশাকের আমদানি ৫ দশমিক ২২ শতাংশ কম করেছেন ইইউর ব্যবসায়ীরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই—এই সাত মাসে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ তৈরি পোশাক কম আমদানি করেছেন। শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারকের মধ্যে কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়লেও বাকিদের কমেছে।

ইইউর বাজারে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ে ১ হাজার ১১১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ১৬৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। তার মানে চলতি বছর এই বাজারে রপ্তানি কমেছে ৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ। ইইউতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে বাংলাদেশ ৪১০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয় ৪৫৭ কোটি ডলারের পোশাক। তার মানে চলতি বছর রপ্তানি কমেছে ১০ দশমিক ২৮ শতাংশ। গত বছর এই বাজারে ৭২৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের ৯ শতাংশ দখলে নিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ।

সাক্ষাৎকার : প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করা আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ৩০ বছরে পদার্পণ করছে। ব্যাংকটির নানা কার্যক্রম ও পরিকল্পনা নিয়ে *প্রথম আলো*র সঙ্গে কথা বলেছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক **ফরমান আর চৌধুরী**।

ভোক্তা ও এসএমই ঋণে গুরুত্ব দিচ্ছে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক

প্রথম আলো : শুরুর দিকে দুর্বল ব্যাংক হিসেবে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের পরিচিতি ছিল। নানা উদ্যোগের পর এটি ভালো ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি পায়। এখন কী অবস্থা?

ফরমান আর চৌধুরী : আমাদের ব্যাংকের শাখা,এজেন্ট নেটওয়ার্ক বড় একটি শক্তি। সারা দেশে আমাদের ২২৫টি শাখা ও ৭৪৫টি এজেন্ট আউটলেট রয়েছে। ফলে আমরা ৩৬ লাখ গ্রাহক পেয়েছি। আমাদের ব্যাংকে আমানত রয়েছে ৫১ হাজার কোটি টাকা, বিনিয়োগ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। গ্রাহকসেবা নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ নেই। ব্যাংক সঠিক পথে আছে, সামনে আরও এগিয়ে যাবে।

প্রথম আলো : ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে আপনি ব্যাংকটির দায়িত্বে। এ সময়ে ব্যাংকের পরিস্থিতি কেমন হয়েছে।

ফরমান আর চৌধুরী : ২০১৯ সালে আমানত ছিল প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৫১ হাজার কোটি টাকা। একইভাবে বিনিয়োগ ২৮ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৬ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি শাখা ও এজেন্ট নেটওয়ার্ক ও মুনাফা বেড়েছে। এর মধ্যে আমরা ব্যাংকে কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার চালু করেছি। ফলে ব্যাংকের সব ধরনের বিনিয়োগ কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদিত হচ্ছে ও সুরক্ষিত থাকছে। যা ব্যাংকটিকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। আগে আমরা করপোরেট ব্যাংকিংয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছিলাম। দুই-তিন বছর ধরে ভোক্তা ঋণ, কৃষি, এসএমই ও গ্রামীণ অর্থায়নে নজর বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ অর্থায়নে ৬০ হাজার নারী গ্রাহক আছেন, যেখানে ৪২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ আছে। ফলে ধীরে ধীরে শতাংশের হিসাবে করপোরেট বিনিয়োগের হার কমে আসছে। এ ছাড়া আমাদের আই ব্যাংকিং হিসাবে প্রতিদিন ৭০ হাজারের বেশি লেনদেন হচ্ছে। আমাদের মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস) ইসলামিক ওয়ালেটে ১ লাখ গ্রাহক রয়েছেন। যাঁরা নিয়মিত অর্থ স্থানান্তর, পরিষেবা বিল, মোবাইল রিচার্জসহ বিভিন্ন সেবা নিচ্ছেন। আমাদের ক্রেডিট কার্ড লা-রিবা দেশের জন্য এক অনন্য সুদবিহীন সেবা। এই কার্ড বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করা যায়। কার্ড গ্রাহকেরা বিশ্বের বিভিন্ন বিমানবন্দরে বিনা মূল্যে লাউঞ্জ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারেন।

প্রথম আলো : দেশে দীর্ঘদিন ধরে ডলারের সংকট চলছে। এখন কিছু ব্যাংক টাকারও সংকটে পড়েছে। আপনারা এই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিচ্ছেন।

ফরমান আর চৌধুরী : আমাদের করপোরেট গ্রাহকদের বড় অংশ পোশাক খাতের। তাদের রপ্তানি আয় ভালো। এ ছাড়া আমরা রপ্তানিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রবাসী আয় ভালো পাচ্ছি। আমদানিতে যে ডলার প্রয়োজন হয়, তা রপ্তানি ও প্রবাসী আয় দিয়ে পূরণ হচ্ছে। আমাদের ব্যাংকের টাকার সংকট কখনো হয়নি। সেবার মান, ব্যাংকের ভাবমূর্তির কারণে সব সময় আমাদের আমানতে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে পর্ষদে পরিবর্তন আনার পর কিছুটা চাপ তৈরি হয়েছিল। এসব আমানত আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে।

> **আমাদের ব্যাংকের টাকার সংকট কখনো হয়নি। সেবার মান, ব্যাংকের ভাবমূর্তির কারণে সব সময় আমাদের আমানতে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে।**
>
> **ফরমান আর চৌধুরী**, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক

প্রথম আলো : পুরো ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। আপনাদের ব্যাংকেও খেলাপি ঋণ ঊর্ধ্বমুখী। কেন এমন হচ্ছে।

ফরমান আর চৌধুরী : আমাদের ব্যাংকের আকার বেশ বড়। শিল্পের পাশাপাশি পোশাক খাতের কিছু ঋণ খারাপ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া আগের বেশ কিছু ঋণ খারাপ ছিল, এসব নিয়মিত করা হয়েছিল। এখন এর অনেকগুলো খারাপ হয়ে পড়ছে। এর ফলে খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে।

প্রথম আলো : আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় আপনাদের ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। স্বতন্ত্র পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। সামনে পরিকল্পনা কী?

ফরমান আর চৌধুরী : আমরা আমানতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে চাই। পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। ভোক্তা ঋণ ও এসএমই খাতে ঋণে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সব নিয়মকানুন মেনে ব্যাংকিং করার চেষ্টা চলছে। এখন সব হিসাব খোলা কেন্দ্রীয়ভাবে হচ্ছে। ফলে কোনো ধরনের ত্রুটি হওয়ার সুযোগ কমে এসেছে।

করপোরেট সংবাদ

বিএএফ শাহীন কলেজ ও ইউসিবির মধ্যে সমঝোতা চুক্তি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) ও চট্টগ্রামের বিএএফ শাহীন কলেজের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় জহুরুল হক বিএএফ ঘাঁটিতে পারস্পরিক এই সহযোগিতা চুক্তি হয়। চুক্তির আওতায় বিএএফ শাহীন কলেজের শিক্ষার্থীরা ইউসিবির মাধ্যমে সহজে টিউশন ফি জমা দিতে পারবে। চুক্তিতে সই করেন ইউসিবির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মো. সিকান্দার-ই-আজম এবং বিএএফ শাহীন কলেজের অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন সালেহ আহমেদ খান। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

মাস্টারকার্ডের পুরস্কার পেলেন ঢাকা ব্যাংকের গ্রাহক

মাস্টারকার্ডের স্পেনড অ্যান্ড উইন প্রচারণায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ঢাকা ব্যাংকের গ্রাহক। সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা ব্যাংকের গ্রাহক মাহজাবিন শাহনাজের হাতে এই পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। পুরস্কার তুলে দেন মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম শাহনেওয়াজ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান, ইভিপি ও রিটেইল বিজনেস বিভাগের প্রধান জাকিয়া সুলতানা। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

মফিজুর রহমান

মারুফ সাত্তার আলী

প্রভাতী ইনস্যুরেন্সের নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান

প্রভাতী ইনস্যুরেন্স কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা সম্প্রতি অনলাইনে কোম্পানিটির চেয়ারম্যান মো. মমিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোম্পানির নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মফিজুর রহমান ও মারুফ সাত্তার আলী। এ ছাড়া সভায় ২০২৩ সালে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ঘোষিত সাড়ে ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির পরিচালক শাহজাহান কবির, প্রদীপ কুমার দাস, মো. সাইয়েদুজ্জামান ও হাবিবুর রহমান এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাহেদুল ইসলাম প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ আফতাবনগর আ/এ ১১৭৮, ১৫৭৭, ১৮৭৫, ২১৮৭, ২৩১২ ব.ফু., মেরুল-বাড্ডা ১১৫৬, উত্তর বাড্ডা ১২১০ ও ১২৪৭ ও বনশ্রীতে ১৫৯৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭০৮১৪৬৩৮০, ০১৭০৮১৪৬৩৮৫। এসবি-৫৯৯৭৪২

✱ **তল্লাবাগ, সোবহানবাগে দক্ষিণমুখী ১৮৫৫ বফু ও রায়েরবাজার, পশ্চিম ধানমন্ডিতে দক্ষিণমুখী ১৪০০ বফু, ১৩৫০ বফু ও ১২৫০ বফু নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবা : ০১৯৬৯৬০৪২০৭, ০১৯৬৯৬০৪২০০।** সি-৫৯৭৮৭৩

✱ শেখেরটেক ৬নং রোড মোহাম্মদপুর ১৫০০ বর্গফুটে ৩ বেডের সকল সুযোগ-সুবিধাসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। মোবা : ০১৭৮-৮৩২৭৯২৮। মিবু-৫৯৯৬৬৭

✱ **বসুন্ধরা এফ ব্লক রানিয়া এভিনিউতে ১৮৫০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৮।** মো.বু-৫৯৯৪১২

✱ বায়তুল আমান হাউজিং আদাবর ১৫০০ বফু ৩ বেড লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৫৯৯৬৬৮

✱ ২৮৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট। তাবাছছুম রিয়েল এস্টেট, বাসা-১২৮, ব্লক-সি, রোড-১০, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৩৯৯৯২৪৪, ০০৪১৭৬৫৮৫১২৩৩ (হোয়াটসআপ)। মহাবু-৫৯৯৬৭১

✱ **শুক্রাবাদে প্রায় রেডি ১২৩০ বফু, সোবহানবাগ (তল্লাবাগ) এ ১৪৯৫ ও ১৫২৫ বফু, মগবাজার (মধুবাগ) এ ১০০০-১৫০৫ বফু, সাভার ডিওএইচএস এ ১৩৫০ বফু নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৬-১৫১২৪৭৯৩, ০১৭-১৫১২৪৭৯৩।** ডি-৫৯৯৪৪০

✱ ঢাকার সেন্ট্রাল রোডে ১৫৭৫ ও ১৬৮৫ বর্গফুটের পূর্ব-দক্ষিনমুখী রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয় করা হইবে। যোগাযোগ : ০১৮২০১৬৫৫১৫। মহাবু-৫৯৯৬৭২

✱ **বসুন্ধরা এফ ব্লকে প্রায় রেডি দক্ষিণমুখী চমৎকার লোকেশনে সিঙ্গেল ইউনিটের ১৯৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। জেমস্টোন রিয়েল এস্টেট লি.। মোবা : ০১৭-৭৬৭৬৭৬৮৭, ০১৭-৭৬৭৬৭৬৮৫।** ডি-৫৯৯৬৮৪

✱ বসুন্ধরা জি-ব্লকে ৮০´x৫০´ রোডের উপরে ৩৬০০ বর্গফুটের দক্ষিণ-পূর্ব কর্নার ফ্ল্যাট ২টি পার্কিংসহ বিক্রি হইবে। মোবা : ০১৬৮২৮৩৮০৩৩, ০১৭১১৫৩২১৮৭। মহাবু-৫৯৯৬৬৯

✱ **ধানমন্ডি ১২/এ রোডে আবহানী মাঠের দক্ষিণ পাশে নির্মার্ণাধীন বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে মাঠমুখী ৩৪০০ বফু ৮ম তলায় ১টি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭০০৭৭০০০৫।** ডি-৫৯৯৬৭৯

✱ বসুন্ধরা সি-ব্লক মেইনরোড-সংলগ্ন কর্নার প্লটে উন্নত মানের বিদেশি ফিটিংসসহ ১৮৫০ বফু অত্যাধুনিক রেডি ফ্ল্যাট সুলভ মূল্যে জরুরি বিক্রয়। মোবাইল : ০১৯১১২৪৮০২৬, ০১৭৩০৩১২৫৭৭। ডি-৫৯৯৬৮৫

পাত্রী চাই

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এলেভেল ইউল্যাব হতে বিবিএ (৩১-৫´-১১´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৯৭০-৫০৪৫০৪। ডি-৫৯৯৬৯৪

✱ **আমেরিকার সিটিজেন সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নিউইয়র্ক ও/এ লেভেল বিএসসি এমএসসি কম্পিউটার আমেরিকা অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩২+৫´-৯´´) পাত্র ঢাকায়। # ০১৭৬৮০০৩৬৮২।** যাবু-৫৯৯৭০৭

✱ আমেরিকান গ্রীনকার্ড হোল্ডার, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার স্যামসাং কোম্পানি আমেরিকা, বিএসসি ইইই আইইউটি, এমএস আমেরিকা (৩১-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৫৯৯৬৮৭

✱ সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পুত্র, বিসিএস এডমিন ক্যাডার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অনার্স মাস্টার্স ঢাবি (৩০-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। ডি-৫৯৯৬৮৮

✱ বিসিএস এবং ননবিসিএস ডাক্তার, এফসিপিএস/এমডি কোর্সে আছেন, জন্ম ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত অনেক পাত্রের সন্ধান রয়েছে। ০১৭০৮৬৫৭৮৪১। ডি-৫৯৯৬৮৯

✱ এমবিবিএস চিটাগাং মেডিকেল বিসিএস স্বাস্থ্য এমডি ফেইজ বি রানিং কার্ডিওলজি ঢাকায় পোস্টিং (৫´-১০´´-২৯) এমবিবিএস আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল/মেজর ডাক্তার (৫´-৮´´-৩০) সুদর্শনদ্বয়ের উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। ডি-৫৯৯৭৪১

✱ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন শর্ট ডিভোর্স, ঢাকায় স্থায়ী ফ্যামিলির একমাত্র সন্তান (৩৫-৫´-৯´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৬৭০০১৬০১। ডি-৫৯৯৭৩৯

✱ জাপানের রিটসুমেইকান ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসসি স্পেনের সিটিজেন (৪১-৫´-৮´´), ঢাকা সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৫৯৯৭৩৮

✱ ঢাকায় সেটেল্ড স্কুল শিক্ষকের কনিষ্ঠপুত্র, (৫´-১০´´+৩০) অনার্স মাস্টার্স ইকোনমিকস ঢাবি। ৪০তম বিসিএস (প্রশাসন) পাত্রের পাত্রী। ০১৫৫৬৪৯৮২৮২। ডি-৫৯৯৭৪০

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল ৩৯তম বিসিএস এফসিপিএস পার্ট-১ মেডিসিন উচ্চ শিক্ষিত পরিবার (৩২-৫´-৯´´) ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের # ০১৮৯৬২২৪৫৬৩। ডি-৫৯৯৭২৮

✱ সুপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট শিল্পপতি একমাত্র পুত্র (৩০-৫´-৯´´) সম্ভ্রান্ত পরিবার ঢাকা অভিজাত এলাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের # ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৫৯৯৭২৯

✱ বিএসসি বুয়েট, এমএস পিএইচডি আমেরিকা। আমেরিকাতে এমাজনে কর্মরত (৩২-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৯৭২০০৬৬৯৬। ডি-৫৯৯৭২৬

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-৫নং সেক্টরে ১৮৩৮ ব.ফু., বসুন্ধরা আ/এ ১২৯১, ১৫৭৫, ১৮১৬, ২১৮০, ২৭৩৯ ব.ফু., বারিধারায় ২০৩৯ ব.ফু. ও মনিপুরীপাড়ায় ১৬০৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭০৮১৪৬৩৮৫, ০১৭০৮১৪৬৩৮৭। এসবি-৫৯৯৭৪৩

✱ **গুলশানে স্বনামধন্য ডেভেলপার নির্মিত প্রিমিয়াম ব্যবহৃত ২৮৯৭ ও ৩০৭৬ বর্গফুটের সেমি-ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্ট ২টি করে গাড়ি পার্কিংসহ বিক্রয়যোগ্য। যোগাযোগ : ০১৭-১১৫৮৪৮২৯।** উবু-৫৯৯৬৯৮

✱ **পান্থপথ, কলাবাগান, পূর্ব রাজাবাজারে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছু সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১২১৮৪১৫, ০১৭৮৩৮৩৮৩৭২।** ডি-৫৯৯৬৭৮

✱ **বসুন্ধরা এম ব্লকে ৪০ ফিট এভিনিউ রোডে দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার প্লটে ২২০০ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৮।** মো.বু-৫৯৯৪০৮

✱ মোহাম্মদপুর মনসুরাবাদ হাউজিংয়ে ১০নং রোডে ১৩২০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। বেজ কনসালটেন্ট লি.। মোবাইল : ০১৩৩১৬৩৮২৬৬। ডি-৫৯৯৬৮২

✱ **মোহাম্মদপুর শাহজালাল হাউজিং-এ ১৪৩৫ ও ১৫২০ বফু ফ্ল্যাট ও বাঁশবাড়ী রোডে ১৫১৩ বফু প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭০০৭৭০০০৬।** ডি-৫৯৯৬৭৬

✱ **বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ ৩৮৪০ বর্গফুট সিঙ্গেল ইউনিট ব্র্যান্ড নিউ ৪ বেড ২ পার্কিং জরুরি বিক্রয়। ০১৭১৩৯০৯০৪৮।** ডি-৫৯৯৬৮০

✱ **আফতাবনগর পাসপোর্ট অফিসের সন্নিকটে ৬ কাঠা জমিতে দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি : ০১৮১০০০৮০১০।** ডি-৫৯৭৭৫৫

✱ উত্তরা ৮নং সেক্টরের সন্নিকটে ফায়েদাবাদ প্রাইমারি স্কুল রোড সংলগ্ন ভিটা নোভা ভবনে এখনই বসবাসযোগ্য ৩ বেড, ৩ বাথরুম, ২ বারান্দার ও পাকঘরসহ ১৩০০ বফু ও ১২৬০ বফু আয়তনের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ নং-০১৭১৫৯৮১৪০৭। ডি-৫৯৯৬৯৫

✱ **তিন মাসের মধ্যে হস্তান্তর, উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকের রাস্তা, মগবাজারে ৮৩৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪, ০১৭৪১২২০০৯১।** ডি-৫৯৯৫৯০

✱ মিরপুর কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনের সাথে ১১৫৫, ১৩৪০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট লাইনের গ্যাসসহ যেকোন একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে প্রতি বর্গফুট=৫০০০/-। ০১৭৭০২২৬৬৯৯। ডি-৫৯৯৬৯৭

✱ মোহাম্মদপুর ঢাকা উদ্যানের পার্শ্বে প্রায় রেডি ১৩৫০/১২৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৮৮-৬৮৮৭১৭, ০১৯১৫-২৪৭৫৭৮। ডি-৫৯৯৬৭৩

পাত্রী চাই

✱ ৩৮তম বিসিএস রেলওয়েতে কর্মরত। অনার্স মাস্টার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৩০-৫´-৯´´) জেলা : চিটাগাং। সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৯৫৮৪৬১০৬৭ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৫৯৯৭২৭

✱ ৩৯তম বিসিএস ডাক্তার। এমবিবিএস প্রাইভেট মেডিকেল। জেলা : চাঁদপুর। শিক্ষিত পরিবার (৩২-৫´-৭´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৩৩২৫৬৫৮৭৭। ডি-৫৯৯৭২৫

✱ আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি (সিএসই) বুয়েট, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত (৩০-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৭৬৮১০৯৫৩৩। ডি-৫৯৯৭২৪

পাত্র চাই

✱ আইইএলটিএস উত্তীর্ণ, মাস্টার্স (ঢা.বি), এসএসসি-২০০৭, (৫´-২´´) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। অভিভাবক : ০১৭২৯-০৯৬৮০৪। ডি-৫৯৯৬৭৫

✱ ভার্জিনিয়া, আটলান্টা,নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, ফ্লোরিডা, ডালাস এবং ওয়াশিংটনে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রীদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com ডি-৫৯৯৭১০

✱ ঢাকায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুন্দরী, নামাজী কন্যা এমবিএ আইবিএ (৩৭-৫´-৩´´) শর্ট ডিভোর্স ব্যাংকে কর্মরতর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। ০১৭১০০৮৪০০৯, ০১৭১৫২৫৯৭৮৭। ডি-৫৯৯৭০৮

✱ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত গভ. উচ্চপদস্থের কন্যা, এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ/ইন্টার্নিরত (২৩+৫´-৪´´) সুদর্শনা সুন্দরীর দেশ বিদেশের উপযুক্ত। ০১৭১৯০৩৭৩৬৫। ডি-৫৯৯৭৩৬

✱ বাংলাদেশ থেকে ব্যাচেলর অফ ফার্মেসি (বিফার্ম) সমাপ্তকারী আমেরিকার গ্রিনকার্ডধারী ২৭ বছরের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পাত্রীর জন্য শুধুমাত্র বুয়েট অথবা কম্পি.বিজ্ঞান ডিগ্রিধারী অনূর্ধ্ব ৩২ বছরের নামাজী পাত্র চাই। বায়োডাটা ও ছবিসহ যোগাযোগ shuvobibaho2016@gmail.com ডি-৫৯৯৭১১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-১৬নং সেক্টরে ১৫০২, ১৬৭৭ ব.ফু., ১৭নং সেক্টরে ১৭১৬, ১৭৬৫ ও ১৬৯১ ব.ফু., পশ্চিম ধানমন্ডিতে ১০৭৩ ব.ফু. ও শ্যামলী রিং রোডে ১২৩৫, ১২৮৫, ১২৬৫, ১৩১৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭০৮১৪৬৩৮৭, ০১৭৩০০৮৮০০১। এসবি-৫৯৯৭৪৪

✱ **(রেডি) মতিঝিল গোপীবাগে ৩য় লেনে লিফট, জেনারেটর, পার্কিংসহ কর্নার প্লটে ১৩৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৫৫৫৮২৮০১, ০১৭৫৫৫৮২৮০২।** যাবু-৫৯৯৭০৩

✱ **রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়! দিয়াবাড়ি, উত্তরা, বসুন্ধরা, মিরপুর, কাকরাইল ও ক্রিসেন্ট রোডে অত্যাধুনিক ফিটিংসে নির্মিত ১১০৫, ১১১৬, ১৯৮৭, ১৫৮৭, ১৫১৭, ২০২৮, ১৯২৭, ১৮৯৮ ও ২৩৩৭ বর্গফুট। ০১৭১৩১৭৮৬০৩, ০১৭১৩১৭৮৬০১।** টিবু-৫৯৯৪৩৩

✱ **সাভার ডি ও এইচ এস ১৩৯৭ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী এবং পূর্বমুখী নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮১৪৬৩৮১,০১৭০৮১৪৬৩৮২।** এসবি-৫৯৯৭৪৫

✱ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্র্যান্ড নিউ ২৬৪৩ বর্গফুটের রেডি অ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। ডি-৫৯৯৬৭৪

✱ **শ্যামলী রিংরোডে হক সাহেবের গ্যারেজের পাশে অল্প কিছুদিন ব্যবহৃত তিতাসগ্যাস সংযুক্ত ১৪৩৫ ব.ফু. দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৬০৭১১৮৯৯, ০১৭১৭১৯৯১৬৩।** ডি-৫৯৯৫৯১

✱ **বসুন্ধরা আ/এ ই ব্লকে ১৭০০ ও ২৩০০ এবং আফতাবনগরে এফ ব্লকে ১৩৮৫ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৫৫৬০৫০৭১।** টিবু-৫৯৯৫৪০

✱ **বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১।** বিকেএন-৫৯৯৭১৮

✱ আধুনিক সকল সুবিধাসহ ধানমন্ডি, সাতমসজিদ রোড সংলগ্ন জাফরাবাদে (১১০০-১৩৩০ ব.ফু.) রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৮১০০৩২৫১৪, ০১৮১০০৩২৫১১। মো.বু-৫৯৯৪১৮

✱ শিয়ামসজিদ সংলগ্ন মোহাম্মদিয়া হাউজিং লি. ও নবোদয় হাউজিং লি. এবং আদাবরে ১৩৮০-১৮২০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫০৭, ০১৮১০০৩২৫১০। মো.বু-৫৯৯৪১৯

✱ উত্তরা ৩ নং সেক্টরের ৪ নং (৬০ ফুট) রোডে, ৩২০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি পূর্বমুখী সিঙ্গেল ইউনিট এপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬। টিবু-৫৯৯৫২৩

✱ ধানমন্ডি ৮/এ কেয়ারী প্লাজার পাশে সুনামধন্য কোম্পানির ১৯৯০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। ডি-৫৯৯৭১৪

পাত্র চাই

✱ মধ্যম পরিবারের সুন্দরী ৫´-৩´´-বয়স-২৩- আলেমা/দাওরা পাস পাত্রীর জন্য নামাজি, দেশে-বিদেশে-চাকুরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। ০১৯২৯৪৩৪৬৩৭। টিবু-৫৯৯৫৪৫

✱ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ইইই সুন্দরী নামাজি (২৬-৫´-৪´´) উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর দেশের/প্রবাসের প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। মোবাইল : ০১৯৯৩-৮১৯৭৯৫। ডি-৫৯৯৬৯১

✱ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এমবিএ আইবিএ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত চীফ ইঞ্জিনিয়ার পিতা (৫´-৫´´-২৬) সুন্দরী পাত্রীর পাত্র। মোবাইল : ০১৭১৪৮৮১৫৪৪ alammoudud@gmail.com ডি-৫৯৯৬৯২

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এ লেভেল এবং ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৬´´) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল : ০১৭২৯-২৬১৮৭৬/০১৭৮০-৪১৪৮৯৭। ডি-৫৯৯৬৯৩

✱ দেশে এবং প্রবাসে অবস্থানরত ২৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের ডিভোর্সসহ অনেক সুশ্রী পাত্রীর সন্ধান রয়েছে। আগ্রহী উচ্চশিক্ষিত পাত্র/অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন ‘বিবাহবন্ধন’ # ০১৭১৫০৪৫২০৯, ০১৭১৫৬৪৩৯৬৮। ডি-৫৯৯৬৯০

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশীপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা-হোম সার্ভিস # ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com ডি-৫৯৯৬৯৬

✱ ফ্রি রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে! আপনার কাঙ্ক্ষিত জীবনসঙ্গী খুঁজতে সেটেল্ড ম্যারেজ ১০০% নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। ভিজিট করুন। হোয়াটসঅ্যাপ-০১৭১১৭৮২৯৬০। www.settlemarriage.com খিলবু-৫৯৯৭০৭

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি, বাংলাদেশ, উত্তরা-হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৫৯৯৭৩০

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ **খিলক্ষেত ল্যা-ম্যারিডিয়ান হোটেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে ১-৫ বেড এর রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০১৭, ০১৭৫৫৫১১০১৯।** ডি-৫৯৯৬২৩

✱ **দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়! মিরপুর ২, ১০-এ আধুনিক জীবন-যাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ১৫১৭-২০৫৮ বর্গফুট। ০১৭১৩১৭৮৬২০, ০১৭১৩১৭৮৬০৫।** টিবু-৫৯৯৪৩৪

✱ **বসুন্ধরা, আফতাবনগর, সাভার ডিওএইচএস-এর আকর্ষণীয় লোকেশনে প্রায়রেডি ১১৭৫-২১০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। (এনপিএল)-০১৯৬৬৬১১৮৫৪, ০১৯৬৬৬১১৮৫৫।** ডি-৫৯৯৪৭০

✱ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটিতে আদাবর, দক্ষিণমুখী গ্যাস সংযোগসহ ১২৭০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ রেডি ফ্ল্যাট জরুরীভিত্তিতে বিক্রয়। ০১৭১৬০৯৪৪৫৭। টিবু-৫৯৯৫৩৩

✱ **৭.৫ কাঠা জমিতে রেডি ২৭৬০ বর্গফুটের এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি হবে। বসুন্ধরা ব্লক বি। ০১৯৩৯৯১৯৮০১, ০১৯৩৯৯১৯৮০২।** টিবু-৫৯৯৪৮৫

✱ **সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধায় আদাবর, মনসুরাবাদ হাউজিং-এ চমৎকার লোকেশনে নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী এবং চারপাশ খোলামেলা প্রজেক্টে, ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং ও কিচেনসহ প্রায়রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ : ১৩০০, ১৩৬০, ১৫৮০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৩, ০১৭৬২৬৮৫১২৪।** ডি-৫৯৯৪৪৫

✱ **ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ৩০০০, ২৩২৮ বর্গফুট এবং ১২-এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১; ০১৮৪৪৬০০৩৫৩।** বিকেএন-৫৯৯৭১৯

✱ **বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আকর্ষণীয় লোকেশনে সকল নাগরিক সুবিধাসহ ১৫২০, ১৭০০, ২২০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট স্বল্প মূল্যে বিক্রয়। মোবাইল : ০১৩২২-৮৪০০৫৪।** ডি-৫৯৯৭২১

✱ ধানমন্ডি ৩নং রোডে ১৬৪৫ বর্গফুট ও ৯/এ রোডে ১৫০০ বর্গফুট, ৩ বেডের পার্কিং গ্যাস সংযোগসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৫৯৯৬০৪

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৫৯৯৩৯২

✱ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেড রুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৮১০০৩২৫১০, ০১৮১০০৩২৫১৫। মো.বু-৫৯৯৫৯৩

গাড়ি বিক্রয়

✱ টয়োটা প্রিমিও, ইফএক্স প্যাকেজ। মডেল ২০১৫, রেজিস্ট্রেশন ২০১৬, গ্রে কালার মাইলেজ ৪৭১০০ কি.মি.। মোবাইল : ০১৩১৪৪১৫৯৫৮, ০১৮২৯৮৩২৫৭৪। ডি-৫৯৯৭৩৪

বিবিধ

✱ **গোডাউন ভাড়া/বিক্রয় :** ১০০০ বর্গফুটের গোডাউন স্পেস ভাড়া/বিক্রয় হবে। শেওড়াপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনের কাছে ও বেগম রোকেয়া সরণি মেইন রোডের সাথে অবস্থিত। যোগাযোগ : ০১৯৭৩-২৪৩৬১৯, ০১৯৭৩-২৪৩৬১৭। মহাবু-৫৯৯৬৭০

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ **বসুন্ধরায় ভিকারুননেসা স্কুল সংলগ্ন ২০৯৬ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৪, ০১৮৪৪০৫০৯১৫।** ডি-৫৯৯৫৫০

✱ **উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গী আনারকলি রোডে আধুনিক কনডোমিনিয়াম প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। এখানে রয়েছে সুইমিংপুল, জিম, ছাদ-বাগান এবং নাগরিক জীবনের অন্যান্য সকল সুবিধাদি। ০১৩৩২৮০৭০৯৪, ০১৩২৯৭১৩৬৮৪।** ডি-৫৯৯৫৪২

✱ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ বর্গফুট পার্কিংসহ ৬তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৪৮৫৫১১০। ডি-৫৯৯৭১৫

✱ আসাদ এভিনিউ ব্র্যান্ডনিউ ২০৫০ ব.ফু. সিঙ্গেল ইউনিট, লালমাটিয়া ব্লক-জি ২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী ৪ বেড ২ পার্কিংসহ ও ডি-ব্লকে ১৪৯৫ ব.ফু. ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯১৮৭৩৬১২৭। ডি-৫৯৯৭১৬

প্লট বিক্রয়

✱ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিকে এম ব্লকে ৫ কাঠা কর্নার ও পি-ব্লকে ৩ কাঠা কর্নার প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১১৩২০২৫। যাবু-৫৯৯৭০৬

✱ **বসুন্ধরা অভিজাত এলাকায় দক্ষিণমুখী ও উভয় দিকে রাস্তাসহ বাউন্ডারিকৃত সম্পূর্ণ রেডি ও এখনই বাড়ি করার উপযোগী ২০ কাঠার প্লট স্বল্প মূল্যে। ০১৩২২-৮৪০০৫৪।** ডি-৫৯৯৭২২

✱ ৩০০´ পূর্বাচল/১২০´ মাদানী অ্যাভিনিউ/আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথে বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কাঠা ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭৫৫-৬৩৫১১৫। ডি-৫৯৯৭০৯

✱ পূর্বাচলে লিজডিড মিউটেশনকৃত ডিজিটাল এমআইএসকৃত ৮নং সেক্টরে উত্তরমুখী সরকারি এলোটি ১০ কাঠা ও বাউন্ডারিকৃত দক্ষিণমুখী ৫ কাঠা বিক্রয়। ০১৭৬৫২৫৮৩৩০। খিলবু-৫৯৯৭০১

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৮নং সেক্টরে ৫ কাঠা প্লট বিক্রয় করবো। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১৮০০৯১৪৬। ডি-৫৯৯৭৩৭

✱ ইস্টার্ন হাউজিং পল্লবী (২য় প্রকল্প) ব্লক-এম, প্লট নং-৪০, রোড নং-২৭। এখনই বাড়ি করার উপযোগী। আগ্রহী ক্রেতাগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। ফোন : ০১৭১১৫৮৭২৫৯। ডি-৫৯৯৭১২

বিবিধ বিক্রয়

✱ **অফিস স্পেস : ৫ লক্ষ টাকায় ভাড়ায় চালিত মতিঝিল-এ অফিস স্পেস বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৫৫৫১১০২৬, ০১৭৫৫৫১১০০৫।** ডি-৫৯৯৬২৭

✱ **দোকান ও শোরুম : উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গীর বাণিজ্যিক এলাকায় সম্পূর্ণ এসি মার্কেটে সাফকবলায় মালিকানাসহ দোকান ও শোরুম বিক্রয় চলছে। রয়েছে একাধিক লিফট, আধুনিক এস্কেলেটর এবং পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা। ০১৩২৯৭১৩৬৮৪, ০১৩৩২৮০৭০৯৪।** ডি-৫৯৯৫৩৮

আবশ্যক

✱ (ইলেক্ট্রিশিয়ান/সহকারী ভূমি কর্মকর্তা/কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী/ভবন সিকিউরিটি গার্ড) ৬৬নং দিলকুশা বা/এ, মতিঝিলে অবস্থিত চাঁন্দ গ্রুপের হেড অফিসের জন্য উল্লেখিত পদগুলোতে জরুরিভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হইবে। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদসহ যথাশীঘ্র উল্লেখিত ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হইল। ০১৭৩৩-৮৯৮০৭৭, ০১৭০৬-০০১২০২। chandgroupbd66@gmail.com ডি-৫৯৯৬৮৬

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ **বনানী ডি-ব্লকে মনোরম পরিবেশে পার্ক সংলগ্ন ২৯৮৯ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৫, ০১৮৪৪০৫০৯১৪।** ডি-৫৯৯৫৫৪

✱ **বসুন্ধরায় দক্ষিণমুখী আগাখান ও ভিকারুননেসা স্কুল সংলগ্ন এফ, জি ও কে-ব্লকে ৩ ও ৪ বেডের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩৫০২৪৭৬, ০১৭১৩৫০২৩৯২।** মো.বু-৫৯৯৪১৬

✱ মোহাম্মদপুরে মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটিতে এখনই বসবাসযোগ্য দক্ষিণমুখী ১৪৪৩, ১৩৮৫ ও ১৩৩৮ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৩০০১৯৭৫০। মো.বু-৫৯৯৬৯৯

প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচলে প্লট বিক্রয়। সেক্টর-২৫, রোড-২০৬, প্লট-৪৫, পূর্বমুখী প্লট, ১০ কাঠা। যোগাযোগ : ০১৬১৬১৩৫৭০০। ডি-৫৯৯৫৮৯

✱ **জমির শেয়ার বিক্রয় বসুন্ধরা আবাসিকে আই-ব্লকে ১৩০ ফিট রোডের কাছে ০৪ কাঠা প্লটে জি+০৭ শেয়ার বিক্রয়। ০১৭১৭৮০০৭৯৯।** যাবু-৫৯৯৭০৪

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৪৮৪১৭২৪। টিবু-৫৯৯৫২২

✱ **আর্মি জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে ২নং সেক্টরে ১০/২০ কাঠা কর্নার উত্তরা ১৩নং সেক্টরে ৫ কাঠা বসুন্ধরা এম-ব্লকে ৩০ কাঠা কর্নার ও এন-ব্লকে ৪ ও ১০ কাঠা। যোগাযোগ : ০১৭৩৮৯৯৯১১১।** ডি-৫৯৯৪৯৮

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৩৬। টিবু-৫৯৯৫২০

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৩০০ ফুট সংলগ্ন সেক্টর-২, প্লট-৩, রোড-৩০২এফ, ৩ কাঠা রেডি বাউন্ডারি প্লট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৪০২৮৯৮৩০৩। ডি-৫৯৯৩২৪

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৪৪-২৪৩৮৮৭। টিবু-৫৯৯৪৮৩

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিক এলাকায় ব্লক-এম ৫ কাঠা দক্ষিণমুখী সব কমপ্লিট। মোবাইল : ০১৭১৬২৬৬১৮৮, ০১৭৭৬৬৬৬৬৬৮। ডি-৫৯৯৪৯০

✱ বসুন্ধরা বারিধারায় এম-ব্লকে, প্লট ২০০২, কাঠা ৫ প্লট বিক্রয় হইবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৯৫৯-০১৭১৪১। ডি-৫৯৯৬৭৭

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে এল-ব্লকে ৪ কাঠা সামনে ৪০ ফিট রাস্তা ও পি-ব্লকে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৯১৯৪৯১৪৩৫। যাবু-৫৯৯৭০৫

জমি বিক্রয়

✱ জমির শেয়ার : রাজউক পূর্বাচল সেক্টর-২ এ ৩০০ ফিটের সাথে এবং লেকের পাশে ১০ কাঠা জমিতে ২২২৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার বিক্রয় হবে। ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৫৯৯৬৮১

✱ “ঢাকার সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা বসুন্ধরায়” এন-ব্লকে দক্ষিণমুখী ২টি প্লট-“৩ কাঠা ও ১০ কাঠা” ও জলসিঁড়িতে ১৩০ ফুট ও ৪০ ফুট রোডে ৫ কাঠা। ০১৭০৮৪২২৩৩৭, ০১৭০৮৪২২৩৬১। ডি-৫৯৯৬৮৩

✱ বসিলা ঘাটারচর মোড়ের নিকটে শান্তিনগর ১২ ফিট রাস্তা সংলগ্ন ৫.৪৩ শতাংশ বাউন্ডারীকৃত নিষ্কণ্টক বাড়ী করার উপযোগী জমি বিক্রয়। ০১৭১৪৭৭৬৭৯৭। ডি-৫৯৯৭১৭

✱ আসাদ এভিনিউ মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন উত্তরমুখী মেইন রোডে ৩ কাঠা জমিসহ ৩ তলা ভবন ও পূবালী ব্যাংকের পাশে দক্ষিণমুখী ৩.৭৫ কাঠা জমি বিক্রয়। ০১৯১৮৭৩৬১২৭। ডি-৫৯৯৭২৩

ব্যবসায়ীক সহযোগী আবশ্যক

স্বনামধন্য রিয়েল এস্টেট ও গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবসায়ীক সহযোগী আবশ্যক। কেবলমাত্র প্রকৃত ব্যবসায়ীক সহযোগীকে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

যোগাযোগ: 01841 606428 (বিজ্ঞটক, ঢাকা)

ISO: 9001:2008 Certified

Dhaka Power Distribution Co. Ltd.

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

(An Enterprise of the Government of the People's Republic of Bangladesh)

বিদ্যুৎ ভবন (৩য় তলা), ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

Web site : www.dpdc.gov.bd

e-Tender Notice

e–Tenders are invited through the national e-GP portal for the following procurement of works/goods.

e-Tender ID	Name of Works	Closing & Opening Date & Time	Procuring Entity/ Contact Persons
1017627	Supply of various kinds of printing items for NOCS Adabor, DPDC for the financial year 2024-25.	09/10/2024 13.00	(Md. Tariqul Islam) Superintending Engineer NOCS Circle Shamoli, DPDC. House Number:24, Block-C, Ring Road, Japan Gerden City, Dhaka-1207 Phone: 02-8105518 E-mail: seshamoli@dpdc.gov.bd

The interested persons/firms/organizations may visit website (http://www.eprocure.gov.bd) to get the details.

DGM (HR) Public Relations, DPDC

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Director
Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka.
Email : mitford@hospi.dghs.gov.bd

Memo.No: MH/MSR Tender/2024-25/24/ 31120 — Dated : 22/09/2024

Invitation for Tender

Sealed tenders are hereby invited from bonafide experienced importer/Agent/Supplier/Distributor to Supply MSR Items (Goods) as per PPA-2006 & PPR-2008 for the year 2024-2025 for Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital (SSMCMH), Dhaka. Terms & conditions are as follows :

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH		
1	Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare
2	Agency	Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka-1100
3	Procuring Entity Name	Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka-1100
4	Procuring Entity Code	GOB
5	Procuring Entity District	Dhaka.
6	Invitation for	**MSR ITEMS (চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ) Code No : 3252105**
7	Invitation Ref. No. & Date	**No. MH/MSR Tender/2024-25/24/ 31120 Dated : 22/09/2024**
KEY INFORMATION		
8	Procurement Method	**Open Tendering Method (OTM)**
FUNDING INFORMATION		
9	Budget and Source of Funds	GOB
PARTICULAR INFORMATION		
10	Tender Publication Date	**28/09/2024**
11	Tender Last Selling Date	**26/10/2024**
12	Tender Closing Date and Time	**27/10/2024 up to 12.00 pm.**
13	Tender Opening Date and Time	**27/10/2024 at 01.00 pm.**
14	Name & Address of the Offices: a. Selling Tender Document	**a) Office of the Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka-1100. b) Office of the Director, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka.**
	b. Receiving Tender Document	**a) Office of the Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka-1100. b) Office of the Director, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka.**
	c. Opening Tender Document	**Office of the Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka-1100.**
INFORMATION FOR TENDERER		
15	Eligibility of Tenderer	a. The tenderer should have upto-date valid Trade licence (2024-25), VAT registration certificate & Income tax clearance certificate (2023-24). b. The tenderer shall be a Manufacturer/Importer/Agent/Supplier/Distributor. If the tenderer is supplier then he/she shall have specific experience for supply of similar goods & related services as per schedule. c. The tenderer must submit a photocopy of his/her National ID Card. d. Others terms & conditions are enclosed in the tender document.
16	Brief Description of Goods	**Procurement of MSR ITEMS In the FY 2024-2025, EC-Code No-3252105**
17	Pre-Tender Meeting	**17/10/2024 at 10 A.M.** Conference room, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka.
18	Price of Tender Document (Tk)	Group-1 to group-5 for Tk. **3000/- (Three thousand)** & Group-6 Tk. **2000/- (Two thousand)** only (Non-refundable) shall be deposited from any schedule bank to treasury challan in the Financial Code No.1-2711- 0000-2366 with online Challan verification.

Group No	Identification of Tender	Location	Tender Security Amount (Tk.)	Completion Date
01	Medicine	SSMCMH, Dhaka	১৪,৬৭,০০০/- **(Fourteen lac Sixty Seven thousand)** refundable by bank draft or pay order from any schedule bank on behalf of Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka	As per work order
02	Surgical Instrument	SSMCMH, Dhaka	১৫,২৬,০০০/- **(Fifteen lac Twenty Six thousand)** refundable by bank draft or pay order from any schedule bank on behalf of Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka	-Do-
03	Chemical Re-agent & X-Ray Film	SSMCMH, Dhaka	৫,৯০,০০০/- **(Five lac Ninety thousand)** refundable by bank draft or pay order from any schedule bank on behalf of Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka	-Do-
04	Gauge, Bandage, Cotton	SSMCMH, Dhaka	৯,৪০,০০০/- **(Nine lac forty thousand)** refundable by bank draft or pay order from any schedule bank on behalf of Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka	-Do-
05	Linen	SSMCMH, Dhaka	৯,৪০,০০০/- **(Nine lac forty thousand)** refundable by bank draft or pay order from any schedule bank on behalf of Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka	-Do-
06	Furniture	SSMCMH, Dhaka	২,৩৫,০০০/- **(Two lac Thirty Five thousand)** refundable by bank draft or pay order from any schedule bank on behalf of Director, Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka	-Do-

PROCURING ENTITY DETAILS				
19	Name of Official Inviting Tender	**Brig Gen Md. Mazharul Islam Khan**		
20	Designation of Official Inviting Tender	Director		
21	Address of Official Inviting Tender	Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka-1100.		
22	Contact details of Official Inviting Tender	Tel. No. 57317466	Fax No. 57319006	e-mail : Mitford@ hospi.dghs.gov.bd
23	a. The procuring entity reserves the right to accept or reject any or all of the tenders. b. If the date of selling, receiving or opening of tenders is disturbed under any unavoidable circumstances, the next working day will be applicable for the same respectively. c. Tender schedule or any item/specification shall not be modified/altered by the tenderer.			

(Brig Gen Md. Mazharul Islam Khan)
Director
Sir Salimullah Medical College Mitford Hospital, Dhaka.

চলে গেলেন 'হ্যারি পটার' অভিনেত্রী

হ্যারি পটার অভিনেত্রী ম্যাগি স্মিথ গতকাল মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

বিটিভিতে আজ 'হায়ার ম্যাথমেটিকস'

বাংলাদেশ টেলিভিশনে আজ রাত ৯টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হবে একক নাটক *হায়ার ম্যাথমেটিকস*। মাসুদুর রহমানের রচনায় নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মোল্লা আবু তৌহিদ। এতে অভিনয় করেছেন তনয় বিশ্বাস, লাবণ্য চৌধুরী, দিলরুবা দোয়েল, মাসুম বাশার প্রমুখ। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

হায়ার ম্যাথমেটিকস-এর দৃশ্য।
ছবি : বিটিভির সৌজন্যে

ফেরার আনন্দ

আবার মঞ্চে ফিরে আনন্দিত শানায়া টোয়েন। ২০০৪ ও ২০১৮ সালে গলায় দুবার অস্ত্রোপচার হয় এই কানাডিয়ান গায়িকার। তাঁর গানের ক্যারিয়ার নিয়েও তৈরি হয় শঙ্কা। তবে সেসব কাটিয়ে মঞ্চে ফিরেছেন ৫৯ বছর বয়সী গায়িকা। তিনি জানিয়েছেন, আবার ভক্তদের সামনে ফিরে রোমাঞ্চিত বোধ করছেন তিনি। **বিনোদন ডেস্ক**

শানায়া টোয়েন। ছবি : রয়টার্স

নিশ্চিত করলেন রিজ

রোমান্টিক কমেডি সিনেমা *লিগ্যালি ব্লন্ড*-এর প্রিকুয়েল আসবে, অনেক দিন ধরে এমন কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল; এবার খবরটি নিশ্চিত করলেন রিজ উইদারস্পুন। ২০০১ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, প্রিকুয়েলে 'এলি উড' চরিত্রটির কৈশোরের গল্প উঠে আসবে। **বিনোদন ডেস্ক**

লিগ্যালি ব্লন্ড-এর দৃশ্য।
ছবি : আইএমডিবি

১১ বছর পর

প্রায় ১১ বছর পর পূর্ণাঙ্গ স্টুডিও অ্যালবাম নিয়ে আসছেন কে-পপ কিংবদন্তি চো ইয়ং পিল। ২০ শিরোনামে অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে ২২ অক্টোবর। এটি তাঁর ২০তম অ্যালবাম। তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম *হ্যালো* প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। **বিনোদন ডেস্ক**

কে-পপ গায়ক চো ইয়ং পিল।
ছবি : ইনসাইট এন্টারটেইনমেন্ট

মুক্তির অপেক্ষায় থাকা রায়হান রাফীর ওয়েব ফিল্ম *মায়া*র কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে **সারিকা সাবরিন**কে। এ ছাড়া তিনি কাজ করেছেন পরিচালক আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের সঙ্গেও। অভিনয়ের সঙ্গে চলছে উপস্থাপনাও। নানা প্রসঙ্গে গতকাল বিকেলে অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন **মনজুর কাদের**

'মায়া' বাড়াতে আসছেন সারিকা

সাম্প্রতিক

সারিকার যখন সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তখন তিনি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের স্টুডিওতে। জানালেন, 'আমার আমি' অনুষ্ঠানের রেকর্ডিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চার বছর ধরে এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন। তাই ভালোবাসা ও মায়া জন্মে গেছে। মায়ার কথা বলে নিজেই বললেন, 'এখানেও মায়া! আসলে মায়া ছাড়া কি জীবন চলে! জীবনে মায়া দরকার।' জীবনে আর কী কী দরকার? এমন প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে বললেন, 'অনেক কিছুই তো দরকার।'

সঞ্চালনায় চার বছর

২০২০ সাল থেকে উপস্থাপনা করছেন। আগামী নভেম্বরে সঞ্চালনায় চার বছর পূর্ণ হবে। মাসে চারটি পর্ব সঞ্চালনা করেন তিনি, নভেম্বরে ১৯২ তম পর্ব উপস্থাপনা করবেন। 'আমার আমি' দিয়েই সারিকার সঞ্চালনায় অভিষেক। শুরুতে অবশ্য রাজি ছিলেন না। অনুষ্ঠানের তৎকালীন প্রযোজক সাজ্জাদ হুসাইনের উৎসাহে শুরু করেছিলেন। এখনকার প্রযোজক তাহমিনা মুক্তাও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। 'আমি আসলে মনে করেছি, দিস ইজ নট মাই কাপ অব টি। পরে যখন শুরু করলাম, প্রযোজক খুব সহযোগিতা করেছেন। অনুষ্ঠানে এমন অনেক অতিথির সঙ্গে দেখা হয়, যাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা নয়। আমাদের তো সাধারণত নাটকের মানুষের সঙ্গে কাজ হয়। উপস্থাপনার কারণে সংগীত, চলচ্চিত্রের সামনের ও পর্দার পেছনের সবার সঙ্গে দেখা হয়। নতুন প্রজন্ম, আমাদের প্রজন্ম বা আমাদের আগের প্রজন্ম—ঘুরেফিরে অনেকের সঙ্গে গল্প হচ্ছে। ভাবনার আদান-প্রদান হচ্ছে। সবার জীবনের গল্প শুনছি, অনেক কিছু শিখছি। সামনাসামনি বসে আরেকজনের জীবনদর্শন, মত-দ্বিমত যখন শুনছি, তখন সেটা আমাকে মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করে।' বলেন সারিকা।

প্রিয় উপস্থাপক

দেশে সারিকার প্রিয় উপস্থাপক হানিফ সংকেত। সারিকার মতে, 'আমরা ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি "ইত্যাদি" দেখে। ঈদ কিংবা অন্য যেকোনো উপলক্ষ বা সময়ে টিভির সামনে বসে অনুষ্ঠানটি দেখার ব্যাপারটাই অন্য রকম ছিল। ওই সময় বিনোদনের এত মাধ্যমও ছিল না। হানিফ সংকেতের কথা বলার স্টাইল, অনুষ্ঠানের কনটেন্টেও থাকত শিক্ষণীয় ব্যাপার, যা আমাদের প্রজন্ম মনে রেখেছি। শুধু কি তাই, এই একটি অনুষ্ঠান অনেক শিল্পীর জীবনও পাল্টে ফেলেছে। তখন তো দর্শক হিসেবে দেখেছি, ওইটার প্রভাব আসলেই অন্য রকম।' দেশের বাইরেরও কয়েকজন উপস্থাপকের উপস্থাপনা সারিকার ভালো লাগে। তাঁদের মধ্যে স্টিভ হার্ভি, এলেন ডিজেনারেস, জিমি ফ্যালন অন্যতম।

'মায়া'র টানে

সারিকাকে প্রথম ওয়েবে দেখা যায় অ্যানথোলজি সিনেমা *ক্যাফে ডিজায়ার*-এ। রবিউল আলম রবির সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত ছিল বলে জানালেন সারিকা। কারণ হিসেবে বললেন, 'নির্মাতা হিসেবে যেমন দুর্দান্ত, তেমনি খুবই ধীরস্থির ও শান্ত একজন পরিচালক।' রবির সঙ্গে ওয়েব ফিল্মের আগে নাটকের শুটিংও করেছেন সারিকা। তখনো বোঝাপড়া দারুণ ছিল বলে জানালেন এই তারকা। *ক্যাফে ডিজায়ার*-এর সঙ্গে *মায়ায়* অভিনীত চরিত্রটির একটা মিলও আছে বলে জানালেন সারিকা, 'আমার চরিত্রের নাম ছিল সায়রা, দারুণ একটা চরিত্র। একজন নারীর জীবনকে প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে *মায়া* ওয়েব ফিল্মেও ব্যাপারটি একই। আমাদের এখানকার গৃহবধূ বা একজন নারীর জার্নির গল্প।' *মায়াতে* প্রথমবারের মতো রায়হান রাফীর সঙ্গে কাজ করলেন তিনি। রাফীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সারিকা বললেন, 'কাজ করতে গিয়ে শিল্পীর সঠিক যে সম্মান, কমফোর্ট জোন দিতে হয়, তিনি সেটা ভালোভাবে মাথায় রেখে কাজ করেন। শুটিংয়ের আগেও ভালোভাবে প্রস্তুতি নেন। টিমটাও বেশ গোছানো।'

ছয় বছর পর বন্ধুর দেখা

মায়া সারিকার দ্বিতীয় ওয়েব ফিল্ম হলেও চিত্রনায়ক ইমনের প্রথম। সিনেমাটিতে 'মায়া' চরিত্রে সারিকা আর 'রাহাত' চরিত্রে ইমন অভিনয় করেছেন। একটা সময় ইমন-সারিকা দুজন অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। কাজ করেছেন বিজ্ঞাপনচিত্রেও। দুজনের মধ্যকার বন্ধুত্বও ছিল চমৎকার। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বছর পর *মায়া* দিয়ে দুজনের দেখা হয়েছে। সারিকা বললেন, 'কাজ তো হয়নি, এমনকি আমাদের যোগাযোগও ছিল না। কথা বলার পর যখন শুনলাম সহশিল্পী ইমন, অবাক হলাম। কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতাও ভালো। দুই চরিত্রের রসায়ন দর্শকের ভালো লাগবে। শুটিংয়ের সময় বলেছি, এবার নতুন এক ইমনকে দেখতে পাবে দর্শক। অভিনয়ে অনেক পরিণত হয়েছে। পরিচালকও তেমনটাই বলেছেন।'

প্রসঙ্গ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ

রেহানা মরিয়ম নূর নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ সম্প্রতি সারিকাকে নিয়ে একটি প্রকল্পের শুটিং শেষ করেছেন। এটি সিনেমা, ওয়েব ফিল্ম, নাকি ওয়েব সিরিজ, সে ব্যাপারে যাঁরা শুটিং করেছেন, কেউ জানেন না! সারিকাও তেমনটাই জানালেন। কাজটি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে, সাদের এই কাজের সর্বশেষ অবস্থা জানি না।' সাদের সঙ্গে আগে দুটি বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজ করেছেন সারিকা। সেই কাজের অভিজ্ঞতা বেশ ভালো। এ কারণেই নতুন কাজের প্রস্তাব পেয়ে না করেননি। তাঁর ভাষ্যে, 'পরবর্তী সময়ে সাদের অন্য একটা কাজের কথা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। আফসোস ছিল। পরে এই কাজের প্রস্তাব যখন এল, দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করিনি। চরিত্র কী, তা নিয়েও ভাবিনি। কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, সে প্রচণ্ড পরিশ্রমী একজন নির্মাতা।'

সারিকা সাবরিন।
ছবি : কবির হোসেন

গতকাল ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে উচ্চাঙ্গসংগীতের অনুষ্ঠান 'সুনাদ'-এ ছিল নবীন শিল্পীদের পরিবেশনা। ছবি : বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে

শেষ হলো দুই দিনের 'সুনাদ'

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

উচ্চাঙ্গসংগীতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়' দশম বর্ষে পদার্পণ করল এবার। সে উপলক্ষেই শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দুই দিনের সংগীতায়োজন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রথম দিন বৃহস্পতিবার 'সুনাদ' নামে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। শুরুতে সংক্ষিপ্ত সূচনা বক্তব্য দেন বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী। তিনি জানান, ২০১২ সালে তাঁরা যখন অনেক বড় আকারে উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসবের সফল আয়োজন করেছিলেন, তখনই দেশের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চাঙ্গসংগীত শিক্ষা ও চর্চার জন্য একটি মানসম্মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সেই সূত্রেই একপর্যায়ে বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের প্রতিষ্ঠা।

এরপর গান আর বাজনা। শুরু হয়েছিল সমবেত কণ্ঠে ইমন রাগের খেয়াল দিয়ে। এতে অংশ নেন শাশ্বত কুমার মণ্ডল, মিথিলা ফাল্গুনী মণ্ডল, কুমার বিক্রমাদিত্য সরকার, মাহির আজমাইন, সদ্য মজুমদার, ত্বকী ইয়াসার ইমান ও দিব্যশ্রী সাহা। সালাহউদ্দিন মোহাম্মদের সঞ্চালনায় আসরের শেষ পরিবেশনা ছিল সজীব সরকারের তিন তালে একক তবলাবাদন।

গতকাল একই সময়ে জমেছিল আসর। ছিল একক ও দলীয় পরিবেশনা। এদিন ধ্রুপদ পরিবেশন করেছেন সংগীতালয়ের নবীন শিক্ষার্থী অম্বর জন পিউরিফিকেশন, আবৃত্তি মেরি পিউরিফিকেশন, লিলিয়ান অদ্রি বিশ্বাস, প্রফুল্ল অংশুমান, প্রথমা রানী সরকার, আয়ূশী সাহা, টিউলিপ নন্দী। তাঁদের সঙ্গে পাখোয়াজে সংগত করেছেন দেবাদিত্য বণিক। একক সারেঙ্গি বাজিয়ে শুনিয়েছেন শৌণক দেবনাথ ঋক। তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন কুমার প্রতিবিম্ব। দিব্যময় দেশ ধ্রুপদ শুনিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ ও তানপুরায় ছিলেন কুমার প্রতিবিম্ব ও অপূর্ব কর্মকার। তবলায় তিন তাল পরিবেশন করেন ওম অভ্র চৌধুরী, অপূর্ব জ্যোতি দত্ত, অর্জিত অনুনাদ ও অর্কিড কস্তা। তাঁদের সঙ্গে হারমোনিয়ামে সংগত করেছেন ফাহমিদা নাজনীন। সুস্মিতা দেবনাথের একক খেয়াল পরিবেশনায় তবলা, হারমোনিয়াম ও তানপুরায় সহযোগিতা করেছেন আপন বিশ্বাস, মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া ও অপূর্ব কর্মকার।

সবশেষে সরোদ পরিবেশন করেন ইলহাম ফুলঝুরি ও ইসরা ফুলঝুরি খান। তবলায় ছিলেন ফাহমিদা নাজনীন।

জালের গতকালের কনসার্ট আজ

বিনোদন ডেস্ক

শেষ মুহূর্তে 'লেজেন্ডস অব দ্য ডিকেড' কনসার্ট স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিলেন আয়োজকেরা। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর পূর্বাচল ৩০০ ফুট এক্সপ্রেসওয়ের পাশে ঢাকা অ্যারেনায় পাকিস্তানি ব্যান্ড জালের পরিবেশনার কথা ছিল।

তবে গতকাল দুপুরে আয়োজকেরা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ভারী বৃষ্টির কারণে কনসার্টটি স্থগিত করা হয়েছে। পরে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা জানান, কনসার্টটি আজ হবে। তবে তখনো ভেন্যুর নাম জানানো হয়নি। আগে যাঁরা টিকিট কেটেছেন, সেই টিকিটেই কনসার্ট উপভোগ করা যাবে।

'লেজেন্ডস অব দ্য ডিকেড' দিয়ে প্রায় এক বছর পর কনসার্টে ফিরছে 'বেজবাবা' সুমনের ব্যান্ড অর্থহীন। নব্বইয়ের আরেক জনপ্রিয় ব্যান্ড ভাইকিংস ও হালের আলোচিত ব্যান্ড 'কনক্লুশন'-এর থাকার কথা রয়েছে।

পুরান ঢাকায় বেড়ে উঠলেও ঢাকাইয়া জানেন না হিমি

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নিলয় আলমগীর ও জান্নাতুল হিমি এই সময়ের নাটকের জনপ্রিয় জুটি। তাঁদের বেশির ভাগ নাটকই বিভিন্ন অঞ্চলের গল্পকে প্রাধান্য দিয়ে করা। পুরান ঢাকায় বেড়ে উঠলেও 'ঢাকাইয়া'টা সেভাবে শেখা হয়নি হিমির। এখনো পুরান ঢাকার পটভূমিতে কোনো নাটকে অভিনয় করতে গেলে অভিজ্ঞ শিল্পীদের পরামর্শ নেন এই অভিনেত্রী। তবে ঢাকার ভাষা বলতে না পারলেও অন্য অঞ্চলের ভাষায় কিন্তু ঠিকই 'পটু'। নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে পাবনা, বরিশালসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাও শিখেছেন তাঁরা।

হিমি বলেন, 'এতসংখ্যক নাটক করি যে আঞ্চলিক ভাষায় এখন আর সমস্যা হয় না। শুটিংয়ে সব সময় শেখার মধ্যে থাকি। কোনো লাইটম্যানও যদি অভিনয় নিয়ে কথা বলেন, তাঁর কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করি। আমি যেহেতু গ্রামে বড় হইনি, তাই চারপাশের অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছি।'

সম্প্রতি ইউটিউবে প্রচারিত হয়েছে হিমি ও নিলয়ের *কিস্তির স্যার*। গতকালও নাটকটি বাংলাদেশ থেকে ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে ছিল। ঋণের কিস্তি আদায়কে কেন্দ্র করে নানা ঘটনা নিয়ে এই নাটক। এই অভিনেত্রী বলেন, 'গ্রামের কিস্তিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে ঘটনাগুলো ঘটে, গল্পে সেগুলোই তুলে ধরা হয়েছে। সেটি বাস্তবসম্মত হওয়ায় অনেকেই আমাদের অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। কেউ কেউ বলছেন, গ্রামের চরিত্রে নাকি পুরোপুরি মানিয়ে গেছি।'

নাটকের গল্পে এখন সমসাময়িক বিষয়ই পছন্দ করছেন দর্শক। হিমি বলেন, 'গ্রামে কিন্তু এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে—ব্যাংক থেকে টাকা তুলছেন, পরে আর কিস্তি দিচ্ছেন না। কিস্তি যে ব্যক্তি নিতে আসেন, তিনি কিস্তি না পেলে বাড়িতে যা আছে তা-ই নিয়ে যান। সম্প্রতি দেখবেন, একটি ঘটনা ভাইরাল হয়েছে। সেখানে কিস্তির টাকা না পেয়ে একজন কর্মী গরু নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামে এসব ঘটনা খুবই কমন। নাটকে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে।'

হিমি মনে করেন, নাটক বিনোদনমূলক হলে দর্শক বেশি গ্রহণ করেন; কিন্তু ঘটনাগুলো দর্শকের পরিচিত হতে হবে। 'বেশির ভাগ দর্শক কী পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন, কী ভাবছেন—এসব জানা জরুরি। সেই বিষয়ের মধ্য দিয়ে যদি কোনো বার্তা দেওয়া যায়, তাহলে সেই কাজকে আরোপিত মনে হয় না।'

জান্নাতুল হিমি।
ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

সর্বকালের অন্যতম সেরা অভিনেতা তিনি। ফেদেরিকো ফেলিনি আর সোফিয়া লরেনের সঙ্গে তাঁর জুটি উপহার দিয়েছে অবিশ্বাস্য সব সিনেমা। আজ সেই **মার্সেলো মাস্ত্রোয়ান্নি**র জন্মশতবর্ষ। প্রখ্যাত এই ইতালীয় অভিনেতার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর জীবন ও ক্যারিয়ারে আলো ফেলেছেন **লতিফুল হক**

ইতালির রাজপুত্রের ১০০ বছর

মার্সেলো মাস্ত্রোয়ান্নির জন্মশতবর্ষ

হেলিকপ্টার উড়ছে। দড়িতে ঝুলছে যিশুর মূর্তি। রোমের আকাশ সচকিত হয়ে ওঠে। একেকজন একেকভাবে দেখে ব্যাপারটা, ছাদে রোদ পোহাতে থাকা নারীরা বিস্মিত হয়। সবাই তাকায় ঊর্ধ্বমুখে, দেখে দুহাত মোড়া পাথুরে 'যিশু' দুলছে! হেলিকপ্টারে দেখা মেলে এক সুদর্শন পুরুষের। চেঁচিয়ে ফোন নম্বর চায় সুন্দরীদের। কেউ কিছু শোনে না। শুনতে পায় না। ছবির সাউন্ডট্র্যাকে শুধু হেলিকপ্টারের ডানার শব্দ। মুক্তির পর আট দশকের বেশি পেরিয়ে গেছে, তবু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে *লা দোলচে ভিতার* এ দৃশ্য মনে রেখেছেন সিনেমাপ্রেমীরা, মনে রেখেছেন হেলিকপ্টার থেকে উঁকি দেওয়া সেই অভিনেতা মার্সেলো মাস্ত্রোয়ান্নিকেও।

১৪ বছরে শুরু

১৯২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইতালির এক গ্রাম ফনতানা লিরিতে জন্ম মার্সেলোর। বড় হয়েছেন তুরিন আর রোমে। মা ছিলেন টাইপিস্ট, বাবা আসবাব মেরামতের কাজ করতেন। মঞ্চ আর সিনেমায় ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন মার্সেলো। ১৯৩৪ সালে তাঁকে প্রথম দেখা যায় *মারিওনেত্তে* সিনেমায়। বয়স তখন মোটে ১৪, সে সিনেমার ক্রেডিটে অবশ্য নাম ছিল না তাঁর।

১৯৪৬ সালে রোসেলিনির *পাইসা* ছবিতে চিত্রনাট্যকার হিসেবে সুযোগ পান প্রখ্যাত নির্মাতা ফেদেরিকো ফেলিনি। সেই সময়ই মার্সেলোর সঙ্গে ফেলিনির প্রথম মোলাকাত। মার্সেলো তখন থিয়েটারের এক তরুণ অভিনেতা। সিনেমা করার স্বপ্নে বিভোর ফেলিনিও। তাঁদের একসঙ্গে চলার সেই শুরু; বাস্তব, অবাস্তব, স্মৃতি থেকে কল্পনার প্যালেটে রং মেশানোর শুরু বোধ হয়।

ট্যাবলয়েড সাংবাদিক

মার্সেলো প্রথমবার সিনেমায় বড় চরিত্র পান ১৯৫১ সালে *আত্তো ডি'আকুসায়*। এরপর অস্কার মনোনীত *বিগ ডিল অন ম্যাডোনা স্ট্রিট* সিনেমা দিয়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে ওঠা ফেলিনির হাত ধরে, *লা দোলচে ভিতা* সিনেমা দিয়ে। ১৯৬০ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি মার্সেলোর ক্যারিয়ারের গতিপথই বদলে দেয়। এক ট্যাবলয়েড সাংবাদিকের চরিত্রে মনে রাখার মতো অভিনয় করেন। তিন বছর পর মুক্তি পায় *এইট অ্যান্ড হাফ*, এটিও ফেলিনির সিনেমা। এবার এক চলচ্চিত্র পরিচালকের চরিত্র। অল্প সময়ের মধ্যে ভিন্নধর্মী দুই চরিত্রে নিজের অভিনয়ক্ষমতার প্রমাণ দেন মার্সেলো।

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে *বিগ ডিল অন ম্যাডোনা স্ট্রিট*, *হোয়াইট নাইটস*-এর মতো রোমান্টিক সিনেমা করেছেন, তখনকার সময়ের অন্যতম 'আবেদনময় অভিনেতা'র তকমাও পেয়েছিলেন। পরে নিজের এই ইমেজ ভেঙে খলনায়ক হিসেবেও পর্দায় হাজির হয়েছিলেন।

ফেলিনি ও অন্যরা

নিজের সময়ের সেরা ইতালীয় নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন মার্সেলো। তাঁদের মধ্যে ফেলিনি ছাড়াও আছেন মাউরো বোলোনিনি (*হ্যান্ডসাম আন্তোনিও*), মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি (*দ্য নাইট*), পিয়েত্রো জারমি (*ডিভোর্স ইতালিয়ান স্টাইল*), তাভিয়ানি ভ্রাতৃদ্বয় (*আলোনসানফান*), মার্কো বেল্লোসিও (*হেনরি ফোর*)। পরে জন বোরম্যান, থিও অ্যাঞ্জেলোপোলাস, রোমান পোলানস্কি, রবার্ট অল্টম্যান, নিকিতা মিখাইলকভ, মারিয়া লুসিয়া বামবার্গসহ অনেক ইউরোপীয় ও মার্কিন নির্মাতা এসে মার্সেলোর দরজায় কড়া নাড়েন। তবে ফেলিনির সঙ্গে তাঁর পর্দার জুটি সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। এ তথ্য আজ অনেকেরই জানা, *লা দোলচে ভিতা* সিনেমায় ফেলিনি মার্সেলোকে নিয়েছিলেন প্রযোজকদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে। তাঁদের প্রথম পছন্দ ছিলেন পল নিউম্যান। পরে মার্সেলো এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর চেহারা খুব 'সাধারণ' বলেই ফেলিনি তাঁকে পছন্দ করেছিলেন। ইতালীয় সাংবাদিক এলাইন এলকানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফেলিনি সম্পর্কে মার্সেলো বলেছিলেন, 'শিল্পীদের জন্য তিনি ছিলেন দারুণ এক দার্শনিক। তাঁর সঙ্গে কাজ করা নন-স্টপ পার্টির মতোই অভিজ্ঞতা। যেখানে মজা হয়, চাইলে বিরতি নেওয়া যায়; সব মিলিয়ে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা।'

ইতালীয় সিনেমার রাজা-রানি

মার্সেলোর কথা লিখতে গেলে ফেলিনির কথা যেমন আসবে, অবধারিতভাবে আসবে সোফিয়া লরেনের কথাও। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১৭০টির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন মার্সেলো, এর মধ্যে সোফিয়া লরেনের সঙ্গেই করেছেন ১৪টি। কাকতালীয়ভাবে তাঁদের জন্মদিনও এক সপ্তাহের ব্যবধানে। মার্সেলো ও লরেনকে বলা হয় ইতালীয় সিনেমার 'রাজা-রানি'। তাঁদের উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে আছে *দ্য অ্যানাটমি অব লাভ*, *ব্লাড ফিউড*, *গোস্টস*, *ইতালিয়ান স্টাইল*, *দ্য প্রিস্টস ওয়াইফ*, *গান মোল* ইত্যাদি।

'ওর সঙ্গে সিনেমার প্রস্তাব পেলে চিত্রনাট্য না পড়েই রাজি হয়ে যেতাম। কারণ, আমি জানি তার সঙ্গে কাজ করলে সবকিছু ঠিকঠাকমতোই হবে। সে যেমন আমাকে চিনত, আমিও তাকে চিনতাম। তার হাস্যরস, ইম্প্রোভাইজেশন শুটিংকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেত।' কাইটেরিয়ানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্সেলো সম্পর্কে বলেন সোফিয়া লরেন।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে পুরস্কার, সম্মাননা কম পাননি মার্সেলো; তবে তিনবার মনোনয়ন পেয়েও অস্কার না পাওয়ায় তাঁর ভক্তদের মধ্যে একধরনের আক্ষেপ আছে। অস্কার না পেলেও ভেনিস ও কান উৎসবে দুবার করে পাওয়া সেরা অভিনেতার পুরস্কার মার্সেলোর জাত চিনিয়েছে। কানে দুবার করে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পাওয়া তিন অভিনেতার একজন তিনি।

অনেক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন মার্সেলো, তবে বিয়ে করেছিলেন একবারই। ১৯৫০ সালে বিয়ে করেন ইতালীয় অভিনেত্রী ফ্লোরা ক্যারাবেল্লাকে, সে সম্পর্ক টিকেছিল ১৪ বছর। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ফরাসি অভিনেত্রী ক্যাথেরিন দ্যনোভের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। তাঁদের সন্তান অভিনেত্রী কিয়াগা মাস্ত্রোয়ান্নি।

মার্সেলোর জীবনী নিয়ে নির্মিত সবচেয়ে প্রশংসিত তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন আন্না মারিও তাতো। *মার্সেলো মাস্ত্রোয়ান্নি : আই রিমেম্বার* মুক্তি পায় ১৯৯৭ সালে। আন্না ১৯৭৪ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মার্সেলোর সঙ্গী ছিলেন।

না থেকে মার্সেলো ছিলেন চলতি বছর কান উৎসবেও। গত ২১ মে উৎসবে প্রিমিয়ার হয় *মার্সেলো মিও* সিনেমার। এক গ্রীষ্মে মার্সেলোর কন্যা ঠিক করেন, তিনি তাঁর বাবার মতো জীবন যাপন করবেন। এরপরই তিনি মার্সেলোর মতো পোশাক পরে কথা বলেন! এমন গল্পের সিনেমায় মার্সেলোর স্ত্রী ও কন্যার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁর বাস্তব জীবনের প্রেমিকা ক্যাথেরিন দ্যনোভ ও কন্যা কিয়াগা মাস্ত্রোয়ান্নি।

ফ্রান্সের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল মার্সেলোর। কানে দুবার সেরা অভিনেতার পুরস্কার ছাড়াও উৎসবে ১১ বার তাঁর সিনেমা মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর সেই ফ্রান্সেই মৃত্যু হয় মার্সেলোর।

লা দোলচে ভিতায় মার্সেলো মাস্ত্রোয়ান্নি।
ছবি : আইএমডিবি

“ যদি এমন হতো, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে না এবং **এর** জন্য ৫০ শতাংশ বেতন কেটে নেওয়া হবে, তাতেও আমি রাজি হ**তাম**।

লুইস এনরিকে
সংবাদ সম্মেলনে যেতে যেতে একটু **বিরক্তই** পিএসজির স্প্যানিশ কোচ

১ নম্বর রেফ্রিজারেটর ব্র্যান্ড
WALTON
Smart Fridge

স্কোরকার্ড

টস : ভারত

	রান	বল	৪	৬
জাকির ক জয়সোয়াল ব আকাশ দীপ	০	২৪	০	০
সাদমান এলবিডব্লু আকাশ দীপ	২	৬	০	০
মুমিনুল ব্যাটিং	৪০	৮১	৭	০
নাজমুল এলবিডব্লু অশ্বিন	৩১	৫৭	৬	০
মুশফিক ব্যাটিং	৬	১৩	১	০
অতিরিক্ত (বা ৪ লেবা ১, নো ১)	৬			

মোট (৩৫ ওভারে, ৩ উইকেটে) **১০৭**

উইকেট পতন : ১-২৬ (জাকির, ৮.৩ ওভার), ২-২৯ (সাদমান, ১২. ১), ৩-৮০ (নাজমুল, ২৮. ৫)।

বোলিং : বুমরা ৯-৪-১৯-০, সিরাজ ৭-০-২৭-০, অশ্বিন ৯-০-২২-১, আকাশ দীপ ১০-৪-৩৪-২ (নো ১)।

কানপুরে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যই বৃষ্টি। এরপর কি আম্পায়ার? খেলা হয়েছে মাত্র ৩৫ ওভার, এর মধ্যেও যথেষ্ট আলো আছে কি না, বারবার তা দেখতে হয়েছে আম্পায়ারদের। আগেভাগে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত সবার দৃষ্টি ছিল উইকেটে বাংলাদেশের দুই ব্যাটসম্যানের দিকেও। মুমিনুল হক (ডানে) অপরাজিত আছেন ৪০ রানে, তাঁর সঙ্গী মুশফিকুর রহিমের রান ৬। ছবি : বিসিবি

দুই মেয়াদের বেশি নয় এক পদে

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার নির্দেশনা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েই ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের কথা বলে আসছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সংস্কার কেমন হতে পারে তার একটা আভাস তিনি দিয়েছেন গতকাল। ক্রীড়া সংস্থা/ফেডারেশনে এক পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।

বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন ও সংস্থার সঙ্গে গতকাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে (এনএসসি) মতবিনিময় শেষে উপদেষ্টা বলেন, ‘কোনো ক্রীড়া সংস্থার এক পদে কেউ দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না।’ উপদেষ্টা এটাও বলেছেন, প্রতি বছর প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থাকে তাদের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং সংস্থার কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন জানাতে হবে এনএসসিকে। সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে সর্বস্তরের জবাবদিহি।

এনএসসির অডিটোরিয়ামে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রতি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের নির্ধারিত চারজন করে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন করে সংগঠক, খেলোয়াড়, কোচ ও রেফারি; কিন্তু উপস্থিতি ছিল তার চেয়ে বেশি। কোনো কোনো ফেডারেশন থেকে সংশ্লিষ্ট অনেক খেলোয়াড়ই উপস্থিত হয়েছেন। আগে ছিলেন, বর্তমানে নেই—এমন সংগঠকেরাই বক্তব্য দিয়েছেন বেশি। নিজেদের বঞ্চিত দাবি করে তাঁরা ঢুকতে চান ফেডারেশনে। বর্তমানে নেতৃত্বে আছেন, এমন সংগঠকদের মধ্যে খুব বেশিজন কথা বলেননি এই অনুষ্ঠানে।

সংগঠকেরা মতামত দেওয়ার সময় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল অডিটরিয়ামে। কে কার আগে কথা বলবেন, তা নিয়েই যেন শুরু হয়েছিল প্রতিযোগিতা। সবার মতামত শুনে সমাপনী বক্তব্যের শুরুতে ক্রীড়া উপদেষ্টা বিরক্ত হয়ে সংগঠকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের মধ্যেই তো শৃঙ্খলা নেই।’

ছোট পর্দায় আজ

কানপুর টেস্ট-২য় দিন *টি স্পোর্টস, গাজী টিভি*

বাংলাদেশ-ভারত	সকাল ১০টা

গল টেস্ট-৩য় দিন *সনি স্পোর্টস টেন ৫*

শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড	সকাল ১০-৩০টা

জিম আফ্রো টি-১০ *স্টার স্পোর্টস ১*

১ম কোয়ালিফায়ার	সন্ধ্যা ৭টা
এলিমিনেটর	রাত ৯-১৫ মি.
২য় কোয়ালিফায়ার	রাত ১১-৩০ মি.

জার্মান বুন্দেসলিগা *সনি স্পোর্টস টেন ২*

বায়ার্ন মিউনিখ-লেভারকুসেন	রাত ১০-৩০ মি.

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*

ম্যানচেস্টার সিটি-নিউক্যাসল	বিকেল ৫-৩০ মি.
আর্সেনাল-লেস্টার সিটি	রাত ৮টা
উলভারহ্যাম্পটন-লিভারপুল	রাত ১০-৩০ মি.

জাদুঘরের মধ্যে আরেক জাদুঘর

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে মিডিয়া সেন্টার পার হয়ে একটু ভেতরে গেলেই বিশাল একটা ভবন। দূর থেকে দেখলে যেটিকে জাদুঘরের মতো মনে হয়। গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামটাই অবশ্য একটা জাদুঘর। ভারত স্বাধীন দেশ হওয়ার আগে থেকেই এখানে খেলা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের বেশভূষায় এখনো সেই পুরোনো ছাপ যেন রয়ে গেছে। গ্যালারি, বসার ব্যবস্থা, খোলা প্রেসবক্স, সংগঠকদের চিন্তাভাবনা—সবকিছুতেই পুরোনো আমেজ। এমন একটা স্টেডিয়ামের মধ্যে আবার জাদুঘর! যার নাম রাখা হয়েছে ‘পার্ক মিউজিয়াম’।

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম বিশাল ওই ভবনের দিকে। ঢুকতে গিয়েই দেয়ালে দেয়ালে সাজানো ব্যানারগুলোর লেখা পড়ছিলাম। ওই দেয়ালের পাশ ঘেঁষে গেলে এই মাঠে ঐতিহাসিক ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সগুলো মনে পড়ে যাবে। এই যেমন বড় করে “জাম্বো’স রেকর্ড” শিরোনামে অনিল কুম্বলের এই মাঠে ১৫ ম্যাচে ৭৮ উইকেটের রেকর্ডটি উল্লেখ করা আছে। ‘ইটস্ সানি আউট হেয়ার’ লিখে সুনীল গাভাস্কারের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করা অপরাজিত ২৪৬ রানের ইনিংসের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের সেই ডাবল সেঞ্চুরিটি কানপুরের গ্রিন পার্কে এখনো সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত টেস্ট ইনিংসের রেকর্ড। এই মাঠে সবচেয়ে বেশি রানও সুনীল গাভাস্কারের। ১৮ ম্যাচে ২৯৮০ রান করার সেই কীর্তির কথা লেখা আছে 'সান ইজ অলওয়েজ শাইনিং' শিরোনামের নিচে।

গ্রিন পার্কের গ্রিন মিউজিয়ামে মিনিট দশেকের জন্য ঘুরে এলে ক্রিকেট ইতিহাসের ছোট্ট একটা পাঠ হয়ে যাবে সহজেই।

কানপুরে সেই সেরা সময়ের ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনো স্মৃতি থাকবে না, তা হয় নাকি! এই মাঠে একমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া আর কোনো দল ভারতকে হারাতে পারেনি। সোনালি যুগের ক্যারিবীয়রা সেটা করে দেখিয়েছে দুই-দুইবার। ১৯৮৩ সালে এখানে ৭ উইকেটে ৬৫৭ রান করে ভারতের বিপক্ষে কোনো দলের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছিল ক্যারিবীয়রা। ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ভিভ রিচার্ডস।

জাদুঘরের ভেতরে যেতে অবশ্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হলো। নিরাপত্তার দায়িত্বে দাঁড়িয়ে আছেন একজন, তিনি সাংবাদিকদের ভেতরে যেতে দেবেনই না। উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা এক কর্মকর্তাকে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করার পর তিনি ভেতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঢুকতেই একটু ধাক্কা লাগল। বাইরের জীর্ণশীর্ণ আবহের সঙ্গে অন্দরমহলের কোনো মিল নেই। বরং বেশ গোছানো, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ক্রিকেটের স্মৃতিচারণার এক দারুণ মঞ্চ এই ‘পার্ক মিউজিয়াম’।

ভেতরে ঢুকতেই সৈয়দ কিরমানি, কপিল দেবের সঙ্গে মহিন্দর অমরনাথের একটা পুরোনো ছবি দেখলাম। ইমরান খানের ওয়ার্ম আপ করার ছবিটা পাশেই। আরও অনেক পুরোনো ছবির মধ্যে নবজ্যোত সিং সিধুর সঙ্গে শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটিং উদ্বোধনে নামার ছবিটা চোখে পড়ল। ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের সেঞ্চুরি উদ্‌যাপনের ধূসর একটা ছবি, সঙ্গে বাঁধাই করা পেপার কাটিংয়ের সামনে ক্রিকেট-ভক্ত হলে আপনি কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই দাঁড়াবেন।

পার্ক মিউজিয়ামে সেই যুগের ক্রিকেটারদের সঙ্গে এই যুগেরও একটা সেতু খুঁজে পাবেন। ২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সিরিজের বেশ কিছু ছবি দেয়ালে ঝুলছিল। গ্রায়েম স্মিথ, এবি ডি ভিলিয়ার্স, হাশিম আমলারা সেই ছবিগুলোর মধ্যমণি। নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসনকেও খুঁজে পাওয়া গেল বেশ কয়েকটি ছবিতে। যেহেতু ভারতের মাঠ, আইপিএলের স্মৃতিচিহ্ন তো থাকবেই।

নিয়মিত আইপিএলের ম্যাচ না হলেও ভেন্যুর সংকটে পড়লে বিসিসিআই এ মাঠে কিছু আইপিএলের ম্যাচ আয়োজন করেছে, সেটাও আইপিএলের শুরুর দিকে। আইপিএল যুগে ক্রিকেট দেখে বড় হওয়া সমর্থকেরা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের জার্সিতে শচীনের সঙ্গে সনাৎ জয়াসুরিয়ার ছবি দেখে ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর জার্সিতে অনিল কুম্বলে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে গৌতম গম্ভীরের ছবিও সেই কাজটা করবে। গ্রিন পার্কের গ্রিন মিউজিয়ামে মিনিট দশেকের জন্য ঘুরে এলে ক্রিকেট ইতিহাসের ছোট্ট একটা পাঠ হয়ে যাবে সহজেই।

কামিন্দু-কীর্তি

খেলা ডেস্ক

২৫০ বলে অপরাজিত ১৮২ রান। গলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত এই ইনিংস খেলার পথে কামিন্দু মেন্ডিস টেস্ট ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের পাতায় কোথাও বসেছেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের পাশে, কোথাও চলে এসেছেন ব্র্যাডম্যানের একেবারে কাছাকাছি। তাঁর এই কীর্তির দিনে শ্রীলঙ্কা ইনিংস ঘোষণা করেছে ৫ উইকেটে ৬০২ রান তুলে। জবাবে ২২ রান **তুলতেই ২ উইকেট হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। তবে সব ছাপিয়ে দিনটা আসলে কামিন্দুময়। শ্রীলঙ্কান এই ব্যাটসম্যানের ৮ টেস্ট ও ১৩ ইনিংসের ক্যারিয়ার এখন রীতিমতো রেকর্ডখচিত।**

২
১৩ ইনিংসে ১০০৪ রান। টেস্ট ইতিহাসে কামিন্দুর চেয়ে কম ইনিংসে হাজার করতে পেরেছেন শুধু দুজন—ইংল্যান্ডের হার্বার্ট সাটক্লিফ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যার এভারটন উইকস। দুজনেরই লেগেছিল ১২ ইনিংস। সর্বকালের সেরা স্যার ডন ব্র্যাডম্যানেরও লেগেছিল কামিন্দুর মতোই ১৩ ইনিংস।

৩
১৩ ইনিংসে কামিন্দুর ৫টি সেঞ্চুরি। দ্রুততম পঞ্চম সেঞ্চুরির তালিকায় তিনি ব্র্যাডম্যান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলির সঙ্গে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে। ৫ সেঞ্চুরি করতে সবচেয়ে কম ১০ টেস্ট লেগেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভার্টন উইকসের। ১২ ইনিংস হার্বার্ট সাটক্লিফ ও অস্ট্রেলিয়ার নিল হার্ভির।

৮
অভিষেক থেকে টানা ৮ টেস্টের প্রতিটিতে ফিফটি করার বিশ্ব রেকর্ড কামিন্দুর। শ্রীলঙ্কার হয়ে টানা ৯ টেস্টে ফিফটির রেকর্ড আছে কুমার সাঙ্গাকারার। সব মিলিয়ে টানা ১২ টেস্টে ফিফটির রেকর্ড এবি ডি ভিলিয়ার্সের।

৫
কামিন্দুর ৫টি সেঞ্চুরিই ৫ নম্বর কিংবা এর পরে নেমে। সবই করেছেন এ বছর। পাঁচ বা এর পরে নেমে এক পঞ্জিকাবর্ষে কামিন্দুর সমান বা বেশি সেঞ্চুরি করার কীর্তি আছে আর মাত্র দুজনের—জনি বেয়ারস্টো (২০২২ সালে ৬টি) ও মাইকেল ক্লার্কের (২০১২ সালে ৫টি)।

২
এই মুহূর্তে কামিন্দুর ব্যাটিং গড় ৯১.২৭, যা হাজার রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। শীর্ষে যথারীতি স্যার ডন ব্র্যাডম্যান—৯৯.৯৪।

৭
প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে সাত বা এর পরে ব্যাটিংয়ে নেমে টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি (এ বছর মার্চে সিলেটে, বাংলাদেশের বিপক্ষে)।

ভিয়েতনামের কাছে বড় হার

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শক্তি-সামর্থ্যে বাংলাদেশের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ভিয়েতনাম। সেটা তারা মাঠেও ফুটিয়ে তুলেছে। এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে কাল নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ভিয়েতনামের কাছে বাংলাদেশ হেরেছে ৪-১ গোলে। এর আগে প্রথম ম্যাচে সিরিয়ার কাছে বাংলাদেশ ৪-০ গোলে উড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মাচে গুয়ামের সঙ্গে দুবার এগিয়ে থেকেও মারুফুল হকের দল ড্র করেছিল ২-২ গোলে।

গ্রুপ থেকে চূড়ান্ত পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকতে ভিয়েতনামের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ছিল না। কিন্তু কালকের হারে বাংলাদেশের আর কোনো সুযোগ নেই পরের রাউন্ডে যাওয়ার। ভিয়েতনামের হাইফংয়ে বাংলাদেশ দাঁড়াতেই পারেনি স্বাগতিকদের সামনে। যে ৪টি গোল খেয়েছে বাংলাদেশ, তার ১টি আত্মঘাতী, ১টি হয়েছে গোলকিপার মাহিন বল ক্লিয়ার করতে দেরি করার সুযোগে। অন্য ২টি গোলেও চাইলে মাহিনের দায় খুঁজে বের করা যায়। যার একটি দূরপাল্লার শটে, অন্যটি বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ফ্রি-কিক থেকে। ৪ ও ২৮ মিনিটে ২টি গোল খাওয়ার পর ৪১ মিনিটে বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র গোলটি পিয়াস আহমেদের। পরের মিনিটেই ব্যবধান বাড়িয়ে ৩-১ করেছে ভিয়েতনাম, ৮০ মিনিটে হয়েছে ৪-১।

কোচ মারুফুল হক অবশ্য পারফরম্যান্সে একেবারে অখুশি নন, ‘আমরা ২টি গোল উপহার দিয়েছি। তবে ভিয়েতনামের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে আমাদের খেলোয়াড়েরা যে ইতিবাচক ফুটবল খেলেছে, সে জন্য তারা ধন্যবাদ পেতেই পারে।’

গ্রুপে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ আগামীকাল ভুটানের সঙ্গে।

‘বুদাপেস্টের পরিবেশের কারণেই আমার খেলা ভালো হয়েছে’

সাক্ষাৎকারে রানী হামিদ

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ খুব একটা ভালো করেনি। উন্মুক্ত বিভাগে ১৮৮টি দলের মধ্যে ৭৮তম, মেয়েদের বিভাগে ১৬৯ দলের মধ্যে ৮১তম। তবে এর মধ্যেও উজ্জ্বল ৮১ বছর বয়সী রানী হামিদ। বুদাপেস্ট অলিম্পিয়াডে যাঁর যাওয়ারই কথা ছিল না। যাওয়ার পরও প্রথম দুই ম্যাচে সেরা চারে ঠাঁই হয়নি। এরপর সুযোগ পেয়ে ৮ ম্যাচে ৭ জয়। যার মধ্যে টানা ৬টি। এই বয়সে এসে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার রহস্যটা কী? গত সোমবার রাতে দেশে ফিরে **রানী হামিদ** কথা বলেছেন আরও অনেক কিছু নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মাসুদ আলম**।

প্রশ্ন : জাতীয় দাবায় এবার আপনি প্লে-অফে ষষ্ঠ হয়েছিলেন। টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় হওয়া মহিলা ফিদে মাস্টার নারায়ণগঞ্জের শারমীন সুলতানা পারিবারিক কারণে অলিম্পিয়াডে না যাওয়ায় মেয়েদের দলের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে আপনার সুযোগ আসে। সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। নিজে কতটা খুশি?

রানী হামিদ : অনেক খুশি। তবে জানি না, কীভাবে ভালো হয়ে গেল আমার খেলা! আমি স্বাভাবিক খেলাটাই খেলেছি। আসলে বুদাপেস্টে আবহাওয়া খুব ভালো ছিল। সে জন্য হয়তো এত ভালো হয়েছে আমার খেলাটা। এমনিতে আমি হঠাৎ ভুল করে অনেক সময় জেতা ম্যাচও হেরে যাই। এই অলিম্পিয়াডে সে রকম ভুল হয়নি, তাই ৮ ম্যাচের ৭টিই জিতেছি। এবারের সাফল্যটা আসলে আশাতীত।

প্রশ্ন : বিশ্বমঞ্চে এভাবে টানা জয়ের পেছনে কোন বিষয়টা বেশি অনুপ্রাণিত করেছে আপনাকে?

রানী হামিদ : ওখানকার পরিবেশ। দেশে তো অনেক সময় খেলতে হয় গরমের মধ্যে। কারেন্ট থাকে না, এসি ভালোমতো চলে না, নানা সমস্যা। গরমে খেলতে আমার সমস্যা হয়, ভুল বেশি হয়। গরমে আমার মাথাও গরম হয়ে যায়। বুদাপেস্টে সেটা হয়নি। কারণ, সেখানকার পরিবেশই ছিল অন্য রকম। বুদাপেস্টের পরিবেশের কারণেই আমার খেলা ভালো হয়েছে।

প্রশ্ন : এটিকেই কি নিজের সেরা অলিম্পিয়াড বলবেন?

রানী হামিদ : এর আগেও দু-একবার ভালো করেছি। ১ নম্বর বোর্ডে টানা ছয় ম্যাচ জিতেছি। সাবেক মহিলা বিশ্ব রানারআপের সঙ্গে ড্র করেছি, মহিলা জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকেও হারিয়েছি। বিশ্বের তৃতীয় সেরা মহিলা দাবাড়ুকে হারিয়েছি। তখন কিন্তু এত আলোচনা হয়নি। এবার হচ্ছে; কারণ, আমার তো খেলারই কথা ছিল না।

প্রশ্ন : ৮১ বছর বয়সে আপনি এবারের অলিম্পিয়াডে খেলেছেন। সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরির মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার সুসান পোলগার আপনাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। অলিম্পিয়াডেও আপনাকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে শুনেছি। এসবে আপনার কেমন লেগেছে?

রানী হামিদ : খুব ভালো। সুসান পোস্ট করার পর সবাই আমার সম্পর্কে জানতে পেরেছে। আসলে সুসান আমাকে খুব পছন্দ করে। আশির দশকের শুরুতে যখন লন্ডনে গেলাম খেলতে, সে-ও এসেছিল তার মাকে নিয়ে। ওর বয়স তখন ১৪-১৫। আমার ৩৩। তবে বয়স কম হলেও ওকে দেখতে বড়ই লাগত। ওই সময় ওর মা বলত, কীভাবে ছেলেদের বড় বড় জিএমরা ওকে দাবিয়ে রাখতে চায়। সবখানে আসলে একই রকম কাহিনি। সেবার বড় বড় দাবাড়ুকে পেছনে ফেলে সে ভালো করল। একবার অলিম্পিয়াডে দেখলাম, ওর বোন জুডিথ পোলগার ওপেন বিভাগে ১ নম্বর বোর্ডে খেলেছে। বড় বড় ঝানু দাবাড়ুরা পেছনে লাইন দিয়ে দেখছে ওর খেলা। অবাক লেগেছে, ভালোও লেগেছে। সাধনা করলে আসলে কী না হয়, তা-ই দেখলাম।

প্রশ্ন : আপনি তো এবার বলে গিয়েছিলেন, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবেন। আর অলিম্পিয়াডে যাওয়া হয় কি না, জানেন না। তা বুদাপেস্টে কি সবার কাছে বিদায় বলে এসেছেন?

রানী হামিদ : (হাসি) সবাইকে বলেছি, ভালো থেকো। আবার দেখা হতে পারে, না-ও পারে। কাজাখস্তানের এক খেলোয়াড় আমার সঙ্গে ছবি তুলল। বলল, আপনি খেলেন বলে আমরা প্রেরণা পাই। এভাবে অনেকেই বলেছে, আমাকে দেখলে নাকি শক্তি পায় ওরা।

প্রশ্ন : এবারের অলিম্পিয়াডে আপনার চোখে বাংলাদেশ কেমন করল?

রানী হামিদ : খারাপই করেছে বলব। কেন এমন খারাপ হলো, বুঝলাম না। মেয়েরা ৮১তম হয়েছে। ছেলেরা ৭৮তম। হয়তো গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের মৃত্যুটা আমাদের সবার মনে প্রভাব ফেলেছে। আসলে আধা পয়েন্ট-এক পয়েন্টের জন্য ফলাফলে অনেক হেরফের হয়। আমাদের মেয়েরা একটা সময় পর্যন্ত ভালোই খেলছিল। শেষ ম্যাচে হাফ পয়েন্ট বেশি পেলে মেয়েরা ১৫-২০ ধাপ এগিয়ে যেতে পারত।

হাঙ্গেরির বিখ্যাত পোলগার বোনদের একজন সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সুসান পোলগারের সঙ্গে রানী হামিদ। বুদাপেস্টে বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াডে। সৌজন্য ছবি

প্রশ্ন : অষ্টম রাউন্ডে এসে বাংলাদেশ নারী দল ২৭তম ছিল। তারপর টানা তিনটি হার। শেষটা কেন এমন হলো?

রানী হামিদ : আমরা শেষ রাউন্ডে ১ পয়েন্ট পেয়েছি। আর দুটি বোর্ড থেকে আধা পয়েন্ট করে এলেও অবস্থাটা বদলাত। প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম দলটাও কাছাকাছি ছিল। আসলে ভালো করতে হলে ভালো টিমকে হারাতে হবে। আমরা তো সুইডেনের মতো দলকে হারিয়েছি। আরেকটা বড় ম্যাচও জিতেছি। ওই ধারা ধরে রাখতে পারলে নারী বিভাগে ৪০-৫০-এর মধ্যে থাকা যেত। শেষের দিকে এসে কিছুটা ছন্দপতন হয়েছে।

প্রশ্ন : আর উন্মুক্ত বিভাগ নিয়ে কী বলবেন?

রানী হামিদ : সেখানেও অনেক জেতা বোর্ড ড্র হয়েছে। না হলে এত পেছনে পড়ার কথা নয়। দুজন খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স অনেক সময় ভালো হয়েছে, অনেক সময় কম শক্তির খেলোয়াড়ের কাছে ওরা হেরেছে। আসলে দাবার জন্য তৈরি হতে অনুকূল পরিবেশ লাগে। ভারত যে এবার দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হলো, এটা তো এক দিনে হয়নি। দুই বিভাগে ভারতীয় দলের ১০ জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কোচ ছিলেন ৮ জন! অবাকই হয়েছি। ওদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে অনেক সাধনা, পরিশ্রম ছিল, পরিকল্পনা আছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের দাবা কোথায় পিছিয়ে গেল?

রানী হামিদ : আমরা আসলে খেলাটা জাস্ট টাইম পাসের জন্য খেলি। আমাদের সেই সাধনা নেই। না খেলোয়াড়ের চেষ্টা আছে, না সংগঠকের। কারোরই চেষ্টা নেই, এটাই সমস্যা। আমরা যেভাবে খেলি, এর চেয়ে ভালো রেজাল্ট আর কী হবে? তবে মেয়েদের কথা যদি বলি; পুলিশ, আনসার, নৌবাহিনীতে ওদের ভালো সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। তাদের আরও ভালো করা উচিত।

প্রশ্ন : দশম রাউন্ডে ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলেননি গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব। এটা কি ঠিক হয়েছে, আপনার কী মত?

রানী হামিদ : শুনেছি, রাজীব নাকি আগের রাতেই না খেলার কথা বলেছিল টিম ক্যাপ্টেনকে। ঘটনা যা-ই হোক, এটা তো আসলে দলীয় খেলা। কাজেই দলীয় সিদ্ধান্তই আগে। ব্যক্তিগত মত এখানে অগ্রাধিকার পায় না। ওই ম্যাচে নীড় (মনন রেজা) ইসরায়েলের গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়েছে, খুশি হতাম রাজীবও খেলে যদি জিতত। আর আমার মত হলো, টিম ক্যাপ্টেন যা বলত, আমি তা-ই করতাম।

প্রশ্ন : দাবা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

রানী হামিদ : (হাসি) আমি তো দাবা খেলেছি খামখেয়ালিভাবে। পরিকল্পনা করে কই খেললাম! টাইম পাসের জন্য খেলি। যখন শুরু করি, দাবা তখন বুড়োদের খেলা ছিল, এখন না বাচ্চাদের খেলা হয়ে গেছে! সুস্থ থাকলে খেলা চালিয়ে যাব। ২০২৬-এর অলিম্পিয়াডে যদি সুযোগ পাই, নিশ্চয়ই যেতে চাইব।

রবীন্দ্রপ্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে ছায়ানটের আয়োজনে সমবেত কণ্ঠে শিল্পীদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনা। গতকাল সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে ছায়ানট মিলনায়তনে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

ছায়ানটের আয়োজন

স্বদেশপ্রেমের সুরে পালিত রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আশ্বিনের সন্ধ্যায় শ্রাবণের শেষ পরশের সুরে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি। রবীন্দ্র-প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র ছায়ানটের মিলনায়তনে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শোনা গেল সে সুর। সম্মিলিত বা একক পরিবেশনায় কখনো শ্রাবণের অঝোর ধারা ঝরে পড়ল; কখনো ঋতুর বর্ণনার বাইরে গিয়ে শিল্পী শোনালেন কবিগুরুর 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে' নতুন জন্ম পাওয়ার আকুতি ও প্রত্যাশার কথা। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্বের এ গানে আছে মানুষের দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনের দিকে যেতে চাওয়ার শুভ ইচ্ছার প্রকাশ।

রবীন্দ্র-প্রয়াণবার্ষিকীর আয়োজনে মূলত গুরুত্ব পেয়েছে পূজা ও স্বদেশ পর্বের গান। তানিয়া মান্নানের কণ্ঠে 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' পরিবেশনের পর 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' নিয়ে এলেন শিল্পী অভিজিৎ দাস। এরপরই ছিল কবিগুরুর দেশপ্রেমের স্বরূপ সন্ধানে লেখা প্রবন্ধ 'সত্যের আহ্বান'-এর অংশবিশেষ। শিল্পী সুমনা বিশ্বাস পাঠ করে শোনালেন কবিগুরুর লিখে যাওয়া কিছু আপ্তবাক্য ও গভীর অনুভবের কথা। তিনি পড়লেন, 'নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে-আহ্বান, সে খুব একটা বড় আহ্বান। সে কোনো একটা বাক্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাগিদ দেওয়া নয়।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার প্রবন্ধ পাঠের রেশ ধরেই যেন পরপর পরিবেশন করা হলো 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', 'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ'-এর মতো সংগীতগুলো। এরপরই 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন'-এর সুর শোনা গেল শিল্পী মোস্তাফিজুর রহমানের কণ্ঠে। 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার, বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার' গেয়ে শিল্পী তাহমিদ ওয়াসীফ ঝড় তুললেন ছায়ানট মিলনায়তনের মঞ্চে। 'শিশুতীর্থ' থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনালেন জয়ন্ত রায়।

সোয়া এক ঘণ্টার এ আয়োজনের শেষ দুটি সম্মেলক সংগীতও ছিল স্বদেশপ্রেমের। শিল্পীরা শুধু পরিবেশন নয়, যেন গানের বাণীতে বাণীতে শোনাতে এসেছিলেন বুক বেঁধে দাঁড়ানোর সাহসের প্রেরণার কথা। গাওয়া হলো 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে' গানগুলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপন প্রতিভার আলোয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। একক প্রতিভায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের আসনে। কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, শিশুতোষ রচনাসহ সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি প্রবলভাবে। তাঁর রচনা মহৎ মানবিক আবেদনের বলেই কালজয়ী। ১৯৪১ সালের ৬ আগস্ট, বাংলা ১৩৪৮ সনের ২২ শ্রাবণ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বর্ষার দিনে দেহান্তর ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ছায়ানটের শুক্রবারের নিবেদনও তাই শুরু হয়েছিল কবিগুরুর প্রিয় ঋতু নিয়ে লেখা গান দিয়েই।

সবশেষে ছিল জাতীয় সংগীত পরিবেশনা। শিল্পীদের কণ্ঠে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'র সঙ্গে সুর মেলালেন শ্রোতারা। ছায়ানট মিলনায়তনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময় শ্রোতাদের কণ্ঠ থেকে ভেসে এল 'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি' সুর।

পাঠকের লেখা-৩৮

প্রিয় পাঠক, *প্রথম আলোয়* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় : readers@prothomalo.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের দিঘির সিঁড়িতে ১৯৬৬ সালে দিলারা হাফিজ (বাঁয়ে)। ছবি : লেখকের সৌজন্যে

আজও মনে পড়ে

দিলারা হাফিজ, *সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর*

তখন (১৯৬৬ সাল) সম্ভবত আমরা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। বিকেল হলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের বিশাল বিস্তৃত ঘাসে মোড়া লনটা কী চমৎকার চেহারা ধারণ করত! রোদ পড়ে গেছে, ওপরে নীল আকাশ, লনের স্থানে স্থানে মৌসুমি ফুলের কেয়ারি অথবা ছেঁটে রাখা ফুল গাছের ঝোপ, এক পাশে টলটলে পানি নিয়ে চমৎকার দিঘি! যেহেতু মুঠোফোন বা ল্যাপটপের যুগ সেটা ছিল না, তাই বিকেল হলেই আমরা দল বেঁধে পাখির ঝাঁকের মতো নিচে নেমে যেতাম। পায়চারি, বাদাম চিবানো আর হিহি-হোহো করার সঙ্গে সঙ্গে বকবক চালিয়ে যাওয়া—সন্ধ্যা পর্যন্ত এসবই চলত।

দিঘিটার একপাশে ছিল চমৎকার শানবাঁধানো ঘাট। অন্য তিন পাশে অজস্র ছোট-বড় প্রাচীন বৃক্ষ। দিঘিতে একটা ছোট্ট নৌকাও বাঁধা থাকত। দিঘির পানিতে পা ডুবিয়ে ঘাটে বসে বসে গল্পে মত্ত হওয়াটাও ছিল আমাদের অন্যতম বিনোদন। আর কথা বলার সময় দু-তিনজন একই সময় কথা বলে যাওয়া—কে শোনে কার কথা! ছেলেরা সাধারণত একজন কথা বললে অন্যরা আগে চুপ করে শোনে। মেয়েদের মধ্যে যেন এসব ভব্যতার বালাই নেই!

তো একদিন ঘাটে বসে আমরা এ রকমই জম্পেশ আড্ডায় মত্ত। হঠাৎ শখ চাপল, নৌকা বেয়ে বেয়ে দিঘির চারপাশটায় একটু ঘুরে বেড়াই না কেন! উঠল বাই, তো কটক যাই! উত্তেজনায় সবাই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, 'আমি যাব, আমি যাব।' কার্যত দেখা গেল যে বেশির ভাগই সাঁতার জানে না! আমি তো মহা কনফিডেন্ট! ছোটবেলায় নিজেদের পুকুর আর চামটি নদীতে (দাদার বাড়ি) কত ঝাঁপাঝাঁপি করেছি না!

চট করে শাড়ি কোমরে পেঁচিয়ে আমরা তরতর করে নৌকায় উঠে বসলাম। অবশিষ্টরা করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। ভাবখানা এমন, তোরা একচক্কর ঘুরে আয়; তারপর দেখিস, আমাদের নেওয়া যায় কি না।

মহানন্দে নৌকায় বসে পাকা মাঝিরা যেমন বইঠা বা লগির মাথা পাড়ে ঠেকিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে পানির মধ্যে এগিয়ে নেয়, আমরাও তা-ই করলাম। তারপর দুজন দুই মাথায় বসে বইঠা বাইতে শুরু করলাম। ও খোদা, নৌকা এগোয় না! একই জায়গায় যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে! অনেক চেষ্টার পর অনুধাবন করলাম, নৌকা বাইতে পারার কায়দাটাও জানতে হয়!

একে তো গলদঘর্ম, নাস্তানাবুদ অবস্থা, ওদিকে ঘাট থেকে এক্সপার্ট (!) মাঝিরা সমস্বরে নির্দেশনা দিয়েই যাচ্ছে! 'ডান দিকে চাপ দে, বাঁ দিকে দে, ওপরে দে, নিচে দে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রকম করতে করতে নৌকা নিজের গুণেই কেমন করে যেন বেশ খানিকটা গভীরে চলে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কাছেই লাল শাপলা অথবা পদ্ম ভাসছে। সবাই 'আমি ফুল নেব, আমি ফুল নেব' বলে নৌকার যে মাথা ফুলের কাছাকাছি ছিল, সেই দিকে একজনের ওপর দিয়ে আরেকজন গিয়ে ঝুঁকে পড়তেই, মাথাটা নিচু হয়ে নৌকায় ফটাফট পানি উঠতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যেই আমরা বুঝতে না বুঝতেই নৌকা গেল ডুবে।

হায় আল্লাহ, পাকা আমের মতো আমরা সব টপাটপ পানিতে পড়ে গেলাম। আচমকা পড়ে যাওয়ায় পানির বেশ গভীরে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি ভাবলাম, বুঝি ডুবেই যাচ্ছি! কিন্তু সাঁতার জানা থাকায় কিছুক্ষণ পর হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে ভেসে উঠলাম। গভীর একটা শ্বাস নিলাম। মারা যাওয়ার আতঙ্কটা গেল। অন্য কজনও আমারই মতো নাকানিচুবানি খেয়ে খেয়ে ভেসে উঠছে। মজার ব্যাপার হলো, তাকিয়ে দেখি, নৌকাটা পুরোপুরি ডুবে না গিয়ে উল্টো হয়ে ভাসছে। একে তো ভয় পেয়ে সাঁতার কাটতে পারছি না, তার ওপর প্যাঁচ খুলে শাড়ির আঁচল লম্বা হয়ে কোথায় চলে গেছে, কুঁচিগুলোও খুলি-খুলি ভাব! কোনোমতে গিয়ে উল্টো নৌকাটাকে এক হাতে ধরে সবকিছু সামাল দিলাম। সবারই এক অবস্থা। উল্টো নৌকাকে ধরে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে, একপর্যায়ে যখন পায়ের নিচে সিঁড়ির ছোঁয়া পেলাম, মনে হলো, আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন, হাজার শোকর!

নাস্তানাবুদ হয়ে ভেজা কাপড়ে সপসপ করে ওপরে উঠতেই অপেক্ষমাণ বন্ধুরা সমস্বরে হো হো করে হেসে উঠল! আমরাও মুহূর্তমাত্র ভ্যাবাচেকা খেয়ে পরক্ষণেই ওদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলাম। পেছনে ভাসমান উল্টো নৌকাটাকে যেন মনে হলো আমাদের ভেংচি কাটছে!

১৭ কর্মকর্তার রাশিয়া ভ্রমণ নিয়ে প্রশ্ন

উচ্চ মূল্যে গম ক্রয়

বিতর্কিত কোম্পানির টাকায় রাশিয়া সফর ক্রয় আইনের লঙ্ঘন। এই কর্মকর্তারা গম কেনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

রাশিয়ার একটি বিতর্কিত কোম্পানির কাছ থেকে উচ্চ মূল্যে গম কিনে আসছে সরকার। আর গত দুই বছরে কৃষিপণ্য বিক্রয়কারী এই কোম্পানির টাকায় রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ১৭ কর্মকর্তা। এই কর্মকর্তাদের বেশির ভাগ রাশিয়ার গম কেনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

রাশিয়ার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কোম্পানি প্রডিংটর্গের কাছ থেকে বাংলাদেশ গত পাঁচ বছরে ১৯ লাখ টন গম কিনেছে। এই কোম্পানির অর্থায়নে যুগ্ম সচিব ও উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা রাশিয়া ভ্রমণ করেন।

রাশিয়া ভ্রমণের সরকারি আদেশে (জিও) এই সফরের উদ্দেশ্য হিসেবে খাদ্যনিরাপত্তা-বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালার কথা বলা হয়েছে। সফরের সব খরচ প্রডিংটর্গ থেকে দেওয়া হয়েছে বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত দুই ভাই মিঞা সাত্তার ও আমিরুজ্জামান সোহেলের মালিকানাধীন কোম্পানি ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক গ্রুপ রাশিয়ার প্রডিংটর্গের বাংলাদেশের স্থানীয় প্রতিনিধি বা এজেন্ট। ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক গ্রুপ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে রাশিয়ার বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে কাজ করে বলে ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়।

যোগাযোগ করা হলে মিঞা সাত্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চুক্তির আওতায় রাশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে সরকারি কর্মকর্তারা রাশিয়া সফর করেছেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

প্রডিংটর্গের কাছ থেকে ২০২২ সালে সরকার ৫ লাখ টন গম কেনে। এতে টনপ্রতি দর প্রায় ৫০ মার্কিন ডলার বেশি পড়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। তখন এভাবে বেশি দরে গম কেনার সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছিল টিআইবি। সরকারি পর্যায়ে চুক্তির ভিত্তিতে (জিটুজি) খাদ্য অধিদপ্তর রাশিয়ার গম কেনে প্রতি টন ৪৩০ ডলারে। যদিও বাজারদর ছিল ৩৮০ ডলারের মতো। এর পরের বছর থেকেই মূলত সরকারি কর্মকর্তাদের রাশিয়া ভ্রমণ শুরু হয়।

> জনগণের টাকায় খাদ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এভাবে বিদেশ সফরের মাধ্যমে সুবিধা নেওয়া অনৈতিক কাজ ও দুর্নীতি।
>
> **ইফতেখারুজ্জামান**, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমদানিকারক কোম্পানির অর্থায়নে বিদেশ ভ্রমণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করে। বিশেষ করে আমদানিকারক দেশে ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশেষ করে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে গম আমদানি করা হয় এবং সেই সংস্থার অর্থায়নে আমদানি-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিদেশ ভ্রমণ করলে পক্ষপাতের আশঙ্কা তৈরি হয়। এর ফলে দুর্নীতির সুযোগও তৈরি হয়।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সাধন চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন পাঠানো হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইসমাইল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ১৭ জন কর্মকর্তার রাশিয়া সফর আইনগতভাবে অবৈধ নয়। সরকারের অনুমতি নিয়েই তাঁরা রাশিয়া গিয়েছিলেন। তবে আমি সচিব হিসেবে এ ধরনের কোনো সফরে যাইনি।'

গণখাতে ক্রয় আইন অনুযায়ী, সরকারি পর্যায়ে ক্রয়প্রক্রিয়ায় বেসরকারি তৃতীয় কোনো পক্ষ থাকবে না। এ ছাড়া ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জিটুজি পর্যায়ে পণ্য কেনার বিষয়ে জারি করা একটি পরিপত্রেও বলা হয়েছে, দাম নির্ধারণ ও সমঝোতার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর আটজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকবে। এর বাইরে বেসরকারি তৃতীয় কোনো পক্ষ থাকবে না।

যাঁরা রাশিয়া গিয়েছিলেন

সরকারি আদেশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চলতি বছরের মার্চে সবচেয়ে বেশি কর্মকর্তা রাশিয়া সফরে যান। তাঁরা হলেন খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. মহসীন, উপসচিব উত্তম কুমার রায়, খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা ও উপসচিব মো. আবু ইউসুফ, উপসচিব মো. কামরুজ্জামান, অধিদপ্তরের খুলনার আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রক ইকবাল বাহার চৌধুরী।

গত বছরের ২০ থেকে ২৪ মে তিন কর্মকর্তা রাশিয়া সফরে যান। তাঁরা খাদ্যনিরাপত্তা-বিষয়ক সেমিনারে যোগ দিতে যান বলে সরকারি আদেশে উল্লেখ রয়েছে। কর্মকর্তারা হলেন খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক তপন কুমার দাস, খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক আবদুস সালাম ও রংপুরের আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফুল আলম।

'চ্যালেঞ্জেস অব ফুড সিকিউরিটি' সেমিনারে যোগ দিতে গত ১৭-২০ ডিসেম্বর রাশিয়া যান আরও তিন কর্মকর্তা। তাঁদের তিনজন সরকারি গম কেনাকাটার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক শাখাওয়াত হোসেন, ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এ কে এম মামুনুর রশীদ ও পরিচালক (সংগ্রহ) মো. মনিরুজ্জামান।

মো. মনিরুজ্জামান এ ব্যাপারে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রডিংটর্গের আমন্ত্রণে বিদেশ যেতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, তারা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেওয়ার পর আমরা গিয়েছি।'

গত বছরের ২১-২৫ মে রাশিয়া যান আরও পাঁচ কর্মকর্তা। তাঁরা হলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কুলা প্রদীপ চাকমা ও শারমিন ইয়াসমিন, খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান হিসাবরক্ষক রনক সুফিয়া আফসানা, উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল মোর্শেদ এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিচালক আবুল কাদের।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে এভাবে বিদেশে যাওয়া সরাসরি সরকারের গণখাতে ক্রয় আইনের লঙ্ঘন। জনগণের টাকায় খাদ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এভাবে বিদেশ সফরের মাধ্যমে সুবিধা নেওয়া অনৈতিক কাজ ও দুর্নীতি। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এভাবে কায়েমি স্বার্থ হাসিল যাতে আর কেউ না করতে পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমনটা না করে।

ফয়'স লেক স্বাভাবিকভাবে এই সময়ে পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে ভিড় থাকে; কিন্তু এখনো সেই উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ছে না। স্থানীয় পর্যটকদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চট্টগ্রামের ফয়'স লেক সি-ওয়ার্ল্ডে আনন্দ করতে দেখা যায়। গতকাল বেলা ১১টায়। ছবি : জুয়েল শীল

গাজীপুরের শ্রীপুর

নির্যাতনে যুবকের মৃত্যু, বিএনপির নেতাসহ আসামি ৭

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাইকের ব্যাটারি চুরির অভিযোগে মারধর ও শরীরে গরম পানি ঢেলে নির্যাতনে মো. ইসরাফিল মিয়া (২৪) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় মামলা হয়েছে। ইসরাফিলের বাবা মো. নাছির উদ্দিন গত বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীপুর থানায় মামলাটি করেন।

মামলায় শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান লিটনসহ সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। অন্য আসামিরা হলেন বাবুল মণ্ডল (৪৫), শফিকুল ইসলাম (৩২), মো. জলিল (৬৫), মো. ইউসুফ (৪০), মো. সোহাগ (৪০) ও মো. ছাত্তার (৫৫)। আসামিরা সবাই গাজীপুর ইউনিয়নের শৈলাট মেডিকেল মোড়ের বাসিন্দা। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর ইসরাফিলকে মারধরের ঘটনার দিন শ্রীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেটি বৃহস্পতিবার রাতে মামলা হিসেবে নিয়েছে পুলিশ। ইসরাফিল একই ইউনিয়নের বাঁশবাড়ী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার এজাহার ও স্বজনদের ভাষ্য, ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে ইসরাফিলকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান কামরুলসহ কয়েকজন। এরপর পাশের একটি স্কুলের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে কামরুল ও উপস্থিত অন্য লোকজন স্থানীয় একটি মসজিদের মাইকের ব্যাটারি চুরির সঙ্গে জড়িত বলে ইসরাফিলকে অভিযুক্ত করেন। ইসরাফিল বারবার চুরি না করার কথা বললেও তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতে থাকেন কামরুল। স্থানীয় বাবুল মণ্ডল, শফিকুল ইসলামসহ কয়েকজন ইসরাফিলকে মারধর করেন। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ইসরাফিল। পরে কামরুলের নেতৃত্বে ইসরাফিলের শরীরে গরম পানি ঢেলে দেওয়া হয়। এ সময় পরিবারের লোকজন চিৎকার করলে ইসরাফিলকে স্কুলের মাঠে ফেলে রাখা হয়। ইসরাফিলকে মারধর করা হয়নি মর্মে সাদা স্ট্যাম্পে জোর করে তাঁর বাবার কাছ থেকে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। পরে ইসরাফিলকে তাঁর বাবার জিম্মায় দিয়ে সবাই চলে যান।

এরপর প্রথমে ইসরাফিলকে শ্রীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি মারা যান।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পাহাড়িদের সমাবেশের পর সংঘর্ষ

দুই জেলায় সংঘাত

সংঘর্ষের পর তিন উপদেষ্টার খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি পরিদর্শন। গত বৃহস্পতিবার সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন।

প্রণব বল, *খাগড়াছড়ি থেকে*

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পাহাড়ি ছাত্রদের আন্দোলন কর্মসূচি ও সমাবেশের পরই খাগড়াছড়িতে সংঘাত ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। শুধু মোটরসাইকেল চুরি ও বাঙালি যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে এই সংঘাত হয়নি বলে মনে করেন স্থানীয়দের অনেকে।

গত ৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা। এই আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য তৃতীয় কোনো পক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়ে ফায়দা লুটতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

১৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি শহরে পিটুনিতে মামুনের মৃত্যু হয়। পরদিন বিকেলে শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে দীঘিনালা উপজেলা সদরে মামুন হত্যার প্রতিবাদে বাঙালিরা মিছিল বের করেন। তখন পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। নিহত হন ধনঞ্জয় চাকমা নামের এক ব্যক্তি। আগুন দেওয়া হয় লারমা স্কয়ারে দোকানপাটে। একই দিন রাতে শহরের স্বনির্ভর এলাকায় গুলিতে রুবেল ত্রিপুরা ও জুনান চাকমা নামের দুই তরুণ মারা যান। ২০ সেপ্টেম্বর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে পাশের জেলা রাঙামাটিতে। সেখানেও অনিক চাকমা নামের এক কলেজছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় সংঘর্ষের পর ঘরবাড়ি ও দোকানে আগুন। ১৯ সেপ্টেম্বর। ফাইল ছবি

সংঘর্ষের পর তিন উপদেষ্টা খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ পাহাড়ে সম্প্রীতি নষ্ট করার পেছনে বাইরে থেকে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন। একই সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ঘটনা তদন্তে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছিলেন।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. তোফায়েল ইসলাম জানিয়েছেন, পাহাড়ের ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রধান অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) নূরুল্লাহ নূরী। দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে কমিটিকে।

জানতে চাইলে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল মজিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ইস্যু তৈরি করে পাহাড়ে অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে।

১৬ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠে 'সংঘাত ও বৈষম্যবিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে 'মার্চ ফর আইডেনটিটি' শীর্ষক মিছিল, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন থেকে বাসে করে ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেন। প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর এই মিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। গত দুই দশকে পাহাড়ে এত বড় জমায়েত দেখা যায়নি বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত। এই মিছিলের দুই দিনের মাথায় উত্তেজনা দেখা দেয় পাহাড়ি-বাঙালি দুই পক্ষে, বাধে সংঘর্ষ।

আন্দোলনকারীদের একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পাহাড়িদের ন্যায্য দাবি আদায়ের যে আন্দোলন, সেটাকে দমাতে পরিকল্পিতভাবে এই সংঘর্ষ বাধানো হয়েছে। একটি চুরির ঘটনাকে ইস্যু করা হয়।

জানতে চাইলে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বোধিস্বত্ব দেওয়ান *প্রথম আলোকে* বলেন, যদি আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ থাকত, তাহলে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটত না।

দুজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩২১

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

ইউএনবি, *ঢাকা*

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩২১ জন।

গতকাল শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, নতুন করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৩১ জন। ঢাকার বাইরের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ৯০ জন।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ১৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ নারী।

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৭ হাজার ৭০৫ জন। এর মধ্যে ৬২ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৭ দশমিক ১ শতাংশ নারী।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১২ আশ্বিন, ১৪৩১
২৩ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ কে রচনা করেন?
  উত্তর: রাজা রামমোহন রায়। (মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩)
- কে বাংলা সাহিত্যের ‘সব্যসাচী লেখক’ হিসেবে পরিচিত?
  উত্তর: সৈয়দ শামসুল হক। (মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)
- “সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে”- চরণটির লেখক কে?
  উত্তর: কামিনী রায়। (মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)
- বিশ্ব পর্যটন দিবস কবে পালিত হয়?
  উত্তর: ২৭ সেপ্টেম্বর।
- সংস্কারের জন্য বাংলাদেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক?
  উত্তর: ৩৫০ কোটি ডলার।
- সর্বশেষ (২৪/০৯/২৪) জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়া বাংলাদেশের পণ্যগুলো কী?
  উত্তর: ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি এবং মাধুপুরের আনারস।
- নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
  উত্তর: কে পি শর্মা ওলি।
- সম্প্রতি কোন দেশের কাছে ’জেএফ-১৭ ব্লক থ্রি’ নামক ফাইটার জেট বিক্রির জন্য চুক্তি করেছে পাকিস্তান?
  উত্তর: আজারবাইজান।

৪৭তম BCS প্রিলি Optimum
ফুল কোর্স/লিখিত বেসিক কোর্স-এ ভর্তি চলছে...

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

- দেশের ৩৩তম জি আই পণ্য- **মধুপুরের আনারস**।
- স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে মোট ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে- **৪ হাজার ১০০ কোটি ডলার**।
- বিশ্বব্যাংক এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে মোট ঋণ দিয়েছে- **প্রায় ২০০০ কোটি ডলার**।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতে রপ্তানির জন্য অনুমোদন দিয়েছে- **২৪২০ টন ইলিশ**।
- টাঙ্গুয়ার হাওরের অবস্থান- **সুনামগঞ্জের তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলায়**।
- মনপুরা ৭০, সাওতাঁল দম্পতি চিত্রকর্মগুলো- **শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের**।
- বিশ্ব পর্যটন দিবস- **২৭ সেপ্টেম্বর**।
- জাপানের ক্ষমতাসীন দল- **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি**।

আজকের সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. ইউনূস সেন্টার কোথায় অবস্থিত?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. বাংলাদেশ
গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স

২. পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কোন কোন দেশজুড়ে অবস্থিত?
ক. নেপাল ও চীন খ. নেপাল ও ভারত
গ. নেপাল ও পাকিস্তান ঘ. ভারত ও ভুটান

৩. 'বিপুলা পৃথিবী' কার রচিত আত্মজীবনী?
ক. আনিসুল হক খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. আনিসুজ্জামান ঘ. হুমায়ূন আহমেদ

৪. ইসলামিক দেশগুলোর জোট 'ওআইসি'-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক. রাবাত, মরক্কো খ. জেদ্দা, সৌদি আরব
গ. বাগদাদ, ইরাক ঘ. আবুজা, নাইজেরিয়া

৫. OIC -এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Organization of the Islamic Countries
খ. Organization of the Islamic Cultures
গ. Organization of the Islamic Cooperation
ঘ. Islamic Cooperation Countries

৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক উপাধি কী?
ক. কুশারী খ. বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মুখোপাধ্যায় ঘ. বিদ্যাসাগর

৭. বাংলা সাহিত্যের কোন গ্রন্থে সর্বপ্রথম যতিচিহ্নের সফল প্রয়োগ দেখা যায়?
ক. আলালের ঘরের দুলাল খ. বেতাল পঞ্চবিংশতি
গ. দুর্গেশনন্দিনী ঘ. চর্যাপদ

৮. বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের প্রবর্তক বলা হয় কাকে?
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. উইলিয়াম কেরি

৯. চীন ও তাইওয়ানকে পৃথক করেছে কোন প্রণালী?
ক. জিব্রাল্টার প্রণালী খ. মোজাম্বিক প্রণালী
গ. মালাক্কা প্রণালী ঘ. তাইওয়ান প্রণালী

১০. 'শাত-আল-আরব নদী' কোন দুটি দেশের সীমান্তজুড়ে অবস্থিত?
ক. ইরাক - ইরান খ. সিরিয়া - ইরান
গ. সৌদি আরব - জর্ডান ঘ. আরব আমিরাত - ওমান

সঠিক উত্তর:

১. খ	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. গ	৬. খ	৭. খ	৮. খ	৯. ঘ	১০. ক

জব প্রিমিয়াম + IBA MBA
IBA (MBA) পেট্রোবাংলা বাংলাদেশ ব্যাংক NSI
দুদক সহ সকল চাকুরির পরীক্ষার প্রস্তুতি।

পেট্রোবাংলা স্পেশাল কোর্স
অফলাইন এবং অনলাইন ক্লাস

পত্রিকার পাতা থেকে

২৭ সেপ্টেম্বর,২০২৪

1. জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে শিক্ষার্থীদের আঁকা দেয়ালচিত্র-
   ✓ 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ'।
2. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বর্তমান মহাসচিব কে?
   ✓ অ্যাগনেস ক্যালামার্ড।
3. তাইওয়ান দ্বীপকে পৃথককারী প্রণালী-
   ✓ তাইওয়ান প্রণালী।
4. অর্থনীতির 'হৃৎপিণ্ড' হিসেবে পরিচিত-
   ✓ ব্যাংক খাত।
5. মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত?
   ✓ ৪৫% শতাংশ।
6. রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার কারণে সংসদ সদস্যের আসন শুন্য হওয়ার বিষয়ে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?
   ✓ ৭০নং অনুচ্ছেদ ।
7. সংস্কার বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সহায়তা দিবে-
   ✓ ৩৫০ কোটি ডলার।
8. বিশ্ব পর্যটন দিবস কত তারিখ পালিত হয়?
   ✓ ২৭ সেপ্টেম্বর।
9. বর্তমানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-
   ✓ ১ হাজার ৯৫৬ কোটি ৭৫ লাখ ডলার।
10. বাংলাদেশে আর্মি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে-
   ✓ ৩টি।

আজ বৃহস্পতিবার

প্রতিদিনকার আপডেট

(পত্রিকার পাতা থেকে)

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

➤ সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন ক্রিকেটার টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন?

উত্তরঃ সাকিব আল হাসান ।

➤ আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কয়টি প্রতিষ্ঠানকে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে?

উত্তরঃ ৪৯টি ।

➤ সম্প্রতি কোন দেশের ভিক্ষুকদের বিরুদ্ধে প্লেনে চড়ে বিদেশ গিয়ে ভিক্ষা করার অভিযোগ উঠেছে?

উত্তরঃ পাকিস্তান ।

➤ সম্প্রতি কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী 'হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে' পূর্ণ শক্তি' নিয়ে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তরঃ ইসরায়েল ।

➤ সম্প্রতি ভারতের কোন রাজ্যের হিন্দু উৎসবে (জীবিতপুত্রিকা উৎসব) ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে?

উত্তরঃ বিহার রাজ্যে ।

➤ সম্প্রতি তাইওয়ান প্রণালিতে প্রথমবারের মতো কোন দেশের যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করেছে?

উত্তরঃ জাপান ।

➤ সম্প্রতি কোন দেশটি সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ইউক্রেনের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে?

উত্তরঃ ভারত ।

➤ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়া সর্বশেষ জিআই পণ্যের নাম কী?

উত্তরঃমধুপুরের আনারস (টাঙ্গাইল) ।

➤ ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?

উত্তরঃ বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ।

➤ নেপালের বর্তমান বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম কী?

উত্তরঃ রামচন্দ্র পৌডেল ।

Hotline: 01678343480

www.fb.com/joykolyjob

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১২ আশ্বিন, ১৪৩১
২৩ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ কে রচনা করেন?

  উত্তর: রাজা রামমোহন রায়। (মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩)

- কে বাংলা সাহিত্যের ‘সব্যসাচী লেখক’ হিসেবে পরিচিত?

  উত্তর: সৈয়দ শামসুল হক। (মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

- “সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে”- চরণটির লেখক কে?

  উত্তর: কামিনী রায়। (মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)

- বিশ্ব পর্যটন দিবস কবে পালিত হয়?

  উত্তর: ২৭ সেপ্টেম্বর।

https://t.me/BCS_47th

- সংস্কারের জন্য বাংলাদেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক?

  উত্তর: ৩৫০ কোটি ডলার।

- সর্বশেষ (২৪/০৯/২৪) জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়া বাংলাদেশের পণ্যগুলো কী?

  উত্তর: ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি এবং মাধুপুরের আনারস।

- নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?

  উত্তর: কে পি শর্মা ওলি।

- সম্প্রতি কোন দেশের কাছে ’জেএফ-১৭ ব্লক থ্রি’ নামক ফাইটার জেট বিক্রির জন্য চুক্তি করেছে পাকিস্তান?

  উত্তর: আজারবাইজান।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১১ আশ্বিন, ১৪৩১
২২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে জন্মগ্রহণ করেন?
  উত্তর: ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০।
- সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন পণ্যটি জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে?
  উত্তর: ভোলার মহিষের দুধের দুই।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে কবে?
  উত্তর: ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।
- এডিবির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কত হবে?
  উত্তর: ৫.১ শতাংশ।

https://t.me/BCS_47th

- বিখ্যাত ইংরেজি কবি টি এস এলিয়ট কবে জন্মগ্রহণ করেন?
  উত্তর: ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮।
- বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের কততম রাষ্ট্রপতি ছিলেন?
  উত্তর: ৪২তম।
- ২০২৪ সালের বিশ্বের সেরা উড়োজাহাজ সংস্থার পুরস্কার পেয়েছে-
  উত্তর: কাতার এয়ারওয়েজ। (পুরস্কার প্রদান করেছেন SKY TRAX)
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের সভাপতি কে?
  উত্তর: ফিলেসন ইয়াং।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
৯ আশ্বিন, ১৪৩১
২০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামের ১ম নারী শহীদের নাম কী?

  উত্তর: প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। (মৃত্যু: ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)

- বিপ্লব ও মুক্তির অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পেশায় কী ছিলেন?

  উত্তর: শিক্ষিকা।

- ড. ইউনুস জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন কবে?

  উত্তর: ২৭ সেপ্টেম্বর।

https://t.me/BCS_47th

- জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলমেন্ট ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

  উত্তর: ১০০ তম। (১৯৩টি দেশের মধ্যে)

- ভারতের সাথে বাংলাদেশের অভিন্ন নদীর সংখ্যা কতটি?

  উত্তর: ৫৪টি।

- বাংলায় প্রথম মুদ্রা প্রচলন কে শুরু করেন?

  উত্তর: সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। (১৩০১ সালে)

- জাতিসংঘের ৭৯তম বার্ষিক অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কের এবারের প্রতিপাদ্য কী?

  উত্তর: "কাউকে পেছনে ফেলে নয়: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শান্তি, টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক মর্যাদার অগ্রগতি সাধনে একসঙ্গে কাজ করা।"

- পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের নতুন মহাপরিচালকের নাম কী?

  উত্তর: লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ আসিম মালিক।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১০ আশ্বিন, ১৪৩১
২১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- ড. ইউনুস জো বাইডেনকে যে আর্টবুকটি উপহার দিয়েছেন তার নাম কী?
  উত্তর: দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ।
- 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' কী?
  উত্তর: জুলাই বিপ্লব চলাকালে এবং পরে শিক্ষার্থীদের আঁকা দেয়ালচিত্রের ছবিসংবলিত আর্টবুক।
- বিখ্যাত সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক সমর দাস কবে মৃত্যুবরণ করেন?
  উত্তর: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

https://t.me/BCS_47th

- সম্প্রতি কোন বাংলাদেশি 'গোলকিপারস চ্যাম্পিয়ন ২০২৪' সম্মাননা পেয়েছেন?
  উত্তর: ICDDR'B এর নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ। (শিশুপুষ্টির গবেষণার জন্য)
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিখাতে ভর্তুকির জন্য কত টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে?
  উত্তর: ১৭ হাজার ২৬১ কোটি টাকা।
- ২০১৬-২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষকপ্রতি গড় ভর্তুকির পরিমাণ কত?
  উত্তর: ৭.৮ ডলার। (সূত্র: অ্যাকশনএইড)
- শ্রীলঙ্কার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
  উত্তর: হরিণী আমরাসুরিয়া।
- ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা OIC কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
  উত্তর: ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

প্রকাশ করে	অর্থ মন্ত্রণালয়	মাথাপিছু আয়	২,৭৮৪ মার্কিন ডলার
মোট জনসংখ্যা	১৭ কোটি ১০ লক্ষ	মোট ব্যাংক	৬১টি
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৩%	মূল্যস্ফীতি/ মুদ্রাস্ফীতি	৯.৭৪%
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১,১৭১ জন	রেমিট্যান্স	১৭,০৭৪ মিলিয়ন ডলার
পুরুষ-অনুপাত মহিলা	৯৬.৩ : ১০০	রিজার্ভ মুদ্রা	৩,৫২,৮৫৮.৩ কোটি টাকা
স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০)	১৯.৪ জন	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	২৮,০৯১.৬ মিলিয়ন ডলার
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০)	৬.১ জন	আমদানি ব্যয়	৪৫,৬২০ মিলিয়ন ডলার
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুহার	২৭ জন	রপ্তানি আয়	৪০,৮৭৫ মিলিয়ন ডলার
গড় আয়ুস্কাল	৭২.৩ বছর (পুরুষ: ৭০.৮; নারী: ৭৩.৮)	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.৮২%
সাক্ষরতার হার	(৭ বছর + ৭৭.৯%)	বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
দারিদ্র্যের হার	১৮.৭%	বাংলাদেশি পণ্য আমদানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
চরম দারিদ্র্যের হার	৫.৬০%	সবচেয়ে বেশি রেমিটান্স আসে	সৌদি আরব হতে
মাথাপিছু জিডিপি	২,৬৭৫ মার্কিন ডলার	https://t.me/BCS_47th	